আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

সপ্তদশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

সপ্তদশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

নিখিলক্ষেমবিধাতা পরম দয়ালের অসীম কৃপায় আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ১৭শ খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এই মহাগ্রন্থের অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডটিও বিষয়-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এক সময় পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বাইবেলের বাণীরাজির ভাব অবলম্বন ক'রে অনেক বাণী দেন। তার বেশ কিছু বর্ত্তমান খণ্ডে স্থান পেয়েছে। তা' ছাড়া, একটি আশীর্ব্বাণীও আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেওঘর-লীলায় প্রদত্ত বাণীগুলির মধ্যে ক্রমিক সংখ্যা-অনুযায়ী ৬৭০৫ থেকে ৭২৯৬ নং পর্য্যন্ত বাণী এই খণ্ডে সন্নিবেশিত। প্রথম বাণীটির অবতরণকাল ১৫ই জুন, ১৯৫৫, রাত ৯-৩০ মিনিট এবং সর্ব্বশেষ বাণীটি অবতীর্ণ হয় ১৯শে অক্টোবর, ১৯৫৫, রাত ৭-২৫ মিনিটের সময়।

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে এই মহাগ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল বাণীগুলি প্রদানের তারিখ ও সময়—যার ভিতর দিয়ে নির্দ্ধারণ করা যাবে যুগগুরু শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আশপাশের বাতাবরণ এক একদিনে কেমন থাকত, কত বিভিন্ন বিষয়ের তরঙ্গ তাঁকে দিনেরাতে অতিক্রম করতে হ'ত। সেইজন্য কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থের অপরিহার্য্যতা চিরন্তন।

এই গ্রন্থের সজ্জা ও সূচীপত্র প্রণয়ন করেছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পরমপিতার শ্রীচরণে আমাদের প্রার্থনা—প্রতিঘরে এই গ্রন্থের নিত্য পঠন, পাঠন তথা অনুশীলন মানুষের বোধ স্বচ্ছ ক'রে তুলুক, মানুষকে সুকেন্দ্রিক ও কল্যাণকর্ম্মপরায়ণ ক'রে তুলুক। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১লা আশ্বিন, ১৪০২

শ্রীঅশোক চক্রবর্ত্তী

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

যখনই শ্রেয়শ্রদ্ধ অনুকম্পায়
কেউ কা'রও সাথে
অচ্ছেদ্য-নিবন্ধনে
সুবদ্ধ হ'য়ে ওঠে—

এককে অন্যের স্বার্থ ক'রে নিয়ে
প্রকৃতির পূত-নিয়মনায়,
বৈধী সংযোগে,—
তাইই কিন্তু পবিত্র ;

এই পবিত্র নিবন্ধন
মানুষে মানুষে হয়,
বস্তু-বস্তুতে হয়,
বিষয়ের বিষয়-সঙ্গতিতে হয় ;

রসায়ন, পদার্থ-বিজ্ঞানে
যেখানেই এমনতর হো'ক না কেন,

যে বাঁধনে স্বতঃ-সঙ্গতির সহিত
সশ্রদ্ধ যোগ-নিরতি নিয়ে
একায়িত হ'য়ে যে বা যা' চলে—
শুভ সন্দীপনায়,
শুদ্ধি-সংরক্ষণায়,
তাইই পবিত্র,

আর, যে-অনুক্রিয়ায়
ঐ অনুক্রিয় নিয়মন অনুষ্ঠিত হয়,
তাইই পূত অনুষ্ঠান। ৬৭০৫।
১৫।৬।১৯৫৫, রাত ৯-৩০

শুভেচ্ছাপূর্ণ হৃদ্য আপ্যায়নী সৌজন্যে
নিজেকে তৎপর ক'রে তোল—
অসৎ-নিরোধী সন্ধিৎসাকে
চতুর বীক্ষণায়
সম্বুদ্ধ রেখে ;—
সতর্কতা তোমাকে ত্যাগ করবে কমই,
শুভ উপঢৌকনও নন্দিত ক'রে তুলবে
তেমনি। ৬৭০৬।
১৫।৬।১৯৫৫, রাত ১০-১০

চতুর তা'রাই—
যে-কোন ব্যাপার বা বিষয়ের
চার আল দেখে
নিজের গন্তব্য স্থির করে যা'রা—
শ্রেয়-বিনায়িত ক'রে,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়। ৬৭০৭।
১৫।৬।১৯৫৫, রাত ১০-১৫

কে তোমার প্রিয়,
তা'র নিশানাই হ'চ্ছে—
তুমি তাঁকে ছেড়ে থাকতেই পার না,
চলেই না তোমার কোনক্রমে,
তোমার বাঞ্ছিত বা মনোজ্ঞ
যদি কিছু থাকে
এবং তা' যদি তাঁর অপ্রীতিকর হয়,
তা'কে বর্জ্জন করতে
তোমার এতটুকুও সঙ্কোচ সৃষ্টি হয় না,
ঐ বর্জ্জনায় তোমার বেদনা তো হয়ই না,
বরং স্বস্তিই অনুভব কর ;
তাঁ'র স্বার্থই তোমার তপস্যা,
তাঁ'র স্বার্থের আপূরণাই তোমার স্বার্থ,

পেটে দুটো ভাত,
পরণের একখানা কাপড়ও
যদি না মেলে,
তুমি ঐ প্রিয়-পরিধেয় নিয়েই
সুখে সক্রিয় হ'য়ে চলতে পার ;
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
একমনা অনুধ্যায়িনী তাৎপর্য্যে
তাঁ'র শুভ কর্ম্মে,
সম্বর্দ্ধনী পোষণ-পুষ্টিতে
তুমি তোমাকে স্বতঃ-দায়িত্বে
নিয়োজিত করে তোল—
দেওয়ায়, নেওয়ায়,
প্রতিষ্ঠার পরম পরিচর্য্যায়,
তাঁ'র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার অপলাপে
অযুত উদাত্ত আগ্রহ নিয়ে
নিরাকরণ-প্রয়াসী না হ'য়েই পার না ;
তাঁ'র মনোজ্ঞ যা'
তোমার চরিত্রে
লহমার প্রচেষ্টায়
পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে তা',
আর, তা' না ক'রেই
তুমি থাকতে পার না ;
যিনি তোমার মুখ্য,
শ্রেয় বা দেবতা তোমার,
তাঁ'র জীবন-বর্দ্ধনাই
স্বতঃ-অনুশীলনী তৎপরতায়
তোমার কাম্য হ'য়ে ওঠে,
আর, তেমনতরভাবেই নিজেকে
স্বতঃ-সন্দীপনায়
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল ;
তাঁ'তে যে বা যা'রা

শুভার্থী অনুবেদনা নিয়ে
সক্রিয় প্রীতি-চর্য্যানিরত,
তা'দের সাথে
বিরোধ ও দ্বন্দ্বহারা তুমি স্বতঃই ;
তাঁ'র অনাদর,
তাঁ'র ঘৃণা,
তাঁ'র অন্যায্য পীড়ন
তোমাকে পীড়িত করলেও
প্রীতি-প্রদীপনাকে
নিভিয়ে দিতে পারে না ;
এইগুলি হ'চ্ছে মোক্তা লক্ষণ—
তুমি তাঁ'কে কেমনতর ভালবাস ;
প্রণয় যেখানে এমনতর,
প্রীতি পারিজাত-পরিচর্য্যায়
তোমাকে বিপুল-নন্দনায়
অভ্যর্থনা করবেই কি করবে ;
এর অভাব যেখানে যেমনতর—
তোমার প্রীতি
প্রত্যাশাপীড়িতও তেমনতর ;
আর, এই প্রীতি যা'তে ন্যস্ত—
যা'কে ছেড়ে তুমি থাকতেই পার না,
সে যেমনতর,
তুমি মানুষও তেমনি,
তোমার চরিত্রও তদ্রূপ,—
"শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো
যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ" । ৬৭০৮ ।
১৫।৬।১৯৫৫, রাত ১০-৩০

যে-ব্যাপারেই হো'ক,
সুবিধা যে পায়,
তা'র চাইতে দক্ষ অনুনয়নে

সুবিধা যে ক'রে নিতে পারে,
লাভবান হয় সেইই বেশী,
কারণ, সুবিধা যে পায়,
সে জানে না—
কেমন ক'রে,
কী নিয়ন্ত্রণে
সুবিধা ক'রে নিতে হয়,
তাই, তা'র দক্ষতা বাড়ে না,
কিন্তু তা' যে পারে—
তা'র বোধি
তীক্ষ্ন নৈপুণ্যে
তা'র ব্যক্তিত্বকে দক্ষ ক'রে তোলে। ৬৭০৯।
১৭।৬।১৯৫৫, সকাল ১০-১৫

আত্মম্ভরিতাকে উড়িয়ে দিয়ে
ইষ্টম্ভরিতায় যত
আত্মনিয়োগ করবে,
আগ্রহ-প্রদীপ্ত অনুচলনও
ক্ষিপ্র হ'য়ে উঠবে তেমনি,
বোধিও বিকাশ লাভ করতে থাকবে
তেমনতরই ;
তাই, চাই
অচ্যুত একমনা আত্মনিয়মন
ও সেবাসন্দীপী কর্ম্মানুচর্য্যা। ৬৭১০।
১৭।৬।১৯৫৫, বিকাল ৫-৪৫

পার তো চেয়ো না,
পেলে খুশী হ'য়ো—
তা' যতই অকিঞ্চিৎকর হো'ক না কেন,
ধন্যবাদ দিও। ৬৭১১।
১৬।৬।১৯৫৫, বিকাল ৪-২০

ইষ্টানুচর্য্যায় সংন্যস্ত হও—
সর্ব্বতোভাবে,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
ঐ-ই তোমার সন্ন্যাস,
তোমার ব্যক্তিত্বের পরম সার্থকতা
ওতেই,
ওর ভিতর-দিয়েই
পরিবার, পরিবেশ ও সমাজ তোমার
ঐ সংন্যস্ত দ্যুতির অনুক্রিয় অনুচর্য্যায়
যোগ্যতায় আপোষিত হ'য়ে উঠুক ;
শতদ্রুর মত—
ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সার্থক শুভ-সন্দীপনায়
মোক্ষ অভিনন্দিত হ'য়ে উঠুক ঈশ্বরে—
পরম অর্থনায়। ৬৭১২।
১৬।৬।১৯৫৫, বিকাল ৫-২৫

ঈশ্বর, আচার্য্য বা প্রিয়-প্রীতি
তোমার কতখানি,
তা'র নিশানাই হ'চ্ছে—
সক্রিয় শুভচর্য্যী আগ্রহ-উদ্দাম
রাগদীপনা নিয়ে
আত্মস্বার্থকে
তাঁ'রই সম্বর্দ্ধনায়
কতখানি উৎসর্গ ক'রে
নিজেকে ধন্য ক'রে তুলেছ—
তোমার ব্যক্তিত্বের যা'-কিছু সম্পদ নিয়ে
তাঁ'রই পোষণ-বর্দ্ধনার উদাত্ত চলনে,
নিজের সব দৈন্যকে দলিত ক'রে ;
আর, ঐই কিন্তু মানবতার মূল ভিত্তি। ৬৭১৩।
১৯।৬।১৯৫৫, বিকাল ৪-৪৫

অভিযুক্তের অপরাধ
সমীচীনভাবে নির্দ্ধারিত হবার পূর্ব্বে
ঐ অভিযুক্তকে
অপরাধী কল্পনা ক'রে
বা সাব্যস্ত ক'রে
যদি কেউ কোন মতামত জাহির করে,
তা' কিন্তু কোন নিরপরাধকে
অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে
অপরাধী ঘোষণা করার মতনই,
যা'র ফলে, পরিবেশে
ঐ ঘোষণা নিবদ্ধ থাকায়
তা'কে ঐ অমনতর অপরাধে
অপরাধী বলেই
মানুষে গ্রহণ ক'রে থাকে ;
আর, ঐ গ্রহণের প্রতিক্রিয়ায়
সে নিরপরাধ হ'লেও
অপরাধের দিকেই
সুসন্ধিৎসু অনুচলনে চলতে থাকে—
জিদের বশবর্ত্তী হ'য়ে ;
এ পাপ
কেউ যদি অপরাধ ক'রে থাকে
তা'র চাইতেও বেশী
সংক্রামকতার সৃষ্টি ক'রে চলে,
এমনতর লোক কিন্তু
ঐ অভিযুক্ত যে
তা'র চাইতেও বেশী দণ্ডনীয়
বা প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণের উপযুক্ত ;
তাই বলি—
অপরাধ হ'তে সাবধান হও,
আর, অপরাধ সুনির্ণীত না হওয়া পর্য্যন্ত
কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে

কিছু করতে যেও না,
তা' কিন্তু পাপেরই প্রেরণা ;
এমনি ক'রে চলা কিন্তু
অসৎ-নিরোধ নয়কো,
বরং তা' অসতেরই উস্‌কানি-বিশেষ,
যদিও সাবধানী চলন কা'রও উপেক্ষা করা উচিত নয়। ৬৭১৪।
২১।৬।১৯৫৫, বেলা ১০-৫৫

যারা পালন-পোষণী সাহায্য পেয়েও
সক্রিয় সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
ঐ কেন্দ্রার্থ-অনুবেদনা নিয়ে
নিজেকে সুব্যবস্থ
ও মিতিচলনে পরিচালিত
করতে পারে না,
প্রয়োজনের অকাট্য উৎসারণা এসে
তাদের ঐ ব্যবস্থিতিকে ভেঙ্গে দিয়ে
ক্ষোভান্বিত ক'রে তোলে ;
ব্যবস্থ মিতিচলন তাদের পক্ষে তো
একটা হাওয়ার লাড়ু হ'য়ে থাকেই,
তাছাড়া, অবান্তর চাহিদার ফলে
কেন্দ্রায়িত সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত তৎপরতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে তুলে
দক্ষ যোগ্যতায় আসীন হ'য়ে
উন্নতির উৎসারণায়
অবাধ হ'য়ে চলা
তাদের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে ওঠে,
তাদের জীবনে অল্পের ভিতর-দিয়ে
বৃহতের দিকে
নিজেকে কি ক'রে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা যায়,
তা'র বোধবীক্ষণাই

ঝাপসা হ'য়ে থাকে—
ব্যক্তিত্বকে অভাবে ভারাক্রান্ত ক'রে,
প্রয়োজনের দীর্ণ সংঘাতে ;

মনে রেখো—
যতক্ষণ জঞ্জাল ও বিড়ম্বনাকে
বিনায়িত ক'রে
তোমার সংক্রমণকে
উৎসারিত ক'রে তুলতে না পারছ,
ততক্ষণ যেমনই হও,
আর, যাই হও তুমি,
সম্বৰ্দ্ধনী যোগ্যতা
স্থবির তোমাতে ;

তাই, যে অবস্থায়ই থাক,
তা'তেই সন্তুষ্ট থাক,
বোধবীক্ষণী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
কর্ম্মতৎপর অনুসারণায়
যোগ্যতায় নিজেকে দক্ষ ক'রে তোল—
শ্রেয়নিষ্ঠ অদম্য আকূতি নিয়ে ;

দেখবে, হবে কত,
পাবে কত ;
যা'রা উৎক্রমণ-অনুধ্যায়িনী
আবেগ-উৎসারণাকে বিসর্জ্জন দিয়ে
চলতে থাকে,
দক্ষ-নিপুণ যোগ্যতাও
তাদের অবহেলাই ক'রে থাকে,
তাই, কথায় বলে—
'সন্তুষ্টস্য সদা সুখম্' । ৬৭১৫ ।
২২।৬।১৯৫৫, সকাল ৯-৩০

সু-সমীক্ষু চৌকষ চলন—
অর্থাৎ শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায়ের ভিতর-দিয়ে

সুবীক্ষণী তৎপরতায়
বোধ ও ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
অস্তিবৃদ্ধির সম্পোষণী যে চলন,
তা'ই কিন্তু সাম্য চলন,
এই সাম্য-চলনের ব্যতিক্রমে
একটা বিরাট ওজ-উদ্দীপ্ত
ক্রিয়া-তৎপরতা হ'তে পারে ;
আবার, এর অভাবে
অর্থাৎ সম্যক দৃষ্টি ও বিবেচনার অভাবে
অব্যবস্থ হ'য়ে যে-চলন অবলম্বিত হয়,
তা' জাহান্নমের দিকেও হ'তে পারে,
তাই, জলুষ-ওয়ালা চলন
যে-সব সময়ই সাম্য-চলন হয়
তা' নয়কো,
সাম্য-চলনই সম্মানের ও সম্বর্দ্ধনার ;
অবিবেকী গোঁয়ার চলন—
তা' ভালই হো'ক
আর মন্দই হো'ক—
বাহবার উপযুক্ত কমই। ৬৭১৬।
২২।৬।১৯৫৫, সকাল ১০-১৫

তোমারই হো'ক বা অন্যেরই হো'ক,
যা' তুমি করবে বলে
সিদ্ধান্ত করেছ
বা কা'রও কিছু ক'রে দেবে ব'লে
যে দায়িত্ব নিয়েছ,
সমীচীনভাবে যথাসময়ে
তা' যদি নিষ্পন্ন না কর—
ত্বরিত তৎপরতায়,
তারপরে
সে সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলে

যদি তা' নিষ্পাদনও কর,
ঐ বিলম্ব-বিড়ম্বিত নিষ্পাদন
তোমার মস্তিষ্কে
এমনতর ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়ে রাখবে,
যা'র ফলে
তোমার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যা'
তুমি তা' যথাসময়ে পেয়েই উঠবে না,
আর, না-পাওয়ার ফলে
যেখানে যে-ব্যতিক্রম হওয়া উচিত
তা' হ'য়ে থাকবে,
আর, তা'ই ডেকে আনবে
তোমার ভাগ্য-বিপর্য্যয় ;
আর, ভাগ্য-বিপর্য্যয় মানে
ভজন-বিপর্য্যয়,
সুক্রিয় তৎপরতায়
বিহিতভাবে যথাসময়ে
যা' নিষ্পন্ন করা উচিত,
তাই করাই কিন্তু ভজন—
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে,
তদনুগ শুভ-বিনায়নায় ;
আর, তা' না করা
বা বিলম্বে নিষ্পন্ন করা—
এগুলি সবই ভজনের বিপর্য্যয় ;
ভজন যেখানে বিপর্য্যস্ত,
ভাগ্যও সেখানে বিড়ম্বিত । ৬৭১৭ ।
২৩।৬।১৯৫৫, সকাল ৯-১৯

প্রত্যাশা যেখানে
সুসম্পাদিত প্রগতিমূলক উন্নতির
অনুচর্য্যা করে না,
অথচ পেয়ে নিজেকে পুষ্ট করতে চায়—

যেমনতর করলে পাওয়া স্বতঃ হ'য়ে ওঠে
তা' না ক'রে,
সে-প্রত্যাশার প্রাণন-স্পন্দন কিন্তু
প্রীতি নয়কো,
সেখানে আছে আত্মম্ভরিতার
ভাঁওতাবাজি মাত্র ;
প্রিয়-পরিচর্য্যাই যাদের প্রত্যাশা,
তাদের প্রত্যেকটি কাম
সুসন্ধিৎসু প্রীতি-বীক্ষণায়
ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে—
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মে,
প্রীতি-সঙ্গতিতে,
নিষ্পন্নতায় ;
আর, নিষ্পন্নতা তাদের সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—
শিবসুন্দরের অভিব্যক্তি নিয়ে। ৬৭১৮।
২৪।৬।১৯৫৫, সকাল ৮-২৫

মানুষ যা'ই করুক না কেন,
সে-করার অভিব্যক্তির ভেতরে লেখা থাকে
তা'র বোধ-বিনায়িত ব্যক্তিত্বে
শিবসুন্দর কেমনতর কতখানি
অভিব্যক্তি লাভ করেছে। ৬৭১৯।
২৪।৬।১৯৫৫, সকাল ৮-৩০

তোমার ভেতর
ভাল-মন্দ যা'ই থাক্ না কেন,
সবগুলিকে তোমার প্রিয়পরমের
শুভ-অনুচর্য্যায় নিয়োজিত ক'রে
তা'দিগকে সুবিনায়িত ক'রে তোল—
সক্রিয় তৎপরতায়
সার্থক অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে ;

আর, এমনতর মিতি-চলনে চলাই
পরমার্থের পরম প্রবর্ত্তনা। ৬৭২০।
২৪।৬।১৯৫৫, সকাল ৮-৩৫

মনে রেখো—
তোমার অন্যের প্রতি
যেখানে যেমনতর করণীয়—
বাক্য, ব্যবহার, স্বজনোচিত আপ্যায়না,
অনুচর্য্যা ইত্যাদি,
তুমি যদি তা' না কর,
লাখ নৈতিক নিয়ন্ত্রণের কথা
বল না কেন,
তা' কিন্তু নিষ্ফল হ'তে দেখবে
প্রায়শঃ। ৬৭২১।
২৪।৬।১৯৫৫, সকাল ৯টা

যে পাতিত্য-পরামৃষ্ট—
সে কখনও
একমনা শ্রেয়নিষ্ঠ হ'তে পারে না,
স্বার্থের দায়ে শ্রেয়সঙ্গ করলেও
শ্রেয়-স্বার্থী হ'তে পারে না—
শ্রেয়-অনুগতি নিয়ে,
শ্রদ্ধাহীনতা ও দোষদর্শন
তা'র স্বাভাবিক প্রবৃত্তি,
তা'র দাম্ভিক অস্মিতা
ও হীন স্বার্থপরতা
যেখানেই ব্যাহত হয়,
সেখানেই সে নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়—
ন্যায্যতার অবতারণায় অন্যায্যভাবে ;
অকৃতজ্ঞতা তা'র সহজ-সংস্কার,
তা'র আশ্রয়-দাতা যে

তাঁর নিন্দা যদি কেউ করে,
সেখানে সে স্বল্পভাষিতা
বা বিজ্ঞ নীরবতাকেই
অবলম্বন ক'রে থাকে,
কিন্তু পরক্ষণেই ঐ আশ্রয়দাতার কাছে গিয়ে হয়তো
ঐ নিন্দকের প্রতি
ঘৃণা, আক্রোশ ও বিদ্বেষ
প্রকাশ ক'রে থাকে—
মৌখিকভাবে,
কিন্তু তা'র নিজের নিন্দা যদি কেউ করে,
সেখানে রোষ-কশায়িত অনুপ্রাণনায়
রূঢ় আক্রমণে পেছপাও হয় না ;
সে উপকারীর প্রশংসা করতে পারে না,
করলেও সঙ্গে-সঙ্গে অন্যের প্রশংসা করে—
তাঁর উপকারকে অকিঞ্চিৎকর
প্রমাণ করবার জন্য,
আবার, এখন যা'কে প্রশংসা করছে—
পরমুহূর্ত্তে তারই নিন্দা করবে না,
তার কোন স্থিরতা নেই ;
হীনম্মন্যতার দুষ্ট অভিসন্ধির অনুপ্রেরণায়
মানুষের সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা পোষণ ক'রে
এবং সেই ধারণা-অনুযায়ী
কুৎসা রটিয়ে
সে যেন এক পৈশাচিক উল্লাস
উপভোগ করে ;
এমনতর কৃতঘ্ন-চরিত্র যা'রা,
তা'রা সর্ব্বদাই অন্যকে সংক্রামিত
করতে চেষ্টা করে—
যা'র যেমন রুচি তেমন ব্যবহারে
মানুষকে আকৃষ্ট ক'রে ;
তাই, তাদের থেকে সর্ব্বদা

সাবধান থেকো—
বিহিত নিরোধে যত্নবান হ'য়ে ;
সমাজ এদের দ্বারা
যা'তে দূষিত না হয়,
সেদিকেও লক্ষ্য রেখে চ'লো। ৬৭২২।
২৪।৬।১৯৫৫, বেলা ১১টা

যে-কোন কাজই হো'ক না কেন,—
তুমি যদি তা' না করতে পার,
আর, তোমাকে যদি
তা'র জন্য কেউ দোষারোপ করে
বা বিদ্রূপ করে,
তোমার যেমন তা' ভাল লাগে না,
অন্যের বেলায়ও কিন্তু তাই ;
তাই, যে পারে না—
তা'কে বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা করতে যেও না,
বরং যা'তে সে পারে,
পেরে যোগ্যতা লাভ করে,
বিশেষ আপ্রাণতার সহিত
তেমনতর সাহায্য ক'রে
তা'কে পারগতায় উপযুক্ত ক'রে তোল ;
তা'তে তোমার নিজের শিক্ষা
আরো পাকা হ'য়ে উঠবে,
আর, যে শিখছে—
সেও পারার আনন্দে ভরপুর হ'য়ে উঠবে,
তাই, যা' পারার আওতায় আসে নি,
তা' পারতে অনুশীলন-তৎপর হও,
পেরে কৃতী আনন্দ উপভোগ কর,
আর, যে পারে না,
তা'কেও তোমার অনুপ্রেরণায়
অনুশীলনে উচ্ছল ক'রে

পারগতায় পর্য্যাপ্ত ক'রে তোল,
যোগ্যতা তোমার জয়গান করুক। ৬৭২৩।
২৫।৬।১৯৫৫, রাত ৭-৩০

নিষ্পন্ন করার কৃতী-উদ্যম
যা'দের যত নিথর,
বাধা-বিপত্তির সমস্যাও
তা'দের তত বেশী,
চলৎ-শীলতাও
ব্যত্যয়ী ও বিপর্য্যয়গ্রস্ত তেমনি। ৬৭২৪।
২৬।৬।১৯৫৫, বিকাল ৫-৭

যে যা যা'র দায়ে
তুমি কাউকে ছেড়ে থাকতে পার
বা ছেড়ে থাকছ,
সে-দায় যদি তা'র পোষণ-পূরণী না হয়,
তবে যা'র দায়ে
তা'কে ছেড়ে থাকছ,
সেই তোমার কাছে মুখ্য। ৬৭২৫।
২৮।৬।১৯৫৫, সকাল ৬-৩৮

বেঁচে থাকা ও বেড়ে চলার
তুক যেখানে পাওয়া যায়—
সার্থক সাত্বিক সংগতি নিয়ে,
তাইই তোমার জীবনে শ্রেয় ;
আর, এইগুলি সব অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে—
এমনতর অন্বিতশ্রদ্ধ আপূরয়মাণ
প্রিয়পরম যিনি,
তিনিই মুখ্য তোমার জীবনে। ৬৭২৬।
২৮।৬।১৯৫৫, সকাল ৭-৩০

সব মানুষ সাধারণতঃ কা'রও
বিশেষতঃ মহৎ কা'রও
জীবনের অভিব্যক্তিগুলিকে
সার্থক সঙ্গতির পড়তায় এনে
সবটাকে দেখতেও জানে না
বা বোধ করতেও জানে না
বা পেরেও ওঠে না,
তা'রা দেখে
এক-একটা অভিব্যক্তির
এক-এক রকম স্ফুরণা,
কিন্তু ঐ স্ফুরণার সার্থক সঙ্গতিশীল
দ্যোতনদীপ্তিগুলিকে
অন্বিত বিনায়নে বিনায়িত ক'রে
সামগ্রিক ধারণায় উপনীত হওয়া
তাদের পক্ষে মুশকিল—
অনুকূল-প্রতিকূলের সার্থক সামঞ্জস্যে,
কারণ, লাগোয়া শ্রদ্ধার অনুনয়নী অনুবেদনায়
সব সময় সবাই
সংস্থিত হ'য়ে থাকতে পারে না,
তাই ঐ স্ফুরণাগুলিকেও
সুসন্ধিৎসু অনুনয়নে
সঙ্গতিতে এনে
অন্বিত অর্থনায় সংগ্রথিত ক'রে
একটা জীবনকে আমান দেখা
তাদের পক্ষে মুশকিলই হ'য়ে ওঠে ;
তাই, মহতের জীবনী পাঠ
বা তাঁ'র জীবন-সম্বন্ধীয় অভিনয়
বা সবাক্ চলচ্চিত্র দর্শন ইত্যাদি
বরং তাদের খানিকটা
অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে,
নইলে, অশ্রদ্ধায়

দিশেহারা ভ্রান্তিমদির ক্রান্তিতে
নিজেকে নিবদ্ধ ক'রে
ঐ সেই জীবনে
নিজের জীবনকে সংগ্রথিত ক'রে তোলা
তা'দের পক্ষে কঠিনই হ'য়ে ওঠে,
—যদিও শ্রদ্ধাপূর্ণ সঙ্গ ও সান্নিধ্যের
এতটুকু ঝলকও
জীবনকে ওলটপালট ক'রে দিতে পারে,—
যদি কেউ অচ্যুত আনতি নিয়ে
তা'র প্রীতি-প্রবাহকে
সক্রিয় চলনে
নিরবচ্ছিন্ন রেখে চলে ;
যিনি তোমার ইষ্ট,
যিনি তোমার আদর্শ,
বা যে-কোন শ্রেয়ই হউন—
তাঁর জীবনে যদি জীবনকে লাভ করতে চাও,
শ্রদ্ধানুগ আনুগত্য নিয়ে
তাঁর সব স্ফুরণাগুলিকেই
সঙ্গতির অর্থনায় বিনায়িত ক'রে
অনুধাবন কর,
আর, ইষ্ট বা আদর্শের প্রতি
অচ্যুত প্রীতি নিয়ে
তোমার বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক
সেইগুলিকে ফলিয়ে তুলতে চেষ্টা কর—
অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে ;
তখন তোমার জীবন বলতে বুঝবে তাঁকে,
তিনিই তোমার সর্ব্বস্ব হ'য়ে উঠবেন ;
ঐ সুকেন্দ্রিক অনুরাগ-উদ্দীপনা
উচ্ছল চারিত্রিক দ্যোতনায়
দেখবে একদিন
কবির ভাষায়

তারস্বরে ঘোষণা করবে—
'আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগ রে সকল দেশ'। ৬৭২৭।
২৮।৬।১৯৫৫, সকাল ১০-৩০

যে সংবিধানের ভিতর-দিয়ে
বস্তুসত্তা স্থিতিগতিতে বিদ্যমান থাকে,
তা'ই তা'র আত্মিক শক্তি। ৬৭২৮।
২৮।৬।১৯৫৫, রাত ৯-৩০

ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যকে অবজ্ঞা ক'রে
বা ব্যত্যয়ী আচার-সংবিদ্ধ ক'রে
যে নীতি বা অনুশাসনের অবতারণা—
তা' কিন্তু কোন প্রেরিতপুরুষের
সুবীক্ষণী সিদ্ধনীতি বা অনুশাসন নয়কো,
এক-কথায়, প্রেরিতপুরুষের কথাই নয় তা',
এমন-কি, তা' মনীষী-বাদও নয়;
তেমনি প্রকৃতির অস্তিবৃদ্ধিকে
অবদলিত বা বিড়ম্বিত ক'রে
যে নীতি বা অনুশাসনের অবতারণা—
তা'ও কিন্তু কোন প্রেরিতপুরুষের
বিধিবীক্ষণী নীতি বা অনুশাসন নয়কো;
আবার,
শ্রেয়কেন্দ্রিক রাগদ্যোতনাকে উপেক্ষা ক'রে
বা আচার্য্য-অনুরাগকে উপেক্ষা ক'রে
বা সাত্ত্বিক ধৃতিকে বা ধর্ম্মকে উপেক্ষা ক'রে
সঙ্গতিহারা বাতুল বিপর্য্যয়ী
নীতি বা উপদেশ—
তা'ও কিন্তু কোন প্রেরিতপুরুষোত্তমের
অনুবেদ্য বাণী নয়কো। ৬৭২৯।
২৯।৬।১৯৫৫, রাত ৯-৪০

যা' ব্যষ্টিসত্তার সম্বর্দ্ধনী সার্থকতায়
অবাধ ও উচ্ছল,
সমষ্টিসত্তার পক্ষেও তা'
তাইই কিন্তু ;
ব্যষ্টিসত্তা বা স্বার্থকে উড়িয়ে দিয়ে
যেখানে সমষ্টিসত্তা ও স্বার্থের
আড়ম্বর দেখছ,--
একনিঃশ্বাসে ভেবে নিও—
তা' মিথ্যা ও প্রবৃত্তিদ্যোতনাসূত ;
এ শুধু মানুষের পক্ষেই সত্য নয়কো—
এমন কি পশুজগৎ বা উদ্ভিদজগৎ
সবারই পক্ষে সত্য। ৬৭৩০।
২৯।৬।১৯৫৫, রাত ১০টা

যা' সত্তাকে ধারণ করে না,
পোষণ করে না,
এক-কথায়, যা' সত্তার ধৃতিজনক নয়কো,
পূরণ-বর্দ্ধনী নয়কো,
তা' কিন্তু কোন মাঙ্গল্যনীতিরই
অনুশাসন নয়,
তা' ব্যক্তিগত জীবনেই হো'ক
বা সমষ্টিগত জীবনেই হো'ক,
ব্যষ্টিসত্তায়ই হো'ক
বা সমষ্টিসত্তায়ই হো'ক
অপঘাত সৃষ্টি করবেই কি করবে,
তাই, তা' শাতন-নীতি ;
যে সমষ্টিগত নীতি বা পরিকল্পনার ভিতরে
ব্যষ্টিগত সাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের
পোষণ-বৰ্দ্ধনা নেইকো,
লাখ স্বর্গীয় ভাঁওতার হোক না কেন,

তা' ব্যষ্টি বা সমষ্টির
বিড়ম্বনারই যাদু জলুস । ৬৭৩১ ।
২৯।৬।১৯৫৫, রাত ১০-১০

শ্রেয় ও প্রেয়তে
মনোজ্ঞ হওয়ার আবেগ
যা'কে পেয়ে বসে নি,
তাঁ'রই পোষণ-পরিচর্য্যার
সুষ্ঠু সম্পাদনায়
প্রলুব্ধ হ'য়ে ওঠে নি অন্তঃকরণ যা'র,
তাঁর স্বার্থপ্রতিষ্ঠা
নিজের তৃপ্তি ও অনুরঞ্জনার বিষয়
হ'য়ে ওঠে নি যা'র,
তাঁ'র সংস্রব ত্যাগ করবার কল্পনা
হৃদয়-বিদারক ব'লে
অন্তরে প্রতীয়মান হয় নি যা'র,
তাঁর সুখ-সম্বর্দ্ধনায়—
ভাবে, ভাষায় ও ব্যবহারে
সক্রিয় তৎপরতায়
অনুক্রিয় অনুগতি নিয়ে
অন্তর নিরত হ'য়ে ওঠে নি যা'র,
তাঁ'র প্রতিকূল সব-কিছুকে
এক লহমায় বর্জ্জন করবার প্রস্তুতিতে
স্বতঃ-সন্দীপ্ত মন নয় যা'র,
বরং স্বার্থপ্রত্যাশার লুব্ধ আকর্ষণ
যা'র প্রীতি-বন্ধনের মুখ্য তন্ত্র,—
এমনতর যেই হো'ক না কেন,
সে শ্রেয় ও প্রেয়কেন্দ্রিক নয়,
সুকেন্দ্রিক প্রীতি-উৎসারণায়
সুখে-দুঃখে
ক্লেশসুখপ্রিয়তার চেতন দীপনা নিয়ে

প্রীতি-সম্বেগ-সন্দীপনায়
উচ্ছলস্রোতা হ'য়ে ওঠে নি সে—
অন্তঃকরণকে ভরপুর ক'রে। ৬৭৩২।
২।৭।১৯৫৫, রাত ৯টা

স্বার্থলুব্ধতা প্রীতি-সম্বেগকে
শিথিল ক'রে তোলে,
আবার তেমনি শ্রেয় বা প্রেয়স্বার্থ-সন্ধিক্ষুতা
সক্রিয় তৎপরতায়
অন্তরস্থ প্রীতি-সম্বেগকে
অচ্যুত আগ্রহ-সন্দীপ্ত ক'রে থাকে—
আত্মস্বার্থকে অবহেলা ক'রে
ক্লেশসুখপ্রিয়তার আত্মপ্রসাদী অনুদীপনায়,
প্রিয়-মনোজ্ঞ হবার আকূতি-তৎপর
আত্মনিয়মনী অনুচলনে;
আর, প্রীতির স্বতঃ-সন্দীপ্ত চরিত্রই
এমনতর। ৬৭৩৩।
৪।৭।১৯৫৫, সকাল ১০-২৫

যাঁর পোষণ-পরিচর্য্যী নিয়মনায়
তুমি উৎসারিত হ'য়ে উঠেছ
বা হ'য়ে চলেছ,
স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ সন্ধিৎসায়
তাঁ'র পোষণ-পরিচারিণী সেবার
স্বাভাবিক দায়িত্ব হ'তে
নিজেকে ছিন্ন ক'রে
যখন কেবলমাত্র আত্মস্বার্থ-সেবায়
নিজেকে নিয়োজিত করেছ বা করলে—
তোমার উপচয়ী সেবা হ'তে
বঞ্চিত ক'রে তাঁকে,

ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধকে ছিন্ন ক'রে,
তুমি ঠিক জেনো —
এটা তোমার মহত্তর উৎক্রমণ তো নয়ই,
বরং একটা অন্তরনিরুদ্ধ
কৃতঘ্ন, দুষ্ট অকৃতজ্ঞতা
তোমার এমনতর জীবন-অভিযানের মূলে
আধিপত্য করছে ;
বলায় ও চলায়
ভাঁওতাবাজির আড়ম্বর নিয়ে
যতই চল না কেন,
তুমি সঙ্কীর্ণস্বার্থী, কৃতঘ্ন। ৬৭৩৪।
৪।৭।১৯৫৫, রাত ৯টা

তোমার লাখ সদিচ্ছাই
থাকুক না কেন,
লোক-কল্যাণ-আগ্রহ নিয়ে
তুমি মানুষকে
লাখ সৎ কথাই বল না কেন,
আন্তরিক অনুচর্য্যার সহিত
মাঙ্গলিক অনুচলন নিয়ে
যতই কেন চল না,
কম লোকেই তা' শুনবে,
আরো কম লোকে
ঐ অনুচলনে চলতে চেষ্টা করবে,
যদিও তোমার কাছ থেকে
স্বার্থ-সন্দীপনী অনুচর্য্যা নিয়ে
তোমাকে বাহবা দিয়ে
হয়তো অনেকেই বিদায় দেবে,
তাই ব'লে
আপশোষ করলে চলবে না ;
তুমি হৃদ্য অনুকম্পায়

স্বস্তি-সম্পাদনী সদুপদেশ নিয়ে
মানুষের স্বস্তি-অনুচর্য্যায়
যতটুকু পার ক'রেই চল ;
এই লেগে থাকার ফলে
লোক তোমাতে শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে উঠুক,
আর, এই শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে ওঠাটাই
অমনতর বলা ও চলার প্রেরণা
যোগাতে থাকবে,
তা'র ভিতর-দিয়ে যতখানি যা'কে পাও,
তাই তোমার লাভ ;
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট যা'রা
সাধারণতঃ তাদের স্বার্থ
সঙ্কীর্ণই হ'য়ে থাকে,
অন্যে তা'র পক্ষে জীবনীয় কতখানি
তা' ভেবেই উঠতে পারে না,
বোঝা তো দূরের কথা,
তা ছাড়া, জন্মগত বিরুদ্ধ সাঙ্কর্য্যও
মানুষের ব্যক্তিত্বকে
গলদযুক্ত ক'রে তোলে ;
যে তোমার আশ্রয়ে
উন্নতি-অনুদীপনায় অধিষ্ঠিত হ'ল—
তা'র হয়তো প্রথম পদক্ষেপই হবে
তোমাকে অস্বীকার করা,
কৃতঘ্ন পদবিক্ষেপে
তোমাতে সংঘাত হানা ;
তা' যাই হোক
তুমি তোমার আদর্শ-অনুধ্যায়িনী
অনুকম্পী অনুচলনে চলতে থাক—
সতর্ক সংরক্ষণী প্রস্তুতি নিয়ে ;
যত পার, দুঃখিত হ'য়ো না,
বিরক্ত হ'য়ো না,

যদিও অস্বস্তিপ্রদ সংঘাত
বেদনাই বহন ক'রে থাকে ;
তাই, তুমি তোমার
সহজ চলনায় তো চলবেই,
আর, মানুষের বিপাক-বিধ্বস্তির সময়
তোমার সদনুচলন ও সদুপদেশ
যদি কেউ গ্রহণ ক'রে
আপদমুক্ত হয়,
সে বোধও করবে তোমাকে
তেমনি বান্ধব ব'লে ;
তাই সময় বুঝে যেখানে যেমন করণীয়,
তেমনি ক'রেই চ'লো—
তোমার সহজ চলনাকে অবিরল রেখে ;
যত পার, লোক-স্বস্তি-প্রসূ হও—
এমনতরই চলন নিয়ে
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়। ৬৭৩৫।
৫।৭।১৯৫৫, সকাল ৮-৩৫

কাউকে তোমার প্রীতিভাজন শ্রেয় ব'লে
যদি মনে কর,
আর, তোমার জীবনে তাঁকে যদি
মুখ্য ও পরম বাঞ্ছিতই ক'রে তুলতে চাও—
ধারণে, পালনে, পরিচর্য্যায়,
ঠিক বুঝে নিও—
তোমার আন্তরিক যোগাবেগ
তাঁ'র ব্যক্তিত্বে
যদি সুনিবন্ধনে নিবদ্ধ না হয়,
তাহ'লে তা'র
অন্তর ও বহিঃ-পরিচর্য্যায় নিরত থাকা
তোমার পক্ষে কঠিনই হ'য়ে উঠবে ;
কারণ, তাঁ'র চাহিদা

ও শুভ-অশুভগুলিকে
যদি তুমি তোমার অন্তরে
বোধই না করতে পার,
সৌষ্ঠব-নিয়মনায়
সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তাঁর স্বস্তি বিধান করা
তোমার পক্ষে দুরূহই হ'য়ে উঠবে ;
আর, তাঁর চাহিদা ও চলন-অনুযায়ী
তোমার ব্যক্তিচরিত্র
অনুরঞ্জিত হয়ে উঠবে না,
যে-অনুরঞ্জনা তদনুগ একায়নী অনুনয়নে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
বিনায়িত ক'রে তুলতে পারে,
আর, ঐ বিনায়নী অনুপ্রেরণা
তোমাকে এমনতর আগ্রহদীপ্ত ক'রে তুলবে না,—
যা'র ফলে, তুমি
সব দিক দিয়ে
তাঁর মনোজ্ঞ ও উপচয়ী হ'য়ে উঠতে পার
তুমি স্ত্রীই হও,
আর পুরুষই হও,
শৌর্য্য-দীপনা
বা পৌরুষ-দীপনার
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
তোমার যা'-কিছুকে
অন্বয়ী অর্থান্বিত ক'রে
ঐ শ্রেয়দীপনায় ফুল্ল ক'রে তোলা
কঠিনই হ'য়ে উঠবে—
অনুগতির সাফল্য-সুন্দর
সম্বেগ নিয়ে ;
তাই, বাক্যে, ব্যবহারে, চলনচরিত্রে
ঐ শ্রেয়প্রাণতা নিয়ে চলতে থাক,

লাখো ঝঞ্ঝাটের ভিতরও
তোমার হৃদয় ভরপুর থাকবে,
স্বস্তির শুভ-আলিঙ্গন
তোমাকে নন্দিত করতে ত্রুটি করবে না ;
মনে রেখো—
শ্রেয়ের প্রতি
ঐ অনুকম্পী যোগাবেগই—
প্রতিটি বিশেষকে
বোধদীপ্ত ক'রে
তা'র জীবনে
বিশ্ব-সঙ্গতির সৃষ্টি ক'রে থাকে। ৬৭৩৬।
৫।৭।১৯৫৫, সকাল ৯-৪০

সভা-সমিতি করলে,
তোমার বক্তৃতায় মুগ্ধ হ'লো সবাই,
অজস্র করতালি পেলে,
অঢেল ধন্যবাদে ধন্য হ'য়ে উঠলে,
বাহবার তো ইয়ত্তাই নেই,
তোমাকে বুঝে নিল সবাই
তুমি একটা জন বটে,
এতেই কি শেষ হলো ?
এর লাভই বা কতটুকু ?
এটা লাভপ্রসূ তখনই হ'য়ে উঠল,
যখনই দেখতে পেলে—
মানুষ সুকেন্দ্রিক যোগ্যজীবনের অনুশীলনে
তৎপর হ'য়ে উঠেছে,
সত্তাপোষণায় ধৃতিবান হ'য়ে উঠেছে—
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে,
যোগ্যতা-আহরণে
অযুত আগ্রহ নিয়ে
অজচ্ছল চেষ্টায় অঢেল হ'য়ে চলেছে,—

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ অর্জ্জনার হোম-আহুতি নিয়ে
অনুশীলন-তৎপরতায় ;
এই চলনে চলন্ত থেকে
যতই তা'রা সহ্য, ধৈর্য্য
ও অধ্যবসায়ী প্রীতিনিবন্ধ পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে
এক আদর্শে আত্মবিনায়ন-তৎপর তৃপণায়
নিজেদের বিনায়িত ক'রে
প্রত্যেকে উপচয়ে উচ্ছল হ'য়ে উঠছে—
ব্যক্তিত্বকে চারিত্রিক স্ফুরণায়
দ্যুতি-উচ্ছল করে,
লোক-অন্তরকে স্বস্তিসেবায়
আপোষিত করতে করতে,
কৃতি-সন্দীপ্ত কৃতার্থতার
স্মিত হাসি নিয়ে
অমর উল্লাসে,—
বুঝো—
তোমার সভা-সমিতি
তোমার বক্তৃতা
ধন্য হ'য়ে উঠল বাস্তবে তখনই,
নয়তো, কথার অমৃত
হাওয়াতেই বিলীন হ'য়ে গেল ;
তাই, তোমার ভাষণ-অনুপ্রেরণাকে
হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে
যদি তৃপ্তিলাভ না করতে চাও,
ব্যক্তিত্বে বাস্তব ক'রে তুলতে চাও,
উচ্ছল স্বতঃ-দায়িত্ব-দ্যোতনায়
একায়নী আদর্শ-উদ্দীপনায়
তোমার সহচারীদিগকে
উদ্বুদ্ধ-অনুক্রিয় ক'রে তুলে
তা'দের দ্বারা
প্রেরণ-প্রদীপনী উন্মাদনায়

সমীচীনভাবে
প্রতিটি লোক-অন্তরকে
তাজা সক্রিয় ক'রে তোল,
তা'দের চরিত্র
তোমার ঐ প্রেরণা বহন ক'রে
লোকের কাছে যেন
এমনতর হৃদ্য হ'য়ে ওঠে,—
যা'র ফলে, তাদের অন্তর
উল্লাস-উন্মাদনায় অনুপ্রেরিত হ'য়ে
কৃষ্টির কর্ষণ-অনুশীলনায়
নিজেদের যোগ্য ক'রে তুলেই চলতে থাকে,
তাছাড়া, তোমাদের চারিত্রিক
প্রীতিদ্যোতনা যেন
স্থবির, অলস, অবশ যা'রা
তা'দেরও এমনতর উল্লাসদীপ্ত ক'রে তোলে,
যা'তে তা'রা উত্থান-উন্মুখ হ'য়ে
কর্ম্ম-অনুশীলনায়
নিজেদিগকে কৃতার্থ ক'রে তুলতে
প্রলুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
তা'রা শ্রমকাতর না হ'য়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তায়
নিজেদের ধন্য ক'রে
জীবনের প্রীতিদ্যোতনাকে
এমনতর সক্রিয় অনুশীলন-তৎপর ক'রে তোলে,
যা'র ফলে, যোগ্যতার যুত ধন্যবাদ
একায়নী অনুচর্য্যামুখর ক'রে
তাদের অন্তরকে
আশিস-উচ্ছলায় উদ্দীপ্ত ক'রে রাখে,
অমরার অমৃতস্পর্শী শতায়ু
তা'দের সত্তায় সহজ হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বর তাঁর ধারণ-পালনী দ্যোতনায়

প্রতিপ্রত্যেককে
আশিস-উচ্ছল ক'রে তুলুন। ৬৭৩৭।
৬।৭।১৯৫৫, সকাল ১০-৩০

যখনই কোন অনুগ্রহের অবদান
বা অনুক্রিয়ার উপঢৌকন-স্বরূপ
তোমার পোষণ-পরিচর্য্যী কিছু পেলে,
আর, ঐ পাওয়াটা তোমাকে যতই
ঐ প্রাপ্তি সংঘটিত হ'ল
যে বা যা' হ'তে,
তা'তে
সক্রিয় শ্রদ্ধোৎসারণায়
বিনীত কৃতজ্ঞ ক'রে তুলল,
আর, ঐ কৃতজ্ঞপ্লুত বিনয়
যতই তোমাকে
বিনায়িত ক'রে তুলতে থাকল,
ততই তুমি ঐ জাতীয় করণ-চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে যোগ্যতর ক'রে তুলতে
স্বতঃ-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকলে ;
আবার, ঐ করার অভ্যাসকে
অভ্যস্ত ক'রে তুলে
যতই তোমার ব্যক্তিত্বকে
ঐ চরিত্রে অন্বিত ক'রে তুলতে থাকলে,
ঐ হওয়া তোমার প্রাপ্তিকে
তেমনি স্বতঃ ক'রে তুলল ;
এমনি ক'রেই তুমি কৃতার্থ হ'লে,
সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে
আরোর পথে এগিয়ে চললে,
তোমার অন্তঃকরণ
শ্রদ্ধোল্লাসিত নিবিড় নিরন্তরতায়
বিনীত বিনায়নায়

কর্ম্মদীপ্ত জীবনে
জীয়ন্ত হ'য়ে উঠতে থাকল,
ধন্যবাদের অনুধায়নী আত্মপ্রসাদে
তুমি পূত ব্যক্তিত্বে
অধিষ্ঠিত হ'তে লাগলে—
অনুক্রিয়তার অনুনয়নী উৎসর্জ্জনায়। ৬৭৩৮।
৯।৭।১৯৫৫, সকাল ৭-৪

তুমি দুনিয়ার লোককে
যেমন দেখতে চাও,
প্রীতি-সন্দীপনায় উপভোগ করতে চাও,
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ আরতি-অনুক্রিয়তায়
পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে
যে মূর্ত্তনায় তাদিগকে
অধিস্থিত ঐশ্বর্য্যে
মূর্ত্ত দেখতে চাও—
পরার্থ-পরিবেদনী পরিণতি নিয়ে,—
তোমার একানুরক্ত অচ্যুত
ইষ্টানুচর্য্যী আত্মনিয়মনায়
নিজেকে বাস্তবভাবে তেমনতর
যতটা সম্ভব ক'রে তোল ;
মনে রেখো—
মানুষের জীবন
সুকেন্দ্রিক নিষ্পন্নতার ভিতর-দিয়ে
সহজ সম্বর্দ্ধনায়
দক্ষ যোগ্যতার বোধ-অনুপ্রেরণায়
যা'তে সহজ অভিব্যক্তি লাভ করে—
সত্তাকে শতায়ু ক'রে,—
ধৃতিমান ধর্ম্মের সহজ রূপ তাইই ;
তোমার জীবন-নমুনা
তৃপনিরতির ভিতর-দিয়ে

যেন তেমনতর একটা
অভিব্যক্তির সৃষ্টি ক'রে তোলে ;
ঐশী-অনুনয়নী জীবনের ঐ নিয়মনা
যে-ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি ক'রে তোলে—
বৈশিষ্ট্যমাফিক বিশেষ ব্যাহৃতি নিয়ে,
—তা'র নক্সাটা যেন
তোমার জীবনের ভিতর
বিনায়িত হ'য়ে থাকে,
মানুষ দেখবে, ভাববে, চলবে,
করবে, হবে, পাবে—
ঐ দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে। ৬৭৩৯।
১০।৭।১৯৫৫, রাত ৭টা

প্রীতি যেমনতর
আগ্রহদীপ্ত, সক্রিয়, শ্রেয়নিষ্ঠ,
সুকেন্দ্রিক সার্থকতায় চলন্ত,
অন্তরের সাগ্রহ আবেগদীপনা নিয়ে
প্রিয়ের মনোজ্ঞ অনুচর্য্যায়
সে তেমনি ব্যস্ত,
আবার, এই ব্যস্ততাই অর্থান্বিত তৎপরতায়
আত্মনিয়মনায়
তেমনতরই বিনায়িত হ'য়ে চলতে থাকে—
স্বতঃ-সক্রিয় তাৎপর্য্যে,
অনুকূল যা'-কিছু
তা'র সম্যক আহরণে,
আর, প্রতিকূল যা'-কিছুর
নিরাকরণে বা বর্জ্জনে ;
এমনি ক'রেই সে তা'র জীবনকে
ব্যাহৃতি-বিব্রত ক'রে
নিজেকে ঐ প্রেয়ার্থ-অনুসেবনায়
বিস্তারে বিন্যাস-বিনায়নে

সমাহৃত ক'রে তোলে—
ঐ প্রেয়ার্থ-সূত্রে ;

বোধিদীপনাও
ঐ অনুক্রিয় তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
তেমনি
সব ব্যাহৃতির বিশদ বিন্যাসের
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সমাহারে ঐ প্রিয়তেই তর্পিত হ'য়ে ওঠে—
সন্তপ্ত আগ্রহমদির অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে,
একটা রুদ্র-বিধুর আবেগোচ্ছল
কর্ম্মনিরতির সমাধানী সার্থকতায় ;
অমনি ক'রেই ব্যক্তিত্ব
সার্থকতার স্বতঃ-উল্লাসে
চারিত্রিক বিকীরণায়
পরিবেশ ও পরিস্থিতির অন্তস্তলকে
উদ্‌ভাসিত ক'রে
ধারণে, পালনে, অনুপূরণে উচ্ছল হ'য়ে
প্রিয়-গতি-তৎপরতার সংক্রমণে
ঐ প্রিয়-স্মৃতি নিয়েই
পরিস্থিতিতে
স্থির-চাঞ্চল্যে
চর্য্যা-নিরতির চতুর নিয়মনায়
নিজেকে উদ্‌ভাসনে পরিব্যাপ্ত ক'রে থাকে ;
আর, এই পরিণাম হ'য়ে ওঠে তা'র
অনন্তের আকুল আলিঙ্গনের
উদয়নী উদ্দীপনার
প্রিয়-পরিপোষণী অনন্ত শয্যা,
আর, ঐ অন্তঃস্থ অনুদীপনা হ'তেই
ব্রাহ্মী অভিব্যক্তি নিয়ে
উৎসর্জ্জনী সৃজনার—
ব্রহ্মার

অবতারণা
ঐ ব্যক্তিত্বেই বিকশিত হ'তে থাকে ;
আর, এই থাকাই পরম সংস্থিতি,
আর, এই হ'চ্ছে লক্ষ্মী-উপসেবিত নারায়ণের
অনন্তশয্যা। ৬৭৪০।
১১।৭।১৯৫৫, সকাল ৯-২৫

কোন-কিছু করতে গিয়ে
ভেবে-চিন্তে বেশ ক'রে দেখ—
কেমন ক'রে তা'কে সুনিষ্পন্ন করা যেতে পারে,
আর, দেখাটা যেন এমনতর হয়
যা'তে তুমি যা' নিষ্পন্ন করছ—
বিহিত ত্বারিত্যের সহিত
নিরন্তর সক্রিয়তায়
সুদৃশ্য শুভপ্রসূ ক'রে
ভাল-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা
যা'-কিছুর সমীচীন বিবেচনা নিয়ে
সেগুলিকে নিষ্পন্ন করতে পার ;
এমনতর নিষ্পন্ন করতে গিয়ে
যদি দু'চারবার ঠক,
তা'তেও দুঃখ করবার কিছু নেইকো ;
ঐ ঠকা যদি
নিখুঁত-নিষ্পাদনী-আগ্রহ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলে
তাহ'লে তুমি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে লক্ষ্য করবে—
তা'র বিপর্য্যয়ী বিন্যাস
কোথায় কেমন ক'রে কী হ'ল,
এবং তা'র নিরাকরণে তৎপর হবে ;
আবার, যা' করছ,
তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ আচার্য্য যিনি,
তাঁ হ'তে জেনে
যথাযথভাবে করবার অভ্যাস যদি থাকে,

তোমার কৃতকার্য্য হবার সম্ভাবনাই বেশী ;
আর, সশ্রদ্ধ সুনিষ্ঠার সহিত
তুমি যদি আচার্য্যের নির্দ্দেশ অনুসরণ ক'রে চল,
বিপর্য্যয়ের হাত হ'তে
নিস্তার পাওয়ার তুকগুলিও
অতি সত্বরই শিখতে পারবে,
আর, ঐ শিক্ষার উপর দাঁড়িয়ে
যা'তে আরো সুন্দরভাবে
সেগুলি নিষ্পন্ন করতে পার,
তা'র বোধিচক্ষু উন্মীলিত হ'য়ে থাকবে
তোমার বোধিসত্তায়,
আচার্য্য-অনুসৃত দ্যোতনা
তোমাকে কৃতকার্য্যতায় অনুপ্রেরিত ক'রে
অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় যুতযোগ্য ক'রে তুলবে,
তুমি কৃতার্থ হবে। ৬৭৪১।
১১।৭।১৯৫৫, সকাল ১০-২৫

তোমার শ্রদ্ধার পাত্র কেউ হন—
আর ভক্তি বা ভালবাসার পাত্রই কেউ হন,
অর্থাৎ যা'কে তুমি শ্রদ্ধা কর,
ভক্তি কর,
বা ভালবাস ব'লে ভাব বা ব'লে থাক,
তুমি যদি জান বা বোঝ
তাঁ'র ব্যক্তিত্বকে অবদলিত ক'রে
তাঁ'র মর্য্যাদা বা স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনী স্বার্থ,
এক-কথায়, তাঁ'র সংরক্ষণ, সম্পোষণ
বা সম্পূরণার পথে
কেউ অভিঘাত হানছে,
কিংবা তাঁ'র প্রিয় যা'রা

তা'রা অযথা নানাপ্রকার ভাঁওতাবাজির মহড়ায়
দোষারোপ ক'রে
তাঁকে নানাপ্রকারে
বিধ্বস্ত করতে প্রয়াস পাচ্ছে,
অথচ যদি দেখ—
তাতে তোমার অন্তঃস্থ নিরোধী পরাক্রম
তৎপরতায় গর্জ্জে উঠছে না—
তা'—দক্ষকুশল হৃদ্য তৎপরতায়ই হোক
বা কোন সমীচীন উপায়েই হো'ক—
সুযুক্তিপ্রদ সমীচীন নিয়মনায়
তুমি নিজেকে
তন্নিরোধে তৎপর ক'রে তুলছ না,
বা তোমার অন্তঃকরণ
তেমনতর হ'য়ে উঠছে না,—
এক ডাকে বুঝে নিও—
তোমার শ্রদ্ধাই হোক,
ভক্তিই হোক
আর ভালবাসাই হোক
তা' সৎ বা সাধু-সন্দীপী নয়কো,
স্বার্থলুব্ধ মোসাহেবীরই রকমফের মাত্র ;
তোমার অন্তঃস্থ নিষ্ঠা
যদি এমনতরই ক্লীবপন্থী হয়,
তা'র প্রেরণায় জীবনে
কতদূরই বা এগিয়ে যেতে পারবে,—
আর, ব্যক্তিস্বার্থকে কতখানিই বা
উচ্ছল করতে পারবে,
তা' কিন্তু সন্দেহের ;
ঐ অমনতর প্রবৃত্তির অন্তরালেই থাকে
অপরাধী অকৃতজ্ঞতা—
যে লুব্ধ সম্বেগ
অপকর্ম্ম ক'রেও

বা কিছু না-ক'রেও
প্রত্যাশালুব্ধ মোসাহেবী তৎপরতায়
বিধিকে বেচাল ক'রে
নিজের চালিয়াতিকে কৃতার্থ ক'রে তুলতে চায়—
সর্ব্বতোভাবে
নিজের সত্তা-সংহত ব্যক্তিত্বকে ঠকাতে,
মূঢ় অভিজ্ঞান-প্রত্যয়ের দাম্ভিকতা নিয়ে ;
ঐ তুমিও সেই পথের পথিক,
তোমার প্রীতি বা শ্রদ্ধা-ভক্তিতে
উর্জ্জী-সম্বেগ নাই—
একটা বাহ্যিক শ্রদ্ধাভক্তি
বা ভালবাসার চালিয়াতি ছাড়া ;
তুমি কি বুঝছ না—
ঐ অকৃতজ্ঞ চালিয়াতি
ক্রমশঃই তোমার জীবনকে
বেচাল ক'রে তুলবে ?
ধুক্ষামর্দ্দিত পরামৃষ্টতায় অবসন্ন হ'য়ে
আত্মবিলয় করতে বাধ্য হওয়া ছাড়া
তোমার উপায়ই থাকবে না ;
মনে রেখো, যেখানে শ্রদ্ধা,
যেখানে ভক্তি,
যেখানে ভালবাসা
বাস্তব দীপনায় অধিষ্ঠিত,
তা'র অন্তরালেই সন্ধিৎসু চক্ষু
সম্বেগদীপ্ত সতর্ক বীক্ষণায়
অপেক্ষা করে—
অসৎনিরোধী পরাক্রমের সজাগ সন্দীপনায়,
তীব্রকুশল তৎপরতায়
ত্বরিত নিরাকরণ-প্রবণ হ'য়ে। ৬৭৪২।
১২।৭।১৯৫৫, রাত ৮-৫

প্রীতি, শ্রদ্ধা ও প্রত্যয়
যেখানে যেমনতর,
মানুষের চলন-চরিত্র, রীতিনীতিও
সেখানে তেমনতরই হ'য়ে থাকে। ৬৭৪৩।
১০।৭।১৯৫৫, সকাল ৬-৪৫

চরিত্র হেন ধন থাকতে
ভাগ্যের অভাব কি?
আলস্য হেন গুণ থাকতে
দুঃখের অভাব কি? ৬৭৪৪।
১৩।৭।১৯৫৫, সকাল ১০-২৪

সুনিষ্ঠ-শ্রদ্ধা-বিহীন চলন যেখানে—
কাম বা কামনার সংস্রব
দুঃখপ্রদ হ'তেই দেখা যায়
সেখানে প্রায়শঃ। ৬৭৪৫।
১৩।৭।১৯৫৫, সকাল ১০-২৭

বৃক্ষের কোটরগত বহ্নি
যেমন সমস্ত অরণ্যকে জ্বালিয়ে দিতে পারে,
দুষ্ট প্রতিলোম-সংস্রবও তেমনি
জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
অমনি ক'রেই
নিকেশ ক'রে তুলতে পারে। ৬৭৪৬।
১৩।৭।১৯৫৫, সকাল ১০-৩০

নিজের স্বার্থ, সুখচাহিদা, মান, অভিমান,
আত্মগৌরব, দম্ভ, অহংকার—
এগুলিকে অবজ্ঞা ক'রে
প্রিয়ার্থ-পোষণার তীব্র আগ্রহ-উদ্দীপনায়
তদনুগতি-চলনে

সতর্ক সন্ধিৎসায়
সার্থক সক্রিয় অনুচর্য্যা নিয়ে
প্রিয়পোষণ-উৎসবে
নিজেকে যদি সহজ সন্দীপনায়
উৎসর্গীকৃত ক'রে না তুলতে পারলে—
তাঁরই মনোজ্ঞ চলনে চ'লে,
তোমার বোধনার শুভ-সন্ধিক্ষু বাস্তব অনুনয়নে
দোষদৃষ্টিকে নিঃশেষে নিরসন ক'রে,—
বুঝে নিও—
তোমার অন্তরে প্রীতি-উৎসর্জ্জনার
আবির্ভাবই হয় নি তখনও,
তুমি তখনও প্রিয় ব'লে কাউকে
ভালবাস নি,
নিজের প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার আলেয়া
নিয়েই চলছ—
তা'কেই প্রীতি নামে অভিহিত ক'রে। ৬৭৪৭।
১৪।৭।১৯৫৫, রাত ১০-২০

যৌন-সংস্রব জন্য যে-আসক্তি—
তা' প্রীতি নয়, কাম,
তা'তে দ্বন্দ্ব, দুঃখ, বিরোধ লেগেই থাকে,
তাই, তা' অশ্রেয়,
আবার, প্রীতি যেখানে
প্রিয়-পোষণী অনুচর্য্যানিরত—
তাইই প্রণয়,
তা'তে যৌন-সংস্রব থাক্ আর নাই থাক্,
তা' সব সময়ই
মিলন ও পারস্পরিক পরিচর্য্যায়
স্বতঃ-সম্বেগী,
সম্ভ্রম-সন্দীপ্ত—

উদাত্ত অনুকম্পা-প্রবণ,
তাই, তা' শ্রেয় । ৬৭৪৮ ।
১৬।৭।১৯৫৫, বেলা ১১-১৫

যদি কাউকে তোমার প্রতি
বীতরাগ ব'লে সন্দেহ কর,
সুযোগমত মাঝে-মাঝে
ফাঁক খুঁজে
তা'র সঙ্গে
আপ্যায়নী অনুরাগের সহিত
মেলামেশা ক'রো,
আর, তোমার প্রতি
অনুরাগদীপ্ত আস্থা
তা'র অন্তরে যা'তে অংকুরিত হ'তে থাকে,—
খুঁজে পেতে তা'ও করতে
কসুর ক'রো না,
আর, আত্মপ্রশংসা-সূচক
কিছুই না বলতে চেষ্টা ক'রো,
দেখবে, জটিলতা অনেকখানি
সরল হ'য়ে আসবে । ৬৭৪৯ ।
১৭।৭।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-২৫

অনুরাগ যেখানে যেমনতর নিরেট,—
যুক্তিও সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
তেমনতরই জমাট,
আবার, কর্ম্মপ্রেরণা
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার
বিনায়িত অর্ঘ্য নিয়ে
নিষ্পন্নতার নৈবেদ্যে
প্রিয়-পোষণ-অর্থনায়
নিবেদন-তৎপর অভিসারে

হৃদয়ের হোমদীপনায়
তেমনতরই প্রকট। ৬৭৫০।
১৭।৭।১৯৫৫, রাত ৭-২০

তোমার মান, অভিমান, আত্মমর্য্যাদা
বিক্ষুব্ধ না হ'য়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠে তখনই,
হিতী-অভিসারে যখনই তা'
প্রিয়-পোষণায় উৎসর্গ লাভ করে। ৬৭৫১।
১৭।৭।১৯৫৫, রাত ৭-২৫

যখনই দেখছ—
তোমার আচার্য্যই বল
আর শ্রেয়ই বল,
তাঁরা বা তাঁদের কেউ তোমার প্রতি
স্তোতন-আপ্যায়নী বাক্য ও ব্যবহার
নিয়ে চলেছেন—
স্নেহল সমীচীন ভাবগুলিকে
খানিকটা খর্ব্ব ক'রেও,—
এক কথায়, তোমার চালচলন, হাবভাব
ইত্যাদিকে
যমন বা নিয়মনায়
বিহিতভাবে নিয়ন্ত্রণ না ক'রেও,—
বুঝে নিও—
তোমার শ্রদ্ধানুরঞ্জিত ব্যক্তিত্ব
তখনও অনেকখানি খাঁকতি-চলনেই চলেছে ;
অস্মিতাকে অবলম্বন ক'রে
প্রবৃত্তিগুলি তোমাতে
অপরিহার্য্য প্রবণতার সৃষ্টি ক'রে
দাম্ভিক আত্মম্ভরি দীপনায়

আবেগ-উচ্ছল তখনও ;
তাই, তোমার শ্রদ্ধানুগ আগ্রহ
ঐ আচার্য্য বা শ্রেয়ে
সুনিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে নি,
তাই, তোমার উপর আস্থাও কম ;
তাঁর বা তাঁদের যথেচ্ছ ব্যবহার
তুমি সহ্য করতে পারবে কিনা—
তখনও তা' সন্দেহের ;
সেইজন্য ভর্ৎসনার কটু সংঘাতে
শাসন-নিয়মনায়—
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তোমাকে সুক্রিয় তৎপরতায় বিন্যস্ত করাও
সম্ভব হ'য়ে উঠছে না ;
তুমি যতদিন জীবনে
তাঁকেই সর্ব্বতোভাবে মুখ্য ক'রে না তুলছ,
তোমার জীবনে উদয়নী গতিও ততদিন
মন্থর কিন্তু ;
ইষ্টার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তাকে আলিঙ্গন ক'রে
প্রীতি-চলনে নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
বিহিতভাবে যোগ্যতার আহরণে
করার উপযুক্ত হ'য়ে ওঠ নি
তুমি তখনও ;
এই যতদিন না হ'চ্ছে—
মন্থর ও ব্যর্থ কৃতার্থতার গণ্ডীকে এড়িয়ে
অবাধ উধাও উদয়নী পন্থায়
সার্থক সুকেন্দ্রিকতায়
নিজেকে অর্থান্বিত ক'রে
উপচয়ী বর্দ্ধনায় চলবার
দিন তখনও আসে নি তোমার ;
ফল কথা, তোমার অহং-প্রবুদ্ধ প্রবৃত্তির
সর্পিল গতি যতক্ষণ

তাঁ'র একটু ইঙ্গিতেই
নিরুদ্ধ করতে না পারছ—
বিনীত অনুগতি নিয়ে,
বুঝে নিও, তোমার শ্রদ্ধার আতিশয্য
প্রবৃত্তিগুলিকে প্রভাবান্বিত ক'রে
তুলতে পারে নি তখনও ;
শ্রদ্ধা বা প্রীতির লক্ষণই হ'চ্ছে—
শ্রদ্ধনীয় বা প্রিয়ের সত্তাপোষণী যা',
প্রিয় যা',
তা'র অনুকূল যা',
সহজ প্রীতি ও অনুকম্পায়
তা'কে অচ্যুত সক্রিয়তায় আঁকড়ে ধরা,
ও প্রতিকূল যা'
তা'কে বর্জ্জন করা ;
এমন-কি, কেউ যদি
তা'র নিজের প্রতি
শত্রুভাবাপন্ন হয়েও
তা'র প্রিয় বা শ্রদ্ধাপাত্রের প্রতি
অনুরক্ত হয়,
তাহ'লে সে স্বতঃই
ঐ তা'র প্রতি মৈত্রীযুক্ত হ'য়ে ওঠে—
সেবাপ্রসন্ন দরদী অনুকম্পা নিয়ে ;
এ যা'র যত সহজ,
তা'র অন্তরে শ্রদ্ধার আধিপত্যও
তত প্রবল ;
নিজেকে বিশ্লেষণ কর,
দেখ—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী সশ্রদ্ধ চলনে
তাঁ'রই চর্য্যানিরত হও,
নিজেকে কৃতকৃতার্থ ক'রে তোল। ৬৭৫২।
২১।৭।১৯৫৫, রাত ৯-২৫

মানুষের সত্তানুগুণ-প্রবৃত্তিগুলি
যদি সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
সক্রিয় আগ্রহ-উন্মাদনা নিয়ে
নিয়োজিত না হয়—
কৃতি-সন্দীপ্ত উদ্দীপনী পরিচর্য্যায়
নিজেকে কৃতকৃতার্থ ক'রে,—
জীবনের অর্থও সেখানে
নিরর্থক বাজে পরিব্যাপনায়
বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত হ'য়েই চলতে থাকবে,
তা' অতি-নিশ্চয়। ৬৭৫৩।
২২।৭।১৯৫৫, সকাল ১০-৫০

বৈশিষ্ট্যকে লোপাট ক'রে
লুব্ধ-কুলটা-ঔদার্য্যকে
প্রশ্রয় দিতে যেও না ;
যাতে তোমার আভিজাত্য-উৎকর্ণ-বিশেষত্ব
একটা বিশাল পতনের
শিকার হ'য়ে ওঠে,—
তাতে তোমার ভাল নেই কো ;
কারণ, তা' তোমার বৈশিষ্ট্যকে
পাতিত্যের অঙ্কে আহুতি দেবে,
আর, যার লোভে লোপাট দিচ্ছ
তা'কেও বিমর্দ্দিত ক'রে তুলবে ;
যা'র যেমন আভিজাত্য,
তা'ই তা'র ভাল,
প্রত্যেকের আভিজাত্যকে
সমীচীন সম্মানে
অভিনন্দিত ক'রে তোল। ৬৭৫৪।
২৩।৭।১৯৫৫, সকাল ১০-৪৫

প্রাচীনের সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
যে-বর্ত্তমান অন্বিত অর্থনায়
আপূরয়মাণ হ'য়ে
জনজীবন-সত্তার সম্বর্দ্ধনে
সর্ব্বতোভাবে সুদীপ্ত,
তা'ই গ্রহণীয় ;
তা ছাড়া আর যা'-কিছু—
সবই অবান্তর,
অসৎ ও অশুভ-অনুশ্রয়ী। ৬৭৫৫ !
২৪।৭।১৯৫৫, সকাল ৭-৫

যে যত ভাব গ্রহণ করতে পারে—
দায়িত্বশীল নিষ্পন্নতায়,
সমীচীন ত্বারিত্যে,
সার্থক শ্রেয়-সন্দীপনায়,—
যোগ্যতাও তা'র তেমনি ;
আর, ঐ যোগ্যতাই হ'চ্ছে
অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের পরম আকর। ৬৭৫৬।
২৪।৭।১৯৫৫, সকাল ৮-৫

কামচর্য্যা যেখানে
শ্রেয়নিষ্ঠ শ্রদ্ধার ভূমিতে
মূর্ত্তিলাভ ক'রে
নিজেকে কৃতকৃতার্থ ক'রে তোলে নি—
অবাধ অত্যাজ্য অনুগতিসম্পন্ন ক'রে
নিজেকে,
স্মিত ফুল্ল আত্মনিয়মনী অনুচলনে
দোষদৃষ্টিকে শুভ-বিনায়িত দৃষ্টিসম্পন্ন ক'রে,—
যেখানে প্রিয়পুরুষ-আনুকূল্য-অনুনয়নী অনুচর্য্যায়
আত্মোৎসর্গ করে নি—
প্রতিকূল যা'-কিছুর পরিবর্জ্জনায়

উদ্দাম হ'য়ে,—
যেখানে প্রিয়র প্রীতিজনক যা'-কিছু,—
তা'র প্রতি প্রীতি-উৎসারণায়
পোষণ-প্রদীপ্ত হ'য়ে
প্রিয়-স্বার্থ-পরিধিকে
সুদৃঢ় ক'রে তোলে নি—
সাত্ত্বিক সুস্থ-সম্পাদনী
সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুসেবনায়,
সুবীক্ষিত ধী-তৎপর সুক্রিয়তা নিয়ে ;—
সে কাম-সংস্রব
সর্পিল বলেই সন্দেহযোগ্য। ৬৭৫৭।
২৪।৭।১৯৫৫, সকাল ৮-৪৫

যা'রা মানুষের অভাব-অভিযোগে
দেয় না,
আপদ-বিপদে দাঁড়ায় না,
দরদী-অনুকম্পায় অনুচর্য্যা করে না,
পরার্থে আত্মস্বার্থের এতটুকু ত্যাগ ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারে না,
ধড়িবাজি ছাড়া
তাদের পাবার পন্থা কোথায় ? ৬৭৫৮।
২৪।৭।১৯৫৫, সকাল ১০-৪৫

লোকানুসেবনায় যা'রা
নিজের আত্মমর্য্যাদাকে
আত্মপ্রসাদে গুরুগৌরবী মনে করে,
লোক-স্বস্তিভজনাই যাদের জীবনের
পরম সক্রিয় আকূতি-সম্বেগ—
ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়ী অনুচর্য্যায়,
অভাবের আপূরণ-প্রতিভা
যা'দের স্বতঃ-সিদ্ধ—

তা' নিজেরই হো'ক,
আর অন্যেরই হো'ক,—
ভিক্ষার স্মিত অবদান
তাদের ভজনপ্রসাদ,
অর্জ্জনার হোম-আহুতি
তাদের জীবন-অভিসার—
সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ আবেগ-অনুকম্পী
পরিচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,
কারণ, লোক যা'র স্বার্থ—
লোকের স্বার্থও সে। ৬৭৫৯।
২৪।৭।১৯৫৫, সকাল ১০-৫৫

অচ্যুত শ্রেয়নিষ্ঠা-হারা
ও ভ্রান্তি-পরামৃষ্ট হ'য়েও
যা'রা মহানুভব,
স্বনামধন্য,
যশস্বী,
তাদের ঐ মহানুভবতা
আশু-চমকপ্রদ হ'লেও
ভবিষ্যের গর্ভে বিষাক্ত স্ফুরণারই
আমন্ত্রক হ'য়ে থাকে। ৬৭৬০।
২৪।৭।১৯৫৫, বেলা ১১টা

তুমি যা'কে জান না,
বোঝ না,
যা'র ব্যক্তিত্বের সাথে
তোমার পরিচয় নেই,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অনুকূল অভিসারে
যা'কে আঁকড়ে ধর নি—
প্রতিকূল যা'-কিছুকে বর্জ্জন ক'রে

আত্মনয়নী সুবীক্ষণ-অনুনয়ন নিয়ে,—
তা'র বাক্য ও চলনচরিত্রের
সার্থক সঙ্গতি
তুমি খুঁজে পাও না,
আর, পাওয়ার মত শ্রদ্ধা-উৎকর্ণ সন্ধিৎসা
ও অনুশীলনী সম্পদও নেই তোমার ;
স্বার্থ-ক্ষুব্ধ দোষদৃষ্টি
তোমাকে লাঞ্ছিত করবে না তো কী ?
তুমি বঞ্চিত হবে না তো কী ?
অমূলক ধারণা-রঞ্জিত প্রত্যয়
অহমিকার গুরু-গৌরবে
জাহান্নমের প্রীতিভিক্ষু কূট চুম্বনে
তোমাকে কোথায় পরিচালিত করবে
তা' কি তুমি জান ?
মানুষের শেষ যে এইক্ষণ-জীবনে
তা' কিন্তু নয়,
আরো আরোতে। ৬৭৬১।
২৪।৭।১৯৫৫, বেলা ১১-৫

যিনি দেশ, কাল ও পাত্রের অবস্থানুযায়ী
ইষ্টানুগ অনুনয়নে
ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের
সমীচীন পরিপ্রেক্ষায়
সক্রিয় তৎপর অনুচলনে
শুভ-নিষ্পন্নতায়
সুদক্ষভাবে
নিজেকে সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন
অন্বিত উপচয়ী ক'রে
কৃতবিদ্য কৃতার্থতায়
আগ্রহ-সন্দীপ্ত পরাক্রমে

প্রীতিদীপনায়
ইষ্টার্থকে সার্থক ক'রে তুলতে পারেন
যতখানি,—
তিনি চতুরও তেমনি ;
—'যা লোকদ্বয়সাধিনী তনুভৃতাং সা চাতুরী'। ৬৭৬২।
৩১।৭।১৯৫৫, সকাল ৮-৩০

তুমি অযুত হস্তে
অযুত বোধনা নিয়ে
বিজ্ঞানের অনুশীলন কর না কেন,—
যতক্ষণ তা' সত্তাপোষণী না হ'য়ে উঠছে,
তা তখনও ধর্ম্মদ হ'য়ে ওঠে নি ;
যে বিজ্ঞান যা'-কিছুকে
বাস্তব বিনায়নে
সাত্ত্বিক ধৃতির অনুপোষণে
অর্থাৎ সত্তা-সংস্থিতিকে ধ'রে রেখে
বর্দ্ধন-বিভূতি-সম্পন্ন ক'রে তোলে,
তাইই কিন্তু ধর্ম্ম ;
আর, তা' যখন সত্তা-সংস্থিতিকে
বিধ্বস্ত ক'রে তোলে,—
অধর্ম্ম কিন্তু সেখানেই ;
ধর্ম্ম মানেই তাই—
যা'
সত্তাকে
সংস্থিতিকে
ধারণ করে,
রক্ষণ করে,
পোষণায় স্থিতিমান ক'রে তোলে—
বিরুদ্ধ যা' তা'র সমীচীন নিরোধে
ও শুভ-বিনায়নে ;

'যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি
ম্রিয়তে স ধর্ম্মঃ।' ৬৭৬৩।
৩১।৭।১৯৫৫, সকাল ১০-২০

তুমি যদি সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে
ইষ্টার্থপরায়ণ না হও—
সক্রিয় অনুচর্য্যা-নিরতির সহিত,
সন্ধিৎসু অনুকম্পায়
প্রিয়-অনুরঞ্জনায়
নিজেকে প্রসাদমণ্ডিত করবার
উদগ্র আকূতি নিয়ে,
তৎ-পরিপোষণী যা'-কিছুকে
অন্তরাস-উন্মাদনায় আঁকড়ে ধ'রে,
আর, অন্তরায় যা'-কিছু
তাদিগকে বর্জ্জন ক'রে,
শুভপ্রসূ যা'-কিছুর অনুশীলন-তৎপরতায়
অশুভ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে,
কৃতি-দক্ষ কুশলকৌশলী হ'য়ে,—
তবে কিন্তু যতই বিদ্যাবত্তা
তোমাতে বসবাস করুক না কেন,
সার্থক সঙ্গতির সমীচীন অন্বয়ে
তোমার অন্তর্নিহিত বোধনাই
জাগ্রত হ'য়ে উঠবে না—
ব্যক্তিত্বকে চরিত্রে রঙ্গিল ক'রে তুলে ;
তাই, গুরুত্বই অর্শিবে না তোমাতে
কখনও,
তা' সত্ত্বেও তোমার গুরুগিরি
ধাড়িবাজি ছাড়া
আর কিছুই হ'য়ে উঠবে না—
একটা লোক-ঠকানর সর্ব্বনাশা ব্যূহ
সৃষ্টি করা ছাড়া ;

তুমি নিজে তো অধঃপাতে যাবেই,
আর কতজনের যে কী সর্ব্বনাশ করবে,
তা'র ইয়ত্তাই নেই ;
তাই সাবধান !
নিজে সর্ব্বতোভাবে একমনা হ'য়ে
আত্মনিয়মন-তৎপরতায়
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ে
প্রিয়-পরিচর্য্যী হ'য়ে ওঠ,
অনুশীলনার শীল-সম্ভাষণে
যোগ্যতায় যুত হ'য়ে ওঠ,
আর, গুরুত্ব সার্থক হ'য়ে উঠুক তোমাতে। ৬৭৬৪।
১।৮।১৯৫৫, বেলা ১১টা

যখনই তুমি
বহু দেবদেবী বা মহামানব
বা পুরুষোত্তমদিগের
পূজানিরত হ'য়ে চলছ—
আরতি-উদ্বোধনায় নিজেকে
কৃতার্থ করতে,—
কিংবা আজ একতপা
কাল অন্যতপা,
পরশু হয়তো পরতপা হ'য়ে চলছ,
অথচ কোন ব্যক্তিত্বেই
তুমি প্রীতি-বিভোর হ'য়ে থাকতে পারছ না,
বা বাস্তব ব্যক্তিত্বকে ত্যাগ ক'রে
শ্রেয় ভেবে অশ্রেয়কেই
অবলম্বন ক'রে চলছ,—
ঠিক বুঝো—
তোমার শ্রদ্ধা নিষ্ঠায় নিনড় হ'য়ে ওঠে নি
তখনও ;

কিন্তু অযুত দেবদেবীই হো'ন,
বা অযুত মহাপুরুষই হো'ন,
তাঁদের পরম প্রতীক যদি
তোমার ইষ্ট যিনি,
আচার্য্য যিনি,
প্রিয়পরম যিনি,—
তিনিই হ'য়ে ওঠেন,
এবং তাঁর পূজাতেই যদি
সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত কর নিজেকে—
যেটুকু তোমার অন্তরে সম্বল থাকে
তাই নিয়েই,—
তখন ঠিক জেনো—
তোমার অন্তরে কেউকেটা হ'য়ে ওঠার
আকাঙ্ক্ষা থাকবে না,
কিংবা অলৌকিকভাবে পাবার
প্রত্যাশাপীড়িত হ'য়ে চলতে হবে না
তোমাকে,
চলার পথে যা' পাবার
তা' পাবে ;
তাই, ঐ অনুচর্য্যা-নিরত কৃতবিদ্য চলন
তোমার ব্যক্তিত্বকে
হওয়ায় বিনায়িত ক'রে
পাওয়ার উৎসর্জ্জনে তোমাকে
উল্লোল ক'রে তুলবে,
তুমি হবে,
পাবে,
নয়তো, অন্ধতমই হবে তোমার
কেউকেটা হবার
বা প্রত্যাশা-পূরণের

আবাস-স্থল। ৬৭৬৫।
৯।৮।১৯৫৫, বেলা ১১-৩

প্রত্যক্ষ শ্রেয়ে কেন্দ্রায়িত
প্রীতিবিভোর অন্তঃকরণ ছাড়া
মন্ত্রজপ কখনই
সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে না—
অন্বিত সঙ্গতিশীল শ্রেয়-চলন নিয়ে। ৬৭৬৬।
১।৮।১৯৫৫, বেলা ১১-১০

মনে রেখো—
অচ্যুত একনিষ্ঠ প্রীতিপ্রসন্ন শ্রদ্ধোৎসারী
অনুশীলন ও অনুচর্য্যা-তৎপর মানুষেই
ঈশিত্ব অভিব্যক্তিলাভ ক'রে থাকে,
যাঁতে ঐ ঈশিত্ব অভিব্যক্তিলাভ করে,
তিনি হন দ্রষ্টাপুরুষ,
আর, তিনিই ঈশ্বরের ব্যক্তমূর্ত্তি,
'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'। ৬৭৬৭।
১।৮।১৯৫৫, বেলা ১১-১৫

জন্ম-কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
সুকেন্দ্রিক দেবদ্যুতির
পরম উৎসারণায়,
সার্থক একসূত্র-সঙ্গতিতে
বাস্তব যা'-কিছুকে বিনায়িত ক'রে
ব্যক্তিত্বে স্বতঃই যে-বোধনার উৎপত্তি হয়,
তাইই ঈশ্বরের অবতরণ,
তাই, তিনি পূর্ব্বতনের আপূরয়মাণ,
—'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ'। ৬৭৬৮।
১।৮।১৯৫৫, রাত ৭টা

যদি ফলই পেতে চাও,
ফলপ্রসূ তাজা গাছেরই

অনুচর্য্যানিরত থাক—
বিহিত পরিপোষণা নিয়ে,—
ফল পাবে ;
যে গাছ জীয়ন্ত নয়,
তা' কখনও ফল দিতে পারে না,
বড়জোর কাঠ পাওয়া যেতে পারে,
আবার, সংরক্ষিত ফলও
নষ্টই হ'তে দেখা যায়
গতিশীল কালে। ৬৭৬৯।
১।৮।১৯৫৫, রাত ৯টা

যেখানে নেবার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও,
দেবার প্রবৃত্তি স্বতঃ-উৎসারিত নয়—
একটা আত্মপ্রসাদী আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে,—
সেখানে না আছে মমতা,
না আছে আসক্তি,
না আছে প্রীতি,
তাই, আনুকূল্যে সজাগ অনুরাগও নেই,
প্রতিকূল-পরিবর্জ্জনার সক্রিয় উদ্দীপনাও নেই ;
—এটা অতি বাস্তব। ৬৭৭০।
৩।৮।১৯৫৫, বিকাল ৪-৩৫

শ্রদ্ধোৎসারিণী শ্রেয়কেন্দ্রিক কাম,
যা' বিরুদ্ধ ভাব বা ধারণাগুলিকে
শুভ-বিনায়নে অনুকূল ক'রে
প্রতিকূল-পরিবর্জ্জনাকে
দৃঢ় ক'রে তোলে—
সার্থক সঙ্গতির
শুভানুধ্যায়ী অনুচর্য্যা-নিরত ক'রে,—
তা' কিন্তু সুপরিশুদ্ধ আগ্রহ-দীপ্ত

দৃঢ়-সম্বেগ—
ভাগবত-ভূতি-চর্য্যার। ৬৭৭১।
৩।৮।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬টা

কা'রও কোনপ্রকার কুৎসিত প্রবৃত্তি
তৎপর ও সক্রিয় হ'য়ে চলছে
দেখতে পেলেই দেখো—
তা'র সাথে কোন্ সৎপ্রবৃত্তি
সুচারু হ'য়ে
জাগ্রত হ'য়ে আছে,
যা'র সাহায্যে সে ঐ কুৎসিত প্রবৃত্তির
আপূরণে প্রয়াসশীল ;
সুকেন্দ্রিক সেবা ও সহানুভূতির ভিতর-দিয়ে
তুমি তা'কে তোমাতে
শ্রদ্ধাশীল ক'রে তুলতে পার কিনা—
চেষ্টা ক'রো ;
আর, সঙ্গে-সঙ্গে
যে সৎ-প্রবৃত্তির সাহায্য নিয়ে
সে ঐ কুৎসিত আকাঙ্ক্ষার
আপূরণ-তৎপর হ'য়ে চলে,
তা'কে অনুপ্রেরিত ক'রে তুলো,
এবং তা'র কুৎসিত প্রবৃত্তি
যা'তে ঐ সৎ-প্রবৃত্তির অনুপূরক হ'য়ে ওঠে,—
তেমন প্রবোধনা জুগিও ;
এমনি করতে-করতে দেখবে
তা'র ঐ সুচারু প্রবৃত্তি
ক্রমেই তা'র কুৎসিত প্রবৃত্তিকে
হজম ক'রে নিচ্ছে ;
এইভাবে সমীচীন সাবধানী
সন্ধিৎসা নিয়ে জাগ্রত থাক,

আর, যত পার—
সু-এর ইন্ধন জোগাও,
সৎকর্ম্মেই ব্যাপৃত রাখ তা'কে—
কু-এর স্ফুরণাকে সঙ্কুচিত ক'রে তুলে ;
দেখবে—
হয়তো একদিন
তা'র শুভ-বিনায়নে
কৃতার্থতার প্রসাদ-নন্দিত হ'য়ে উঠবে তুমি। ৬৭৭২।
৩।৮।১৯৫৫, রাত ৯-২৩

শ্রদ্ধাসম্বুদ্ধ সুনিষ্ঠ একানুবর্ত্তিতার সহিত
তদনুগ অনুকূল অনুচর্য্যায়
নিজেকে তৎপর ক'রে
প্রতিকূল যা'-কিছুর
স্বতঃ-স্বেচ্ছ পরিবর্জ্জনের ভিতর-দিয়ে
আত্মনিয়মন-তৎপরতায়
নিজের ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত উন্মাদনায়
সেবানুচর্য্যী দায়িত্বে
নিজেকে যেমন নিবিষ্ট রাখতে পারবে,
—জীবনে সুখীও হ'য়ে উঠবে তেমনি ;
এই সুকেন্দ্রিক, সুনিষ্ঠ তৎপরতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
আগ্রহ-প্রদীপ্ত অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
আত্মনিয়মনে
ব্যক্তিত্বকে বিন্যাস-করতঃ
চারিত্রিক দ্যোতনার যে-অনুচলনে
আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়,
তা'ই হ'চ্ছে সুখের আকর ;
এ ছাড়া যে সুখ—

তা' ব্যক্তিত্বকে কখনও
স্পর্শ করে কিনা সন্দেহ। ৬৭৭৩।
৪।৮।১৯৫৫, সকাল ৯-৫০

তোমরা যতই বিকৃত চলনে চলবে,
কুৎসিত আচরণে অভ্যস্ত হবে—
ঐ প্রবণতাকে উদগ্র ক'রে তুলে,—
তা' যেমনতরভাবে
তোমাদের সত্তায় সঙ্গতি লাভ করতে থাকবে—
পুরুষ-পরম্পরায় আচরিত হ'য়ে,—
অন্তঃস্থ জীবন-জনি
যা' জীবন-স্ফুরণার মূল ভিত্তি,
বিশেষ সঙ্গতি নিয়ে
বিনায়িত গুচ্ছে
সংযোজিত হ'য়ে
যা' অবস্থান করছে,
অবস্থা-অনুক্রমে সেইগুলি
ঐ বিকৃতি-পরামৃষ্ট হ'য়ে
সন্তান-সন্ততির ভিতরে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে ;
ফলে, তা'দের আয়ু, সুস্থতা,
অনুচলন, পছন্দ, প্রবণতা ও গঠনাদিও
বিকারপ্রাপ্ত হ'য়ে চলতে থাকবে,
রোগ, শোক, জরা, মরণ ইত্যাদিও
তেমনতর রকমে
আধিপত্য করতে থাকবে,
উৎকর্ষ-অনুদীপনায়
তাদের কোন হাতই থাকবে না,
জীবনে বিক্ষোভ, ব্যতিব্যস্ততার হাত হ'তে
রেহাই পাবার ফুরসুত
তা'দের কমই জুটবে ;

কিন্তু সুকেন্দ্রিক হৃদয়গ্রাহী
শ্রদ্ধা-উচ্ছ্বসিত উদ্‌গ্রীব আগ্রহ নিয়ে
সক্রিয়ভাবে
পুরুষানুক্রমে
যতই তোমরা সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে
ঐ সার্থকতায় বিনায়িত করতে থাকবে—
সদাচারে নিজেদের সর্ব্বতোভাবে
বিনায়িত ক'রে,
শ্রেয়শ্রদ্ধ আকুল উন্মাদনায়
সক্রিয় থেকে,
বাক্য, ব্যবহার, সহ্য, ধৈর্য্য,
অধ্যবসায়ী অনুচলনে
শ্রেয়ার্থে নিজেদের সার্থক ক'রে তুলে,—
এবং ঐগুলি যতই
সত্তা-সঙ্গতি লাভ করবে—
ব্যক্তিত্বে চারিত্রিক বিকীরণা
সৃষ্টি ক'রে,—
তোমাদের অন্তঃস্থ জনি-বিন্যাসও
ক্রমশঃ অমনতর হ'য়ে উঠবে ;
পুরুষ-পরম্পরায়
এই সুকেন্দ্রিক কুলাচার-অন্বিত অনুচলন
ও বিহিত বিবাহের ভিতর-দিয়ে
যে-ব্যক্তিত্বে উপনীত হ'য়ে উঠবে তোমরা,
সেই ব্যক্তিত্ব ঐ শ্রেয়-আশীর্ব্বাদ-মণ্ডিত হ'য়ে
তোমাদের সুস্থ জনির অধিকারী ক'রে
শতায়ুর অধিকারী ক'রে তুলবে—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যী অনুচলনে
প্রতিটি পারিপার্শ্বিককে উদ্দীপ্ত ক'রে,
তা'দের জীবনকে ঐ পথে
বিনায়িত করতে করতে ;
ক্রমশঃই স্বস্তির

অধিকারী হবে তোমরা,
ক্রমশঃ স্বস্তির অধিকারী হবে
তোমাদের পারিপার্শ্বিকের প্রতিপ্রত্যেকে—
ঐ অনুচলনে আকৃষ্ট
ও অভ্যস্ত হ'তে হ'তে। ৬৭৭৪।
৬।৮।১৯৫৫, সকাল ৭-১০

হৃদ্য হও,
সাধু হও
অর্থাৎ নিষ্পাদন-তৎপর হও—
প্রেরণা সঞ্চয় ও সঞ্চারণ-তাৎপর্য্যে,
পাবে,
ঐই পাওয়ার পথ। ৬৭৭৫।
৬।৮।১৯৫৫, সকাল ৯-৩৫

তিরস্কারে তর্পিত থেকে
বিহিত আত্মনিয়মনে
সংস্কৃত হও ;
—পুরস্কারের পথ এমনই। ৬৭৭৬।
৬।৮।১৯৫৫, সকাল ৯-৪৫

আগ্রহ-আবেগ নিয়ে
যেমন সম্ভব
তেমনতরই দায়িত্ব নাও,
হৃদ্য বাক্, ব্যবহার
ও অনুচর্য্যী অনুনয়নে
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
কাজে লেগে যাও,
লাগ আর দেখ—
তোমার পক্ষে সুবিধাই বা কী,
অসুবিধাই বা কী,

অমনতরই উচ্ছল তৎপরতা নিয়ে
অসুবিধাগুলির নিয়মন
ও নিরাকরণ করতে থাক,
সুবিধাগুলিকে সুবিনায়িত কর
এমনতরভাবে—
যা'তে তুমি যে-দায়িত্ব গ্রহণ করেছ,
তা' তৎপরতার সহিত
নিষ্পন্ন করতে পার ;
আর, সব সময়ই
নিজেকে ক্লান্ত বিবেচনা না ক'রে
তর্পিত স্মিত চলনে
সমাধানে উপস্থিত হও,
আর, অমনি ক'রেই প্রেরণা সঞ্চয় কর,
আর, ঐ কাজের পরিবেশে
যেখানে তা' সঞ্চার করা উচিত
যেমনভাবে
হৃদ্য দীপনায় তা' করতে থাক,
কোনপ্রকার বিপর্য্যয়ী বা অসাধু পন্থা
গ্রহণ ক'রো না ;
যতখানি ঐ বিপর্য্যয়ী বা অসাধু পন্থায়
নিজেকে পরিচালিত করবে,
তুমি দোষদুষ্ট হ'য়ে পড়বেও তেমনতর,
ফলে ব্যতিক্রমদুষ্ট বা খাঁক্‌তিসম্পন্ন চলন
সম্বেগশালী হ'তে থাকবে তোমাতে,
যোগ্যতাকেও দুষ্ট ক'রে তুলবে
অমন ক'রে ;
যখন যে দায়িত্ব নিয়েছ,
তা'র সমাধান যতটুকু সময়ের মধ্যে হওয়া উচিত,
নজর রেখো—
তা'র আগেই তা' সমাধা করতে পার কিনা,
যদি পার,

ঐ নিষ্পন্নতা তোমার ব্যক্তিত্বকে
দ্যুতিসম্পন্ন ক'রে তুলবে,
ঐ দ্যুতি তোমাকে
দেবত্বের অধিকারী ক'রে তুলবে। ৬৭৭৭ ।
৬।৮।১৯৫৫, সকাল ১০-৪৫

যারা ভর্ৎসনা
বা সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
আত্ম-বিনায়নে
সুষ্ঠু কর্ম্ম-তৎপর না হ'য়ে
ধুক্ষাপীড়িত হ'য়ে ওঠে—
তা'রা কখনও যোগ্যতার অধিকারী
হ'য়ে উঠতে পারে না,
পটুত্বের অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারে না,
আত্ম-বিনায়নী চলন-রত হ'য়ে
বাক্য-ব্যবহারের হৃদ্য উন্নয়নী তৎপরতা নিয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বকে দেবদ্যুতিসম্পন্ন
ক'রে তুলতে পারে না ;
তাই, ভর্ৎসনা বা সংঘাত
যেমনতর যা'ই হো'ক না কেন,
সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন উন্নয়নে
ওগুলিকে সুবিনায়িত ক'রে তোল,
বা নিরাকরণ কর ;
আশীর্ব্বাদ তোমার ব্যক্তিত্বে
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে,
বরেণ্য হ'য়ে উঠবে তুমি। ৬৭৭৮ ।
৬।৮।১৯৫৫, রাত ৭-৩২

তাঁর প্রীতি
লোললাস্য-রঙ্গিল নয়কো,
দায়িত্বহীন স্বার্থপর নয়কো,

একটা হতাশাব্যঞ্জক ভীরু
কৌতুক-ক্রীড় অভিনিবেশ নয়কো,
তা'তে আছে
তাণ্ডব প্রেরণা,
স্নেহল নৃত্য,
আর আছে—
ভৃতি-পরাক্রম,
আর, তিনি চানও অমনতর। ৬৭৭৯।
৬।৮।১৯৫৫, রাত ১০-৩৫

ভালতে বাসা বাঁধ,
ভালবাসায় সিদ্ধ হবে,
আর, তখনই তুমি স্বাধীন। ৬৭৮০।
৭।৮।১৯৫৫, সকাল ৯-৫০

তুমি তোমার প্রিয়কে ভালবাস—
সুনিষ্ঠ আগ্রহ-উদ্দীপ্ত উন্মাদনা নিয়ে
অনুচর্য্যী তৎপরতায়,
—এমনতরই ব'লে থাক
ভাবে, ভঙ্গীতে, কথাবার্ত্তায় ;
অথচ তাঁর স্বার্থ,
তাঁর সুস্থি
তোমার স্বার্থ ও সুস্থি হ'য়ে উঠলো না,
তাঁর অনুকূল যা'
আগ্রহদীপ্ত সক্রিয় প্রীতিপ্রসন্নতা নিয়ে
তা' আয়ত্ত করতে পারলে না,
প্রতিকূল যা'
তা' হয়তো তোমার স্বার্থের অনুকূল ব'লে
বর্জ্জন করতে পারলে না,
এমন-কি, বর্জ্জনের কথা ভাবলেও
কষ্ট হয়,

আবার, কেউ যদি তাঁর নিন্দাবাদ করে,
বা কটু ভ্রূক্ষেপ ক'রে,
তা'র উদ্দীপ্ত প্রতিবাদ করতে পারলে না,
কোথাও প্রতিবাদ করা উচিত জেনেও
প্রতিবাদ করবার স্পৃহাই
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো না,
এড়িয়ে,
'হাঁ জী! হাঁ জী' ক'রে
বা নিরুত্তর সমর্থন ক'রে চ'লে গেলে,
আবার, হয়তো তাঁর আচরণের তাৎপর্য্য না-বুঝে
সব ব্যাপারে
কলুষ-কুটিল ধারণা-রঙ্গিল
দুষ্টদৃষ্টি নিয়ে চ'লে
নিজের ব্যক্তিত্বকে পুয়-পন্থী ক'রে তুললে,
—এটা কি বুঝিয়ে দেয় না,
যাঁকে প্রিয় বলছ
তাঁতে তোমার প্রীতি
হৃদয়ে জীয়ন্ত নয়কো?
—তিনি তোমার দাম্ভিক আত্মগৌরবী
অনুপ্রচারশীল কথার প্রিয় মাত্র!
আর, অমনতর হ'লে
প্রিয়ের প্রীতি-বিকীরণা
তোমাতে কেমনতর—
তা' উপলব্ধি করা
তোমার পক্ষে কঠিনই হ'য়ে উঠবে,
কারণ, তোমার অন্তর স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ;
এটা ঠিক স্মরণ রেখো—
আত্মানুচর্য্যা-সন্ধিৎসু হ'য়ে,
আত্মম্ভরিতাকে অটুট রেখে,
স্বার্থলোলুপ অনুধ্যায়িতা নিয়ে
যাকে প্রিয় বল

বা শ্রেয় বল,
তাঁর প্রতি প্রীতি বা ভালবাসা
তোমার কিছুই নেইকো ;
তুমি ঐ খোরাকের লোভে
বা সংঘাত এড়াবার উদ্দেশ্যে
তাঁকে ছেড়ে অনায়াসেই
অন্যত্র গিয়ে
অক্লিষ্ট অন্তরে দিন কাটাতে পারবে,
—এতে সন্দেহ করবার কিছু নেই কো ;
আর, প্রীতি যেখানে সহজ ও সুন্দর,
প্রেয়ার্থ যা'
প্রিয়-অনুকূল যা'
তা'র জন্য তো উদ্দাম হ'য়ে উঠবেই,
তাঁ'র প্রতি কা'রও কুটিল ভ্রূকুটিতে
দীপ্ত প্রতিবাদ না ক'রেই পারবে না ;
ফল কথা, প্রীতি বাস্তবে
বেগদীপ্ত যেমন,
প্রিয়ের সম্বন্ধে কটূক্তি
বা মর্য্যাদাহানিকর কিছুকে
নিরোধ ও প্রতিবাদ করবার
আগ্রহ-উন্মাদনাও
তেমনিই হ'য়ে থাকে,
প্রেম কখনও
প্রিয়ের প্রতি অমনতর কিছুকে
সহ্য করতে পারে না,
হৃদ্যভাবেই হো'ক
বা যেমন ক'রেই হো'ক
প্রকৃতি-অনুপাতিক
নিরোধ বা প্রতিবাদ ক'রেই থাকে,
এটা সর্ব্ব জীবের মধ্যেই প্রকট,
তাই প্রীতির আদিম রাগই এমনতর ;

আরো
প্রিয়ের মনোজ্ঞ পূজারী হ'য়ে চলার প্রলোভন
কিছুতেই এড়াতে পারবে না ;
তিনি তোমা হ'তে যা' চান,
তোমার চরিত্রে তা'র সার্থক সমাবেশ
করবেই কি করবে ;
এমন-কি, প্রিয়ও যদি
তাঁর নিজের নিন্দা
বা মর্য্যাদাসূচক কিছু বলেন বা করেন
তোমার কাছে—
ছদ্ম-তাৎপর্য্যে,—
তাঁতে প্রদীপ্ত তোমার অন্তর-প্রতিভা তখন
বোধিদীপ্ত সুযুক্ত
বিন্যাস-বিধায়নার ভিতর-দিয়ে
হৃদ্য বিক্ষোভে
সমীচীন ব্যাখ্যা ও সমাধানে
প্রিয়ের উদাত্ত সমর্থন ও প্রতিষ্ঠায়
তাঁকে প্রীতি-অভিভূত ক'রে তুলতে পারবে ;
তাঁকে বাদ দিয়ে
তাঁ'র অনুচর্য্যাকে অবহেলা ক'রে
অন্য কিছুতে নিজেকে
বিমূঢ় ক'রে রাখতে পারবে না তুমি,
তোমার বিবেকের কূট কশাঘাত
তোমাকে
নির্দ্দয় আঘাতে
ঐ চলন হ'তে
সরিয়ে আনবেই কি আনবে ;
এক কথায়, তাঁ'র বিষয়, বিভব,
শৌর্য্য, বীর্য্য, মর্য্যাদা,
স্বার্থ, সৌজন্য, আপ্যায়নাগুলি
তোমার নিজের হ'য়ে উঠবে,

তা ছাড়া, তোমার নিজের কিছুর দাম
তোমার কাছে থাকবে না ;
এই সহজ সুক্রিয় প্রিয়চর্য্যী প্রীতি
মানুষকে স্বর্গ-পারিজাত-সুশোভিত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে ফুটন্ত ক'রে তোলে—
বিরাট হৃদ্য সৌরভ-সুষমায়
সুদীপ্ত ক'রে তুলে ;
ফাঁকির অনুচর্য্যা মানুষকে কিন্তু
ফক্‌কড়ই ক'রে তোলে,
তা' কখনও সুখী করে না। ৬৭৮১।
৭।৮।১৯৫৫, সকাল ১০-২০

তোমার প্রীতি যদি তাজা না থাকে,
একস্রোতা না থাকে,
প্রিয়-আনুকূল্যে তরতরে না হয়,
তাঁর প্রতিকূল যা'
তা'কে বর্জ্জন বা নিরোধ না করে,
সার্থক সঙ্গতিশীল আত্মবিনায়নে
তাঁরই সত্তাপোষণী মনোজ্ঞ অনুচলন নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে না তোলে—
সুকেন্দ্রিক সুনিষ্ঠ তৎপরতায়,—
তাহ'লে তুমি প্রিয়-অনুচর্য্যা নিরতি নিয়ে
তৎ-সংশ্রয়ে থাকতেই পারবে না,
তা' উপভোগ্যই হ'য়ে উঠবে না
তোমার কাছে,
আর, ঐ মনোভাব
তোমার ব্যক্তিত্বকে দুঃশীল ক'রে
প্রবৃত্তির কাল্পনিক ধারণাকেই
পুষ্ট ক'রে তুলবে—
শুভপ্রসূ যা' তা'কেও
ঐ রঙে রঙ্গিল ক'রে ;—

এমন-কি,
যে কেউই তোমাকে
লাখ ভালবাসুক বা শ্রদ্ধা করুক—
তা' যদি
তোমার প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যী না হয়,—
সে-ভালবাসা বা শ্রদ্ধা
তুমি অনুভব করতে পারবে কম,
আর, তা' তোমার প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট
দোষদর্শিতাকেই
বাড়িয়ে তুলতে থাকবে,
ফলে, তোমার ব্যক্তিত্ব হবে
পাতিত্যের আকর ;
প্রীতি সব সময়ই সত্তাপোষণী,
অস্তিবৃদ্ধির উত্তর-সাধিকা। ৬৭৮২।
৭।৮।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৩০

অভিভূতি যেমনতরই হো'ক না কেন,
এমন-কি, নৈতিক অভিভূতি পর্য্যন্ত
তোমার প্রিয়পরমকে
আড়াল ক'রে রাখবেই কি রাখবে,
তাই, প্রিয়পরমে উদ্দীপ্ত থাক—
সুনিষ্ঠ সঙ্গতি নিয়ে,
তাঁ'র অনুকূল অনুচর্য্যার প্রয়োজনে ;
তাঁকে,
তাঁ'র জীবনীয় উৎসারণাগুলিকে
পরিপালন করতে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন,
তাই-ই ক'রে চল,
আবার, ঐ প্রেষ্ঠ-প্রাতিকূল্যকে
বর্জ্জন বা নিরোধ করতে হ'লে
যেখানে যেমনতর করা উচিত

তাইই করতে থাক,
তাইই তোমার প্রীতিস্রোতা জীবন-ধর্ম্ম ;
আচারে, নিয়মে, চালচলনে
বাক্যে-ব্যবহারে
বোধি-অনুনয়নে
তাঁর সেবানুচর্য্যার প্রয়োজনে
তা' গৌণতঃই হো'ক
আর মুখ্যতঃই হো'ক,
যেখানে যা' করণীয়,
তা' করাই কিন্তু তোমার প্রীতিধর্ম্ম ;
আর, তা' করবে—
তোমার স্বার্থে নয়,
তাঁর স্বার্থে, তাঁর প্রতিষ্ঠায়,
সুযুক্ত বাস্তব সঙ্গতি নিয়ে,
হৃদ্য অনুনয়নী তৎপরতায়,
অস্তিবৃদ্ধির মন্ত্রণ-অভিসারে ;
—তাইই কিন্তু তোমার বাস্তব স্বার্থ,
আর ঐ নীতিই বাস্তব নীতি ;
তাই, শ্রীভগবান বলেছেন—
'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ',
এই ক'রে চল,
তাঁকে আর বলতে হবে না—
'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ',
—ওটা তোমার হস্তামলকবৎ হয়ে উঠবে। ৬৭৮৩।
৮।৮।১৯৫৫, সকাল ৭-৩০

তোমার জীবনে মহাবীর জয়যুক্ত হউন,
আর, সেই জয়শ্রীই হো'ক
শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা। ৬৭৮৪।
৮।৮।১৯৫৫, সকাল ৭-৪০

অর্থ স্বতঃস্রোতা সেখানেই—
যেখানে মানুষ
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের
সার্থক সংগতি নিয়ে
হৃদ্য দরদী অনুকম্পায়
অসৎ-নিরোধী সাধু তাৎপর্য্যে
লোক-অনুচর্য্যী তৎপরতা নিয়ে
শ্রেয়কেন্দ্রিক উপচয়ী ক্রিয়াশীলতায়
স্বতঃ-উচ্ছল ;
আর, তা' যেখানে যত ক্ষীণ,
অর্থের আগমস্রোতও সেখানে তেমনি
শীর্ণ,
বা দারিদ্র্যে সমাধিস্থ। ৬৭৮৫।
৯।৮।১৯৫৫, সকাল ৯-১০

তোমার ইষ্টানুশ্রয়ী অনুরাগ
সক্রিয় তৎপরতায়
আগ্রহদীপ্ত হ'য়ে
তীক্ষ্ণ ও তরতরে যদি না থাকে,
প্রবৃত্তির প্রলোভন,
স্ত্রী-সাহচর্য্য,
বা স্ত্রীদের পুরুষ-সংশ্রয়
ঐ আগ্রহকে ছিন্ন করতে থাকবে,
তীক্ষ্ণ মুখ্যগতিকে মন্থর করতে থাকবে,
ফলে, ইষ্ট-কৃষ্টির সোহাগদীপ্ত অনুরাগও
শীর্ণ হ'য়ে চলতে থাকবে,
তুমি দুর্ব্বলও হ'তে থাকবে ততই ;
তাই, নজর রেখো—
যা' কর না কেন,
ইষ্টার্থ-উপচয়ী সক্রিয়তাকে
বজায় রেখে

উচ্ছ্রয়ী উপচয়ী রেখে,
সঙ্গতিপূর্ণ সার্থকতায়
ত্বরিত দীপনা নিয়ে তা' ক'রো—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে,—
নয়তো, ভঙ্গুর রাগ তোমাকে
ব্যর্থতার বিরূপ বিদ্রূপে
অধঃপাতেরই অধিকারী ক'রে তুলবে। ৬৭৮৬।
১০।৮।১৯৫৫, বিকাল ৪-৪০

মানুষের হৃদয় অর্জ্জন না ক'রে
অর্থোপার্জ্জনের ধান্ধা নিয়ে যত চলবে,—
ততই শ্লথ-সম্পদ হ'য়ে উঠবে। ৬৭৮৭।
১০।৮।১৯৫৫, বিকাল ৫টা

আগ্রহ যত রাগদীপ্ত, সুকেন্দ্রিক,
সুসংশ্রয়ী,
ইচ্ছাশক্তিও ততই অবাধগতিসম্পন্ন,
আর, সহ্য, ধৈর্য্য
ও অধ্যবসায়ী অনুক্রিয় তৎপরতাও
তেমনি তরতরে,
বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে বা অতিক্রম ক'রে
চলবার ক্ষমতাও
তীব্র তেমনতর। ৬৭৮৮।
১০।৮।১৯৫৫, বিকাল ৫-২০

মানুষকে লাখ উপদেশ দাও,—
তা'তে তাদের কিছুই হবে না—
যদি তোমার ব্যক্তিত্বে
ঐ কর্ম্মানুচলন না থাকে,
আবার, যা'রা তোমার
অনুচলন-তৎপর উপদেশ শুনে

খুশী হ'য়ে চলে যায়,
করে না,
তাদের বড় জোর একটা ধারণা
সৃষ্টি হ'য়ে থাকতে পারে,
কিন্তু তাদের ব্যক্তিত্ব
কর্ম্মোদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে—
অতি নগণ্যভাবেই—
যদি তাদের কর্ম্মে নিয়োজিত না কর,
আবার, তুমি অগ্রণী হ'য়ে
যদি তাদের কর্ম্মে নিয়োজিত কর
ও কাজের সাথে সাথে
বিহিত উপদেশে পরিচালিত কর,
তাতেও তা'রা অনেকখানি
লাভবান হ'তে পারে,
কিন্তু তোমার উপদেশ শুনে
যা'রা কর্ম্মানুশীলনী অনুপ্রেরণায়
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
নিজেরাই কর্ম্মতৎপর হ'য়ে ওঠে—
নিজেদের বোধিবীক্ষণী অনুচলনকে
সক্রিয় ক'রে,
তোমার উপদেশে তাদের
অনেক উন্নতিই আশা করতে পার,
কারণ, তা'রা বোধ-বিনায়িত হ'য়ে
স্বতঃ-সন্দীপনায়
নিজেরাই কর্ম্মতৎপর হ'য়ে উঠেছে,
আর, এই ওঠার আগ্রহের ভিতর-দিয়েই
তোমার উপদেশগুলিকেও
জীবনে মূর্ত্ত করার প্রেরণা
সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে,
তা'রা করবে ;
করার ভিতর ভুল-ভ্রান্তি,

চলন-চাতুর্য্যের খাঁক্‌তি যতই থাক্‌,—
বোধ-দীপ্ত অনুশীলনাই
তাদের ভুল-ভ্রান্তিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তাদিগকে সুষ্ঠু নিষ্পন্নতায়
আগ্রহদীপ্ত ক'রে তুলবে ;
তাদের উন্নতির আশা খুবই বেশী। ৬৭৮৯।
১০।৮।১৯৫৫, রাত ৭-৩০

যে নৈতিকতা নিয়েই
চল না কেন,
তা' যদি ধর্ম্মের বিরুদ্ধ হয়,
মানে অস্তিবৃদ্ধির ধৃতি-বিরোধী হয়,
তবে ঠিক জেনে রেখো—
তা' দুর্নীতি। ৬৭৯০।
১১।৮।১৯৫৫, সকাল ৮-৫২

আগে শ্রেয়নিষ্ঠ সুতৎপরতায়
জনন-নীতির অনুসরণ কর,
বিশুদ্ধ মননের অধিকারী হবে,
তবেই আসবে তোমার
সৎকর্ম্ম-প্রবৃত্তি,
সুকর্ম্ম-প্রবৃত্তি,
নিষ্পন্নতার প্রেরণা-প্রবুদ্ধ অনুশীলনা,
বাক্য-কর্ম্মের সুবিন্যাস—
অনুচর্য্যী অনুনয়নে ;
আর, এই কর্ম্মে যতই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,—
তুমি গুণান্বিতও হ'য়ে উঠবে তেমনতর ;
তাই, ঐ জন্ম ও কর্ম্মের মধ্য দিয়ে
তুমি দেবত্ব লাভ কর,
তোমার বোধি দিব্য হ'য়ে উঠুক—

শারীরিক সুবিন্যাসী গঠন লাভ ক'রে ;
আর, তা' যদি না কর,
তবে কিছুতেই কিছু হবে না। ৬৭৯১।
১১।৮।১৯৫৫, সকাল ৮-৫৬

যে জন্মে—
জন্মিলেই সে উপযুক্ত হয় না,
উপযুক্ত অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে
যাদের জন্ম নিয়ন্ত্রিত হয়,
উপযুক্ততা লাভের সম্ভাব্যতা
সেখানেই সমধিক,
আবার, অবৈধ জনন-নিয়ন্ত্রণ
অনুপযুক্ত জৈব-সংস্থিতিরই সৃষ্টি করে থাকে। ৬৭৯২।
১১।৮।১৯৫৫, সকাল ৯-৫

তুমি তা'ই শুনো—
যা' তোমার প্রিয়পরম-প্রীতির অনুকূল,
সেই যুক্তি নিও—
যা' তাঁর স্বার্থপ্রতিষ্ঠার পরিপোষক,
তাইই গ্রহণ ক'রো—
যা' দিয়ে তুমি তোমার প্রিয়পরমকে
উপচয়ী আনুকূল্যে
উৎসারিত ক'রে তুলতে পার,
আর, বর্জ্জন ক'রো তা'ই—
নিরোধ ক'রো তা'ই—
প্রতিবাদ ক'রো তা'কেই—
যা' তাঁর প্রতিকূল ব'লে বিবেচনা কর ;
আর, সব করার ভিতর তাইই ক'রো—
যা' পারস্পরিক হৃদ্য নিয়মনী তৎপরতায়
তোমাদিগকে

প্রিয়পরমার্থী উচ্ছল বিনায়নে
বিনায়িত ক'রে তুলতে পারে ;
এই হ'লো তোমার জীবন-চলনার
দিগ্-দর্শনী ইঙ্গিত । ৬৭৯৩ ।
১১।৮।১৯৫৫, বেলা ১১-১৫

কারণ
কী কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
কেমন হয়,
আর কী মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করে—
অভ্যাস-অনুদীপ্ত কী গুণে
সপ্রকাশ হ'য়ে
আর তা' কার পক্ষে কেমনতর,
এরই সার্থক অন্বিত সঙ্গতিবোধই হ'চ্ছে
তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞান ;
আর, পারম্পর্য্যানুপাতিক
বিভিন্ন বিষয়ক অভিজ্ঞানের
সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন যে-বোধনা,
তাইই হ'চ্ছে জ্ঞান ও বিজ্ঞান । ৬৭৯৪ ।
১১।৮।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-১৫

তুমি কী করবে বা করবে না,
কী করলে ভাল হবে,
কী করলে ভাল হবে না,
এমনতরভাবে
দোদুল-হৃদয় যতক্ষণ,
ততক্ষণ তোমার প্রীতি একনিষ্ঠ হয় নি,
তাই, বুদ্ধিও তোমার গোলমেলে,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুচলনে
চলতে পার না বা নারাজ—

নিজের ভাল-মন্দ-জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও। ৬৭৯৫।
১৫।৮।১৯৫৫, সকাল ৯-৫৬

কা'রও প্রতি কোনও সন্দেহ জাগলে
বরং সতর্ক থেকো,
কিন্তু যে বিষয়ে সন্দেহ জাগল,
তা' প্রকৃতভাবে না জেনে
ঐ সন্দেহের পাত্রকে
হৃদ্য সমীচীনতায় জিজ্ঞাসা না ক'রে
কোনও সিদ্ধান্ত ক'রে ব'সো না,
বেকুব প্রত্যয় নিয়ে
তা'কে বিপন্ন ক'রো না,
নিজেও বিপন্ন হ'তে যেও না ;
মানুষ যা'তে দোষমুক্ত হয়,
হৃদ্য অনুনয়নে
তা'ই করা ভাল,
তা'কে দোষ-রঙিল ক'রে তোলা
ভাল নয়কো,
তা' তোমার পক্ষেও যেমন
অন্যের পক্ষেও তেমনি ;
তাই, যে বিপন্ন হয়েছে
তা'কে ঐ বিপর্য্যয় হ'তে
যা'তে মুক্ত করতে পার,—
তারই চেষ্টা কর,
এবং দুষ্ট হ'লে
যাতে সে দোষমুক্ত হয়—
যত পার, তেমনি ক'রেই চলতে
কসুর ক'রো না ;
অপরাধীকে সুকর্ম্ম-তৎপরতায়
শ্রেয়-আরাধী ক'রে
যতই তুলতে পারবে—

নিজের অনুনয়নী হৃদ্য চলন নিয়ে,
তুমিও তোমার মস্তকে
পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকবে ততই। ৬৭৯৬।
১৫।৮।১৯৫৫, সকাল ১০-৫৭

যা'র যা' ভাল,
তা'কে উচ্ছ্বসিত ক'রে তোল—
বাক্যে, ব্যবহারে,
আচরণ-উৎসারণায়,
আর, মন্দ যা'
তা'কে পরিশুদ্ধ ক'রে তোল—
পুণ্য-অনুচর্য্যায়,
ঢাক বাজিয়ে তা'কে নিন্দিত
না ক'রে ;
মনে রেখো—
তোমার প্রতি তোমার যেমন দায়িত্ব,
অন্য যে কা'রও বেলায়ও
তাই কিন্তু ;
মন্দ যেখানে আয়ত্তের বাইরে,
সেখানে যেখানে যেমনতর বিহিত
তাই ক'রো—
কিন্তু হৃদ্য পরিশুদ্ধি-সম্বেগ নিয়ে
উৎক্রমণী অনুদীপনায়। ৬৭৯৭।
১৫।৮।১৯৫৫, বেলা ১১-১২

যতক্ষণ তুমি
সুকেন্দ্রিক সুনিষ্ঠ অনুক্রমণ-তৎপর হ'য়ে চলছ—
তোমার সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়ে,—
সেই অনুচর্য্যী অনুচলনে
তোমার অন্তর
উচ্ছলই হ'য়ে চলবে

সর্ব্বতোভাবে—
বোধতৎপর সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
হৃদ্য বীর্য্যের মহৎ পরাক্রমে ;
তাই, তোমার শান্তি, সুখ ও আনন্দ
কখনই স্তিমিত হ'য়ে
তমসাচ্ছন্ন ক'রে তুলতে পারবে না
তোমাকে ;
তোমার বাক্য, ব্যবহার ও দৈহিক গঠন
এমনতরভাবে উল্লাসমণ্ডিত হ'য়ে চলবে,
আশা-সন্দীপ্ত হ'য়ে চলবে,
লোক-প্রবৃদ্ধিপর হ'য়ে চলবে,
যে, তুমি দীপ্ত হ'য়ে থাকবে
তোমার পরিবেশে—
স্বতঃ-সন্দীপনায়। ৬৭৯৮।
১৫।৮।১৯৫৫, বেলা ১১-২৭

তুমি যা'ই কর না কেন,
যা' নিয়ে ব্যাপৃত থাক না কেন,
তোমার জীবনের মূল ধৃতি যিনি,
ভিত্তি যিনি,
যাঁকে আশ্রয় ক'রে,
যাঁর অনুপ্রেরণা নিয়ে
তোমার জীবন
সম্বর্দ্ধনার পথে এগিয়ে যাচ্ছে,
তোমার সেবানুচর্য্যা
যদি তাঁতে সার্থকতা লাভ না করে,
তিনি যদি অবজ্ঞাত হন,—
তোমার জীবনের সব করাগুলি
সঙ্গতিহারা হ'য়ে
তোমাকে ব্যর্থ ক'রে তুলবে,
তোমার যোগ্যতা

বিচ্ছিন্ন বহুদর্শিতায় বিভক্ত হ'য়ে
সঙ্গতিকে অর্থহীন, বিচ্ছিন্ন,
বিপর্য্যয়ী ক'রে তুলবে ;
তাই, যা'ই কর না কেন,
ঐ ধৃতি-পুরুষ যিনি তোমার,
তাঁকেই পোষণ-বর্দ্ধনায়
পর্য্যাপ্ত ক'রে তোল,
ঐ পর্য্যাপ্তির প্রাচুর্য্য-পরিবেশনে
পরিবেশকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলতে পারবে। ৬৭৯৯।
১৬।৮।১৯৫৫, রাত ৮-৩০

ভজন চিরদিনই কর্ম্মশরীরী,
কর্ম্মই তা'র রূপ,
আর, ঐ কর্ম্মনিঃসৃত ফলই হ'চ্ছে
ভাগ্য। ৬৮০০।
১৬।৮।১৯৫৫, রাত ১২-১৬

যেখানেই বিবাহ
চুক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হয়,—
তা' দুঃখপ্রদই হ'য়ে ওঠে,
আর, তা' শুভ-অনুসৃত যেখানে,—
স্ত্রীর স্বামীর মনোজ্ঞ হবার উৎকণ্ঠাও
সেখানে তেমনতর,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যার
ভিতর-দিয়ে
সম্বৃদ্ধিপরও হ'য়ে ওঠে সে তেমনি,
তাই, লাখ দুঃখের ভিতর-দিয়েও
তা' শুভপ্রসূ ;
ঈশ্বর
এই সার্থক সঙ্গতির ভিতর-দিয়েই

তাঁর সৃজনধারাকে
বর্দ্ধনপ্রসূ ক'রে তুলেছেন ;
এই সঙ্গতি যা'তে
সমীচীন ও সার্থক হ'য়ে ওঠে,
ধৃতিমুখর হ'য়ে ওঠে,—
তাইই শুভপ্রসূ তপস্যা ;
তাই শ্রীভগবানের উক্তি—
'ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ',
অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রসূ কামপূজা তাঁরই পূজা ;
ঈশ্বরের নামে
এই সমীচীন সার্থক সঙ্গতির
অভিষেক যেখানে,
তৎশ্রদ্ধায় পরিণয় সংঘটিত হয়েছে যেখানে—
তা'কে বিচ্ছিন্ন করাই মহাপাপ ;
আর, এই পরিণয় যেখানে
সমীচীনতাকে সঙ্কুচিত ক'রে
গর্হিত প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হ'য়ে থাকে,—
তা' তা'র ব্যভিচার,
তাই, তা' অসিদ্ধ,
অসিদ্ধ-নিষ্পাদনী চলন
শুদ্ধিকে নির্য্যাতিতই ক'রে থাকে,
সমীচীনতার ব্যতিক্রম ক'রে
ঈশ্বরের নামে কিছু করলেই
তা' সমীচীন হয় না। ৬৮০১।
১৭।৮।১৯৫৫, সকাল ৮-৫

বিষয়ের দাঁড়াকে অবজ্ঞা ক'রে
কোন বিষয়কে সমীচীনভাবে
বিনায়িত করা অসম্ভব। ৬৮০২।
১৭।৮।১৯৫৫, সকাল ৮-৩১

ক্ষেমপ্রসূ হও,
ক্ষমতাবান হও,
ক্ষমার অধিকারী হবে। ৬৮০৩।
১৭।৮।১৯৫৫, সকাল ১০-৩০

যা'র মন যেমন,—
ওজন অর্থাৎ গুরুত্বেও সে
তেমনতর,
আর, অর্থানুভূতিও সেই প্রকার,
আবার, যে বাস্তবে যা'
রূপায়িতও সে তেমনি,
বোধও তা'র তদনুপাতিক। ৬৮০৪।
১৭।৮।১৯৫৫, বিকাল ৪-৪৫

কৃষ্টিগত অর্থাৎ সত্তা-সংকর্ষণী
কুলাচার-অন্বিতির ভিতর-দিয়ে
অনুশাসন-অনুশীলনায়
যে বিশেষ জৈবী-সংস্থিতির উদ্‌ভব হয়,—
তা'ই হ'চ্ছে বিশাসিত বিশেষ
অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যবান বিশেষ ;
আর, যখনই তা' ব্যতিক্রান্ত,
তখনই তা' হ'তে
ব্যতিক্রমদুষ্ট জৈবী-সংস্থিতির
উদ্‌ভব হ'য়ে থাকে,
তা'কে ব্যতিক্রান্ত বা বিকৃতি-বিপাতিত বিশেষ
বলা যেতে পারে। ৬৮০৫।
১৮।৮।১৯৫৫, রাত ৭-২৫

তুমি যেখানেই যাও
আর যা'ই কর না কেন,
বা যে সংস্রব-সংশ্রয়ী হও না কেন,

তোমার অন্তর-নিবন্ধনায়
চিত্তে সংগ্রথিত ক'রে,
বিবেচনার বিশদ ছাঁকনি দিয়ে
সন্ধিৎসাপূর্ণ সুদক্ষ জাগ্রত দৃষ্টিতে
দেখে-শুনে
কুড়িয়ে নিও সেইটুকু মাত্র—
যা' তোমার প্রিয়পরম বা ইষ্টার্থকে
আপোষিত ক'রে তোলে,
বা অনুপূরণে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে ;
এমনি ক'রে
ইষ্টার্থ-অনুপ্রেরিত প্রীতি-প্রেরণায়
সাত্ত্বিক অনুচর্য্যী অনুনয়নে
নিজে সবারই হ'য়ো,
কিন্তু সবার সব যা'-কিছুকে
তোমার ক'রে নিও না—
বিশেষতঃ অশুভ যা'
অসৎ যা'
অমৃত-পরিপন্থী যা' ;
আরো, সম্ভ্রমাত্মক বা শ্রদ্ধার্হ দূরত্ব
বজায় রেখে চ'লো ;
শুধুমাত্র এইটুকুর ব্যতিক্রম হ'লেই
মানুষ আর মানুষের
মর্য্যাদাকে উপলব্ধি করতে পারে না
সাধারণতঃ ;
তখন বিশদ বোধ-বিনায়নী দৃষ্টি
তন্দ্রালু হ'য়ে ওঠে,
বা ঝাপসা হ'য়ে ওঠে,
দেখাগুলিকে শ্রদ্ধায় মূর্ত্ত ক'রে
নিজেও উপভোগ করতে পারে না,
আর, অন্যের উপভোগ্যও
হ'য়ে উঠতে পারে না,

বরং দোষদৃষ্টি ক্রমশঃ
প্রখর হ'য়ে উঠতে থাকে,
আর, ঐ প্রবণতা
একটা বিকৃত বোধনার সৃষ্টি ক'রে
শুভগুলির অশুভ-বিনায়নে
অলীক বাস্তবতার কল্পিত মূর্ত্তনায়
তা'কে তোমার প্রতি
তদ্রূপ দৃষ্টি-সম্পন্ন ক'রে তোলে ;
ফলে, তোমার অভিব্যক্তি হ'য়ে ওঠে
বিদ্রূপযোগ্য তা'র কাছে,
অবহেলার কুৎসিত ফুৎকারে
সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রেখে,
তা'র প্রবৃত্তি সহজে
তোমাকে একটা ক্রীড়নক ক'রে
ব্যবহার করতে চায় ;
তাই সাবধান !
চল—
কিন্তু ইষ্টার্থী চরিত্রকে
সুক্রিয় তৎপরতায়
দীপ্ত বিকীরণে
উদ্ভাসিত রেখে। ৬৮০৬।
১৯।৮।১৯৫৫, রাত ৯-৪৫

কাউকে অনবরত
কুৎসিত বাক্য বলতে যেও না,
বা হামেশা দোষারোপ ক'রে
তা'কে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলো না,
মানুষকে প্রতিনিয়ত অমনতর করতে-করতে
সেগুলি তা'র মস্তিষ্কে, চিত্তে
বা অন্তঃকরণে
এমনতরভাবে নিবদ্ধ থাকে,

এবং ক্রমশঃই তা'কে আক্রোশদীপ্ত ক'রে
এমনতর প্রতিক্রিয়ার অবতারণা করে,—
যা'তে তুমি বিধ্বস্ত হবেই কি হবে ;
তাই, প্রতিটি অমনতর শাসনই হো'ক
সংঘাতই হো'ক
করার মাঝে
এতখানি হৃদ্য আচরণ
বা হৃদ্য উদ্দীপনার
সংশ্রয় ক'রে রেখো,
যা'তে ঐ হৃদ্য স্মৃতি
ঐ আক্ষুব্ধ স্মৃতিকে
অনেকখানি সংযত ক'রে
তোলেই কি তোলে,
এমন-কি, তোমার ঐ সংঘাতকে
শুভপ্রসূ ক'রে ভাবতে
প্রলুব্ধ ক'রে তোলে,
আর, ঐ প্রলুব্ধ আবেগ
তা'কে তোমার প্রতি
সশ্রদ্ধ ক'রে না তুলেই পারে না ;
যতই উত্তেজনার উদ্দীপনায়
ঐ কুৎসিত বাক্য বা আচরণ ক'রে
কাউকে সংঘাত-সন্তপ্ত ক'রে তুলতে থাকবে,
তা'র যোগনদীপনা
সেগুলিকে গুণিত ক'রে
প্রতিক্রিয়ায় তোমাকে
তারই বিষময় সংঘাত-সন্তপ্ত হ'তে
বাধ্য ক'রেই তুলতে থাকবে ;
তুমি যেমন ভাল চাও,
অন্যেও তেমনিই চায় কিন্তু,
ঐ চাহিদা যা'তে
তা'র ভিতর পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে

তেমনতর রকমেই চ'লো তা'র সঙ্গে,
আর, বাক্য-ব্যবহারও
তেমন করতে চেষ্টা ক'রো,
এর ফলে—
অনেক বিপর্য্যয় হ'তে রক্ষা পাবে। ৬৮০৭।
১১।৮।১৯৫৬, রাত ১১-২০

সজাগ সতর্ক সন্ধিৎসার সহিত
সাত্ত্বিক দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে
নিষ্ঠানুগ অনুচর্য্যায়
শুভদ বা শুভপ্রসূ যা'
সমীচীন তৎপরতায়
ত্বরিত আগ্রহদীপ্ত অনুনয়নে,
তা' নিষ্পন্ন করতে
কসুর কখনই ক'রো না,
শুভপ্রসূ মুখ্য যা'
তা' তৎক্ষণাৎই ক'রো,
আর, গৌণ যা'
তা'র প্রস্তুতি নিয়ে চ'লো ;
আর, অশুভ যা'
নিরাকরণ-প্রস্তুতি নিয়ে
ধী-দীপ্ত তৎপরতায় চ'লো সেখানে—
যথাসম্ভব
অন্যের ক্ষতির কারণ না হ'য়ে ;
এতে একটু বিলম্বও যদি হয়,
তা'তেও ঘাবড়ে যেও না,
শুধু নজর রেখে চ'লো—
ঐ অশুভ যেন তোমাকে
আক্রমণ না করতে পারে,
ক্ষতির সংঘাতে
তোমাকে ক্ষীয়মাণ ক'রে তুলতে না পারে ;

অতি বন্ধুর যা'
বান্ধব-বিনায়িত উদগ্র দীপনায়
তা'কেও বিগলিত ক'রে
তোমার শুভ-সমাগমের
আগম-পথ পরিষ্কার ক'রে রেখো ;
এমনতর প্রস্তুতিকে
অবজ্ঞা কিছুতেই ক'রো না,
অন্যের ক্ষতির কারণ হ'তে যেও না,
আর, বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের
ভিতর-দিয়ে
ক্ষতিকেও আবাহন করতে যেও না,
এমনতর চলনেই চ'লো,—
স্বস্তি হ'তে বঞ্চিত হবে কমই,
গোড়া হ'তেই
তোমার জীবন-চলনার তপোগতিই
যেন এমনতর হয়। ৬৮০৮।
১৯।৮।১৯৫৫, রাত ৮-৫৫

তোমাদের আদর্শ
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রিয়পরম যিনি,
তিনিই হউন—
যিনি ঈশ্বরের ব্যক্ত প্রতীক,
ধারণ-পালনী অধ্যাসের
অধিনিয়ন্তা ;
তোমাদের রাষ্ট্র
তাঁর অনুপ্রেরণাকে কেন্দ্র ক'রে
সুবিনায়িত হ'য়ে
যেন সংস্থিতি লাভ করে ;
তোমাদের অনুশাসন
সংস্থিতি ও সম্বর্দ্ধনার অনুপ্রেরণায়

অধিদীপ্ত হউক—
দেশ-কাল ও পাত্রানুগ
বৈশিষ্ট্যপালনী বিশেষ বিনায়ন-বিন্যাসে
বিদীপ্ত হ'য়ে,
বিশ্বের প্রতিটি সত্তাকে সুসন্দীপ্ত ক'রে,
ব্যক্তি ও বৈশিষ্ট্যগত স্বাধীনতাকে
স্বতঃ-সম্বর্দ্ধনায় অবাধ ক'রে ;
বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র
প্রতিটি রাষ্ট্রের
অনুপোষণী অনুচর্য্যায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
স্বাধীনতা-সন্দীপী সমাহারে
তর্পিত হ'য়ে উঠুক—
অসৎকে নিরোধ ক'রে,
সৎ যা' তা'কে সন্দীপিত ক'রে ;
আদর্শপরায়ণ সুতপা সাধু ও মহাপুরুষ থেকে
সুরু ক'রে
রাষ্ট্র-স্তম্ভ পর্য্যন্ত
প্রতিপ্রত্যেকে
পরিপূজিত হ'য়ে উঠুক ;
মন্দিরগুলি মহৎ-আলিঙ্গন-পরায়ণ হো'ক—
কৃষ্টি-কর্ষণ-কৃতিত্বে
ধর্ম্মতপা অনুশীলনে
উৎসাহমণ্ডিত ক'রে সবাইকে
উদ্যম-অনুক্রিয় ক'রে ;
আর, মন্দিরের বেদী
শুধুমাত্র পুরোহিত-স্পৃষ্টই হো'ক ;
—পুরোহিত হ'লেন তিনি—
আদর্শপরায়ণ লোকপ্রিয়তা
যাঁ' হ'তে বিচ্ছুরিত হ'য়ে
লোককে উৎকর্ষ-পরাক্রমে
উদ্যুক্ত ক'রে তোলে ;

প্রতিটি পরিবার, সমাজ
আদর্শ-অনুধ্যায়িনী অনুচর্য্যায়
প্রতিটি ব্যষ্টিকে সুসঙ্গত ক'রে
সুক্রিয় তৎপর সংহতির
স্থৈর্য্য-সম্পাদনী হ'য়ে উঠুক—
আহার, বিহার, ব্যবহার ও বিবাহের
কুলপ্রদীপী বৈধী বর্দ্ধনার
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে,
বিশ্বাসিত জৈবী-সংস্থিতিতে
সুসংস্থিত হ'য়ে,
আভিজাত্য, শৌর্য্য ও বীর্য্যে
সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে,
ধৈর্য্যে ধীর ও বিবেকী হ'য়ে,
অধ্যবসায়ের অনুচর্য্যী উদ্দীপনায়
শুভ অধিগমনের
হোমহোত্রী উৎসাহ-অনুকম্পায়
উল্লসিত হ'য়ে,
প্রতিটি ব্যষ্টিকে
প্রতিটি সংস্থাকে
প্রতিটি বিধানকে
উৎকর্ষপরায়ণ সদাচার-সন্দীপনায়
অমৃতপন্থী ক'রে ;
আদর্শই হউন তোমাদের ভূমি,
প্রতিটি সত্তাই হ'য়ে উঠুক
ধর্ম্মের ধৃতিমন্দির,
রাষ্ট্র-সংস্থা হ'য়ে উঠুক
প্রতিটি ব্যক্তির বিনায়িত
অনুচর্য্যী অনুকম্পার
বিশাল বিভূতি ;
শিক্ষার যা'-কিছু
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে

প্রতিটি ব্যক্তিত্বের
সার্থক সাত্ত্বিক ধর্ম্মপালী হ'য়ে উঠে
রোগ-শোক-দারিদ্র্যের
কূট কটাক্ষকে অপসারিত ক'রে
স্বস্তির সামগানে
মুখরিত হ'য়ে উঠুক—
জীবনের ছান্দিক চলন নিয়ে,
সম্বর্দ্ধনার সন্দীপ্ত পদক্ষেপে ;
আর, এই অনুচলনের অনুপ্রাণ
প্রতিটি রাষ্ট্রকে
প্রতিটি রাষ্ট্রের
অবাধ সহযোগী ক'রে
সুতৃপ্ত সন্দীপনায়
অশুভ-সন্দীপী সর্ব্বপ্রকার প্রাচীরকে
নিষ্পেষিত ক'রে
সবাইকে উন্মুক্ত ক'রে তুলুক—
অসৎ যা'-কিছুর নিরোধ সৃষ্টি ক'রে,
সৎ-এর হৃদ্য আলিঙ্গন-অনুচর্য্যায়
অনুকম্পিত ক'রে সবাইকে ;
সবাই জীবনীয় কৃষ্টিতপা হ'য়ে উঠুক—
বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য,
নৃত্য, গীত ইত্যাদি জীবনীয় যা'-কিছুর
শুভ-অনুশীলনায়
সুপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে,
তপস্যার তাপস-পরিবেদনায়
সার্থক সঙ্গতির অধিদীপনী
আয়ত্তিমুখর অনুচলনে
সুক্রিয় থেকে ;
আর, প্রতিটি অন্তর
অনুকম্পার উৎসাহ-প্রদীপনায়
ছান্দিক নর্ত্তনে গেয়ে উঠুক—

'ঈশ্বর! তোমার জয়জয়কার হো'ক',
'পুরুষোত্তম! তোমার জয়জয়কার হো'ক'। ৬৮০৯।
২০।৮।১৯৫৫, সকাল ৯-৪০

অহিংসাকে হনন করতে যেও না,
হিংসা উদগ্র শক্তি নিয়ে
তোমাকে সংঘাত হানবে। ৬৮১০।
২০।৮।১৯৫৫, বিকাল ৪-১২

বর্দ্ধনাকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলো না,
সংকীর্ণতা তোমাকে সংকুচিত ক'রে
জাহান্নমের পথ
পরিষ্কার ক'রে তুলবে। ৬৮১১।
২০।৮।১৯৫৫, বিকাল ৪-১৫

সাত্ত্বিক বৈধী সবর্ণ বিবাহকে
উচ্ছল ক'রে রেখো,
কৃষ্টি-স্বচ্ছল আলিঙ্গন
রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারকে
সম্বর্দ্ধন-সন্দীপ্ত ক'রে রাখবে—
বোধদীপ্ত আয়ুষ্মান ক্রমাগতিতে। ৬৮১২।
২০।৮।১৯৫৫, বিকাল ৪-২০

যাদের বোধি
পরমার্থে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে নি,
আহার, বিহার, বিবাহ, আচার
বিধি-বিনায়িত হ'য়ে উঠতে পারে না তা'দের—
অন্বিত সঙ্গতিতে;
তন্দ্রালু বোধি তা'দের
অজ্ঞতার বিজ্ঞ বোধনায়

অথবা একশা অনুক্রিয়ায়
সক্রিয় হ'য়ে থাকে। ৬৮১৩।
২০।৮।১৯৫৫, বিকাল ৪-২৮

যা'রা অস্তিবৃদ্ধি-সংক্ষুব্ধ না হ'য়েও
নীতির দোহাই দিয়ে চলে,
অথচ যাদের অন্বিত সঙ্গতি-সম্পন্ন
বৈধী বিনায়ন-দৃষ্টি তমসাচ্ছন্ন,
কেমন চলন, কেমন করণ
কোন্ কারণকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে
কিসের সার্থকতা নিয়ে আসে,—
তা'র শুভ-সঙ্গতিশীল দৃষ্টি
যা'দের নেইকো,
—তা'রা যতই নীতির কথা বলুক,
নীতিজ্ঞ মোটেই নয়,
তা'দের নৈতিক চলন
একটা কুসংস্কৃতির
অভিশাপ-সন্তপ্ত বিক্ষোভ ছাড়া
কিছুই নয়কো। ৬৮১৪।
২০।৮।১৯৫৫, বিকাল ৪-৫৮

অর্থগৃধ্নু, স্বার্থলুব্ধ দল
যতই তোমাকে
পরিবেষ্টিত ক'রে রইবে,
তোমার বান্ধব, মিত্র বা আত্মীয়
প্রকৃত পক্ষে কে,
তোমার সে-দৃষ্টি ও বোধনা
তা'রা ঝাপসাই ক'রে তুলতে থাকবে ;
তাই, তোমার অস্তিত্বই যাদের
সরাসরি স্বার্থ,
তোমার পালন, পোষণ ও পূরণ-প্রদীপনায়

যাদের উল্লোল আগ্রহ,
যা'তে তাদিগকেই
তোমার বেষ্টনী করে রাখতে পার,
সেইদিকেই সমাহারী নজর রেখে চ'লো। ৬৮১৫।
২০।৮।১৯৫৫, বিকাল ৫-৫

যা'রা তোমার অমর্য্যাদায়,
আপদে-বিপদে
স্বতঃ-দায়িত্বে আগলে দাঁড়ায় না,
প্রতিবাদ করে না,
নিরোধ করে না
বা আপদ-নিরাকরণী বিনায়নে
নিজেকে নিয়োগও করে না—
উদ্‌গ্রীব নিরাকরণ-তৎপরতা নিয়ে,
বা সম্মুখে লোক-দেখান ভাবে
কিছু দেখিয়ে
পরোক্ষে নির্লিপ্তভাবে চলে যায়—
নিজেকে কোনরকমে আবদ্ধ না ক'রে,
—তা'রা কেউই কিন্তু
তোমার নির্ভরযোগ্য কেউ নয়,
তাদের মধ্যে অনেককে
উল্টোই দেখতে পাবে,
তা'রা তোমার বান্ধব তো নয়ই,
বরং আপদ-আমন্ত্রণী হোতা;
সাবধান থেকো। ৬৮১৬।
২০।৮।১৯৫৫, রাত ৯-৪০

তুমি নারী,
তুমি বরেণ্য পুরুষে পরিণীত হ'য়ে
ঐ বরেণ্য ব্যক্তিত্বে
যদি সর্ব্বতোভাবে

রঙ্গিল না হ'য়ে উঠলে—
বিহিত বাস্তব তাৎপর্য্যে,
অনিন্দ্য তৃপ্তি ও পরম সার্থকতা নিয়ে,
আনুকূল্য-প্রসূ যা'-কিছু
তা'তেই সক্রিয় অনুরাগ-অনুচর্য্যা-সম্পন্ন হ'য়ে,
প্রতিকূল যা'-কিছুকে
লহমায় বর্জ্জন ক'রে,—
তোমার জীবন কিন্তু সেখানেই ব্যর্থ ;—
তোমার সত্তা বরেণ্য বর্দ্ধনায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তিনি তোমার অহঙ্কার হউন,
তোমার বৃত্তি-প্রবৃত্তি হ'য়ে উঠুন,
তাঁর মনোজ্ঞ চলনাই
তোমার জীবনের তপস্যা হ'য়ে উঠুক,
আর, তোমার সমস্ত প্রবৃত্তি
ঐ বরেণ্য-অনুচর্য্যায় নিয়োজিত হ'য়ে
আত্মনিয়মনে বিচর্চ্চিত হ'য়ে উঠুক,
এখানেই তোমার সতীত্ব ;
ঐ বরেণ্য সত্তায় সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
যে-ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হ'লো—
বিদ্যমানতাকে বিধায়িত ক'রে,—
সতীত্বের মরকোচ ওখানেই ;
তোমার ঐ সার্থক রঙ্গিল চরিত্র
তোমার স্বামীকে
তাঁর মনোজ্ঞ অনুরঞ্জনায়
অনুরঞ্জিত ক'রে তুলুক,
আর, তা' সার্থক হ'য়ে উঠুক ইষ্টে,
তুমি ধন্য হ'য়ে ওঠ তাঁতে ;
ঐ রকম যতটা হবে,
তুমি সুখীও হবে ততটা,
অর্থ, ঐশ্বর্য্য বা ভোগ-বিলোল বিলাসিতায়

সে-সুখ পাবে না ;
তেমনি ঐ বরেণ্য-পুরুষ যদি
তার প্রিয়পরমে, ইষ্টে বা আচার্য্যে
সুনিষ্ঠ অনুক্রিয় তৎপরতায়
প্রীতি-সন্দীপনী অনুচর্য্যা নিয়ে
অমনতরভাবে রঙ্গিল হ'য়ে না ওঠে,
তা'র পুরুষত্বই
ধুক্ষামণ্ডিত হ'য়ে ওঠে—
আভিজাত্যের সক্রিয় সন্দীপনায়
লোলক্রিয় হ'য়ে ;
তাই, ঐ সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-তৎপরতায়
আপ্রাণ শ্রেয়ানুগ মনোজ্ঞ চলনে
নিজেদের সার্থক ক'রে
যে-জীবন লাভ করবে তোমরা,—
তাইই কিন্তু অনুশীলন-অনুনয়নী
বরেণ্য-বিভাদীপ্ত
বিনায়িত ব্যক্তিত্বের
শিবসুন্দর মূর্ত্তি ;
তোমাদের সত্তা অভিব্যক্তি লাভ করুক
শিবসুন্দরে—
সমস্ত বৃত্তি, সমস্ত প্রবৃত্তির
সুক্রিয় প্রেরণায়,
প্রবুদ্ধ আগ্রহে ;
নারী ও পুরুষ !
তোমাদের সার্থকতা ঐই,
তোমরা সার্থক হ'য়ে ওঠ—
ঐ জীবনে জীবন্ত হ'য়ে । ৬৮১৭ ।
২১।৮।১৯৫৫, সকাল ৮-৪৫

মানুষের অকৃতী চলন,
বিচ্ছিন্ন আগ্রহ,

বিকম্পিত ইচ্ছাশক্তি,
নিষ্পন্নতায় তাচ্ছীল্য
যোগ্যতাকেই ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
আর, এই অযোগ্যতার ফলে
মানুষ নিজে তো নিষ্পেষিত হয়ই,
তা ছাড়া, সন্তান-সন্ততিও
ঐ ব্যর্থ চলনে প্রভাবিত হ'য়ে
অমনতরই ব্যর্থতাকে
আহরণ ক'রে চলতে থাকে—
পরিবেশে বিপর্য্যয়ী সংঘাত হানতে হানতে। ৬৮১৮।
২১।৮।১৯৫৫, সকাল ৮-৫০

১। সংসর্গ বা সান্নিধ্য-লিপ্সা।

২। অনুচর্য্যী আবেগ ও প্রশংসাপ্রবণ
পোষণোচ্ছল অনুক্রিয়তা।

৩। অনুভাবিতা ও অনুক্রিয় তৎপরতায়
ধী-সমন্বিত সন্ধিৎসা-সহ আত্মনিয়োগ
ও প্রিয়-মনোজ্ঞ আত্মনিয়মন
এবং তা'র ভিতর দিয়ে
প্রিয়কে সুখী ক'রে সুখী হবার
প্রয়াস।

৪। অনুকূল অনুসন্ধিৎসা ও সক্রিয় আনুকূল্য।

৫। প্রতিকূল, ক্ষয়, ক্ষতি ও শোষণের
যা'-কিছু তা'র নিরোধ ও বর্জ্জন।

৬। মর্য্যাদার অপলাপী যা'-কিছুর
প্রতিবাদ, নিরোধ ও নিরাকরণ।

৭। দেওয়া ও নেওয়া নগণ্য হ'লেও
তা'তেই কৃতকৃতার্থ হওয়ার
আত্মপ্রসাদী গৌরব।

—প্রিয়-প্রীতির এই সাতটি
মুখ্য লক্ষণ। ৬৮১৯।
২১।৮।১৯৫৫, বিকাল ৫-৪০

সব দিক দিয়ে বরেণ্য
বা সমকক্ষ যা'রা নয়,
এমনতর পুরুষ-সংসর্গে
তোমার মেয়েদের
কখনও মিশতে দিও না,
এবং তাদিগকে তাদের পরিচর্য্যী
বা তাদের দিয়ে পরিচারিত হ'তে দিও না—
অনিবার্য্য ক্ষেত্র ছাড়া ;
তা'তে তাদের আভিজাত্য ও কৃষ্টি-স্থৈর্য্য
অপলাপ-ধর্ষিত হ'য়ে ওঠে,
এবং অমনতর মেয়েরা
অভিজাত বৈশিষ্ট্যকে বিদলিত ক'রে
অপলাপে আত্মাহুতি দিতে
প্রলুব্ধ হ'য়ে ওঠে সহজেই। ৬৮২০।
২১।৮।১৯৫৫, রাত ৭-৩০

বৈশিষ্ট্যবান সুকেন্দ্রিক
আত্মবিনায়নী স্থৈর্য্যশীল
নৈতিক চলনা যদি
নিখুঁতভাবে সত্তায় সংগ্রথিত হ'য়ে না ওঠে—
অচ্ছেদ্য স্বস্থ-সংস্থিতিপ্রবণ হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনী সক্রিয় তৎপরতায়,
কিন্তু সেই অবস্থায়
আণবিক শক্তির অনিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ
যদি অবিরল হ'য়ে ওঠে,
জীবনের জৈবী-দীপনাও
বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায়

অবৈধ বিচ্ছুরণা নিয়ে
রকমারি আকারে
শৃঙ্খলাশূন্য হ'য়ে
বিঘূর্ণ্যমান হ'য়েই চলতে থাকবে—
বিক্ষিপ্ত আক্ষেপের
দুশ্চিন্তনীয় দুর্ম্মদ অভিযানে। ৬৮২১।
২১।৮।১৯৫৫, রাত ৮-১৫

নারি!
সব দিক দিয়ে বৈধী উপযোগিতার সহিত
তোমার যে বরেণ্য—
তাঁতে যদি পরিণীতা না হও,
আভিজাত্য ও কৃষ্টি-স্থৈর্য্যকে সার্থক না ক'রে
অশ্রেয়তে আত্মসমর্পণ কর,
বা অপকৃষ্টে আনুগত্য-সম্পন্ন হ'য়ে
নিজের অপলাপ আমন্ত্রণ কর—
অবৈধ ব্যভিচার-দুষ্ট কামনায়
প্রতারিত হ'য়ে,—
তোমার ঐ বিক্ষুব্ধ সত্তা
বিধ্বস্তির বিকৃত আলিঙ্গনে
নিজের বিশেষত্বকে অপমান ক'রে
লাঞ্ছিত ক'রে
নগ্ন নারকীয় পূতিস্রোতা
হবে তো বটেই,
তা ছাড়া, সন্তান-সন্ততির
জৈবী-সংস্থিতিকে
বিক্ষুব্ধ ও বিমর্দ্দিত ক'রে
দিশেহারা তামস প্রবৃত্তির ইন্ধন-করতঃ
নরকস্রোতা ক'রে তুলবে—
পঙ্কিল, পাপ-সঙ্কুল
বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ক'রে;

দুর্ব্বল বা আসুরিক
অনুনয়ন-প্রবণতায়,—
যা' তোমার পরিবার ও পরিবেশে
সংক্রামিত হ'য়ে
সমাজ ও রাষ্ট্রকে
পরিধ্বংসের বিকট প্রবাহে
নিক্ষেপ ক'রে
রাষ্ট্রিক লোকজীবনকেও
ধ্বংসস্তূপাচ্ছন্ন ক'রে তুলবে ;
যত পাপই থাকুক না কেন,
প্রকৃতিতে এমনতর পাপের ক্ষমা
আছে কিনা জানি না,
আর, এতে তোমার মাতৃত্বও
বিকারগ্রস্ত হ'য়ে
রোদনমাতাল অভিযান-পরায়ণ
হ'য়ে উঠবে,
তোমার অশুদ্ধ মাতৃত্ব
বিকারোচ্ছল অভিযানে
মাতৃত্বের পূজাকে অবদলিত ক'রে
সন্তান-সন্ততির জীয়ন্ত সমাধি সৃষ্টি ক'রে
চলতে থাকবে,
তোমার ঐ মাতৃত্ব
নাগমাতার সন্তান-হনন-ক্রিয়াতেই
পরাকাষ্ঠা লাভ করবে,
তাই, ঐ জাতীয় মাতৃত্বের পূজা
পাপেরই আরাধনা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো । ৬৮২২ ।
২১।৮।১৯৫৫, রাত ১০-২৫

সাধুতা ভাল,
বেকুব সাধুতা কিন্তু

সাধুতা নয়,
তাই, তা' ভালও নয়,
আর, বেকুব বিশ্বাস ও নির্ভরতাও
তেমনতরই। ৬৮২৩।
২২।৮।১৯৫৫, সকাল ১০-১০

তোমার জীবন-চলনার যদি
একটা দাঁড়া না থাকে,
আর, যা'-কিছু কর,
তা' যদি ঐ দাঁড়াকে আপূরিত ক'রে
সার্থক সুসঙ্গতি লাভ না করে,
তবে তোমার ঐ নিরর্থক যা'-তা'-চলনা
তোমার জীবনকেও যা'-তা' ক'রে তুলবে,
তুমি সক্রিয় সুসঙ্গতিতে
সার্থক না হ'য়ে
ব্যর্থতায় বিকৃত হ'য়ে চলবে ;
তাই, যাই কর না কেন,
দাঁড়াটাকে ঠিক ক'রে নিয়ে
তা'কেই সার্থক সুসঙ্গত ক'রে তোল—
আপূরণী নিষ্পন্নতায়,—
সমস্ত ব্যর্থতা
উপচয়ে অর্থান্বিত হ'য়ে উঠতে থাকবে ;
বেশ ক'রে নজর রেখে চ'লো। ৬৮২৪।
২২।৮।১৯৫৫, রাত ৯-৩০

শ্রেয়শ্রদ্ধা, বরেণ্য-প্রিয়-প্রীতি
যা' একনিষ্ঠ অচ্যুত অনুরাগ নিয়ে
অন্তরে স্থিতি লাভ করে,
তাইই তোমার প্রথম ও পরম সম্পদ ;
কিন্তু তোমার নিবিষ্ট প্রিয়-আসঙ্গ-লিপ্সা
যদি মন্থর ও অভিনিবেশহারা হয়,

অনুগতি ও অনুভাবিতা
যদি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে,
প্রিয়ানুচর্য্যী অনুবেদনা না থাকে—
সক্রিয় আগ্রহদীপ্ত অনুচর্য্যানিরতি নিয়ে,
অধ্যবসায়ী তৎপরতায়
তা' যদি তোমাকে
সন্ধিৎসু, উদ্‌গ্রীব ও সুক্রিয় ক'রে
না তোলে,
তোমার প্রীতি যদি
প্রিয়-প্রতিকূল যা'
স্বতঃ-সন্দীপনায় তোমাকে
তা'র প্রতিবাদমুখর ক'রে না তোলে—
সক্রিয় নিরোধ, নিরাকরণ ও পরিবর্জ্জনায়
প্রদীপ্ত ক'রে
—যা নাকি প্রীতির মোক্ষম পরিচয় ও মানদণ্ড,
তাঁ'র অবজ্ঞা, ভর্ৎসনা ও পীড়নে
যদি তুমি বিমুখ ও ক্লিষ্ট হও,
প্রিয়তোষণ-পোষণী আগ্রহ স্বতঃই যদি
শিথিল হয় তোমার,
এবং শোষণ-লিপ্সা প্রবল হয়,
প্রিয়-বেদনা তোমাকে
উঠকণ্ঠ আবেগে যদি
দৃপ্ত নিরাকরণমুখর ক'রে না তোলে,
তিনি তোমার সত্তার
স্বতঃ-উচ্ছল স্বার্থই
যদি না হ'য়ে ওঠেন,
তাঁর গৌরবে তুমি যদি নিজেকে
গৌরবান্বিত বলেই বোধ না কর,
আর, করলেও তা' লৌকিক সৌজন্যের মত,
তাঁ'র মনোজ্ঞ হওয়ার প্রলোভন
আত্মনিয়মন-তৎপর ক'রে

সক্রিয় সন্দীপ্ততায়
তদনুগ অনুচলনে
তোমাকে লুব্ধ ক'রে যদি না তোলে,
তাঁ'র পালনে,
পোষণে,
আপূরণী তৎপরতায়
তোমাকে সুসন্ধিৎসু অনুনয়নী সক্রিয়তায়
সমাধানী সম্বেগ নিয়ে
ক্লেশসুখপ্রিয়তার তৃপ্তিপ্রসাদে
লুব্ধ ক'রে না তোলে,
তোমার অন্তরে
তাঁ'র তৃপণার প্রলোভন
এমনতর অনুধ্যায়িতার
অবতারণাই যদি না করে,
যা'তে তুমি তাঁ'র
সর্ব্বতোমুখী চিন্তা ও কর্ম্মে
স্বতঃ-দীপনায় নিজেকে
নিয়োজিত ক'রে চল—
সম্পাদনী সক্রিয় সম্বেগ নিয়ে,
সার্থক সঙ্গতিতে,—
তবে ঐ প্রীতি কিন্তু তোমার
উৎকর্ষ-অভিনিবেশী নয়কো ;
ফল কথা, প্রিয়ের আসঙ্গ-লিপ্সা,
অনুচর্য্যী অনুবেদনা,
শোষণ ও প্রতিকূলতার প্রতিবাদ,
নিরোধ বা বর্জ্জন—
যা নাকি প্রীতির মোক্ষম মানদণ্ড,
—স্বার্থে স্বার্থ বোধ,
গৌরবে গৌরব বোধ,
তোষণ-পোষণ লিপ্সা,
তাঁ'র মনোজ্ঞ হবার প্রলোভন

ও তদনুগ আত্ম-নিয়মন-আগ্রহ
যদি না থাকে,
তবে তোমার প্রীতি প্রীতিই নয়কো ;
তোমার প্রিয় তখনও
তোমার আত্ম-স্বার্থ-সম্বেগী প্রত্যাশা-পূরণের
যন্ত্র মাত্র,
তুমি তখনও নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছ
তদ্রূপ নিয়মনাতেই,
প্রীতি-প্রসাদে
প্রসন্ন হওয়ার আস্বাদন
তুমি অনুভব করতে পার না তখনও,
তখনও তুমি তোমাতেই
মত্ত হ'য়ে আছ—
আত্মম্ভরি অহমিকার
বিকৃত উচ্ছল স্বার্থ-সংক্ষুধায় ;
প্রীতি-প্রসাদ যদি চাও,
প্রিয়ই তোমার সর্ব্বস্ব হ'য়ে উঠুন—
সমস্ত প্রবৃত্তির আরতি-অনুনয়নে,
আত্মনিয়মনী তৎপরতায়
তাঁরই মনোজ্ঞ হ'য়ে ওঠ—
অনুগতির অনুভাবাত্মক
অনুচলন নিয়ে,
তাঁ'র চাহিদার উপচারে
নিজেকে সুসজ্জিত ক'রে ;—
তোমার অন্তরস্থ সুপ্তকেশরী
হৃষীকেশে হর্ষান্বিত হ'য়ে উঠুক । ৬৮২৫ ।
২৩।৮।১৯৫৫, সকাল ৯-৩

যতক্ষণ তুমি
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট আত্মম্ভরি
গৌরবলিপ্সু অস্মিতা নিয়ে

বসবাস করতে থাকবে,
প্রিয় তোমার যেমনই হউন,
তুমি চাইবে—
নিজের প্রবৃত্তিকেই পরিপুষ্ট ক'রে
আত্মম্ভরিতার ইন্ধন জুগিয়ে
অহঙ্কারের অনুচর ক'রে
প্রিয়কে উপভোগ করতে ;
তোমার প্রিয় যিনি,
মঙ্গল-লিপ্সু যিনি,
তোমার আত্মবিনায়ন-তৎপর ব্যক্তিত্বের
জলুস দেখে
তর্পিত হওয়ার অভিলাষে
তিনি যতই অনুপ্রেরিত করুন তোমাকে,
তোমার ঐ দাম্ভিক গৌরবলিপ্সু অস্মিতা
ভেবে নেবে—
ঐ প্রিয় বা প্রেয় কৃতকৃতার্থ হওয়ার জন্য
তোমাকে উপদেশের ছলে
অনুনয় করছেন ;
তোমার বিকৃত ধারণা
তা'র ফলে ততই
তামস বিনায়নায়
আরো বিকৃতি লাভ ক'রে
দোষদৃষ্টিসম্পন্ন ক'রে তুলবে তোমাকে ;
ধারণার অবাস্তব সম্ভারকে
প্রত্যয়ের মৌতাত ক'রে নিয়ে চলবে তুমি—
প্রিয়ের অনুকূল চিন্তা ও চলনকে উপেক্ষা ক'রে ;
তাই, প্রেয়ের উপদেশ,
প্রেয়ের চাহিদা
তোমার কাছে যদি কেবল
বিদ্রূপযোগ্য ভিক্ষা ব'লেই পরিগণিত হয়,
তাহ'লে বরং তোমার

তাঁর সংস্রব হ'তে
দূরে থাকাই ভাল,
কারণ, দূরে না থাকলে তোমারও ক্ষতি,
তাঁরও ক্ষতি ;

আর, প্রকৃত-প্রস্তাবে
তিনি তোমার প্রেয়ই নন বাস্তবে,
তোমার প্রেয় সেইই
যে তোমার প্রবৃত্তির ইন্ধন জোগাতে পারে ;
অবশ্য এমনতর প্রেয় যদি
তুমি কাউকে পাও—
যা'র মুখে ঐ শ্রেয়-প্রেয়ের কথা শুনে
তোমার চমক ভেঙ্গে যেতে পারে,
তাহ'লে তোমার সৌভাগ্য অনেকখানি,
সেইই তোমার ব্যক্তিত্বের পুণ্যতীর্থ ;
তখন তুমি নিজেকে শুধরে দাঁড়াতে পার,
নইলে, বিকৃতিতে বসবাসই তোমার
অনিবার্য্য। ৬৮২৬।
২৩।৮।১৯৫৫, রাত ১১-১৫

শ্রদ্ধান্বিত শ্রেয়কেন্দ্রিক তৎপরতার সহিত
শ্রেয়ার্থ-অনুনয়নী তাৎপর্য্যে
সার্থক সঙ্গতি-সহ
যা'-কিছু করণীয়
সেগুলি ঐ শ্রেয়ার্থী শুভ-বিনায়নে
ত্বরিত দক্ষতায়
নিষ্পন্ন ক'রে চল,—
যে-চলনার ভিতর-দিয়ে
সার্থক সঙ্গতির অন্বয়ী অনুধায়নায়
সব যা'-কিছুর
ঐ অর্থান্বিত তাত্ত্বিক সমাবেশ
সংঘটিত হ'য়ে ওঠে,—

যে সমাবেশের ভিতর-দিয়ে
বিনায়ন-বিন্যাসে
একসূত্রসঙ্গত হ'য়ে
তোমার অধি-আত্মিকতার অধ্যয়না
বোধদৃষ্টিতে স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে—
একটা প্রত্যয়ীভূত বাস্তব বীক্ষণা নিয়ে,
আর, ঐ বোধি-অনুবেদনা
তোমার ব্যক্তিত্বকে রঙিল ক'রে
বিশেষ স্ফুরণায়
যা'-কিছুর সত্তায়
সমাহৃত হ'য়ে ওঠে ;
ঐ অমনতর দৃষ্টিই হ'চ্ছে
বাস্তব দর্শন
যা' বস্তুকে উপাদান ও উপকরণের
সুবিনায়িত তাৎপর্য্যে
বিশেষ বিন্যাস-বৈশিষ্ট্যে
অবলোকন ক'রে থাকে ;
আর, এই দর্শন, করণ ও চলনের
ভিতর-দিয়ে
ঐহিক জীবনে
তুমি যেমনতর হ'য়ে উঠছ,
তা'ই তোমার
পারত্রিক অভিব্যক্তি,
বা পরভাবের পরাৎপর অভিজিৎ চলন,
আর, পরমার্থেও উপনীত হ'য়ে উঠবে
তুমি অমনি ক'রে ;
তখন মাতৃক জগৎ
ও আধ্যাত্মিক জগতের
একত্ব-অভিনিবেশী অনুনয়নে
উন্নীত হ'য়ে
যথাযথ ব্রাহ্মী অনুবেদনার

সুসংহত বিন্যাস-ন্যস্ততায়
সন্ন্যাসের স্বাগত সামগীতিকায়
তোমার আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত
ভরপুর হ'য়ে উঠবে ;
তোমার পরিণতি হ'য়ে উঠবে
ব্রহ্মণ্যদেবে,
তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতিটি অনুচলন
ঋক্-ছন্দে গেয়ে উঠবে—
"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ,
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।" ৬৮২৭ ।
২৪।৮।১৯৫৫, বিকাল ৫টা

তোমার প্রিয়প্রীতি যেমনতর,—
তোমার কর্ত্তব্যের জেল্লাও তেমনতর,
ন্যায়-বোধনাও তেমনই,
দায়িত্ব ও নিষ্পাদনী প্রেরণাও তদ্রূপ। ৬৮২৮ ।
২৫।৮।১৯৫৫, সকাল ৯-২

যা'র প্রেয় ব'লে কিছু নেই,—
সাত্ত্বিক বোধনাও তা'র তমসাচ্ছন্ন,
আর, তা' সাধারণতঃ—
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্টই হ'য়ে থাকে,
সেইজন্য, অমনতর যা'রা—
তা'রা প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট ব্যক্তিত্বকেই
সত্তা ব'লে মনে করে,
তাদের ন্যায়-বোধনা
সংকীর্ণ ও পঙ্কিল হ'য়ে ওঠার কারণও ঐ। ৬৮২৯ ।
২৫।৮।১৯৫৫, সকাল ৯-৯

তোমার প্রিয়তর বা প্রিয়তম যিনি—
তিনি তোমার প্রেয় বা প্রেষ্ঠ,

আর, সদনুধ্যায়ী
মাঙ্গল্য-কর্ম্ম যা'
তা'ই হ'চ্ছে তোমার শ্রেয়-কর্ম্ম। ৬৮৩০।
২৫।৮।১৯৫৫, সকাল ৯-১১

যদি পেতে চাও,
নিজের জন্য কিছু চেও না,
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যায়
মানুষকে সুকেন্দ্রিক প্রেরণা-উদ্দীপ্ত
ক'রে তোল—
সাধ্যমত দিয়ে থুয়ে, ক'রে,
যোগ্যতায় উদ্বুদ্ধ ক'রে ;
যদি কেউ দেয়,
আর, দিয়ে সুখী হ'তে চায়,
আলিঙ্গন-অনুপ্রেরণায়
ধন্যবাদের সহিত তা' গ্রহণ ক'রো,
তোমার চাহিদা
স্বতঃ-স্ফুরণায় আপূরিত হ'য়ে উঠবে। ৬৮৩১।
২৫।৮।১৯৫৫, সকাল ৮-৪৫

ইষ্টার্থপূরণী আত্মনিয়মনার সহিত
তোমার আচার-আচরণ যতই
নিখুঁত ইষ্টার্থ-বিকীরণী হ'য়ে উঠবে,
ক্রমশঃ
ঐ অনুক্রিয়-চলন-চাতুর্য্য-বিনায়িত
উদ্দীপনী অনুপ্রেরণার আওতায়
যা'রাই আসবে—
শ্রদ্ধোচ্ছল উদ্যম নিয়ে,
তা'দেরও আচার-আচরণ
অমনতর হ'য়ে উঠতে থাকবে—
তা' ধীর পদক্ষেপেই হো'ক,

আর, ত্বরিতগতি নিয়েই হো'ক—
বৈশিষ্ট্য-মাফিক ;
আর, তাদের ঐ অনুচলন
তোমার ব্যক্তিত্বকে অভ্যর্থনা ক'রে
নন্দিত হ'তে থাকবে,
অমনতর অন্তঃকরণ-স্পর্শে
তুমিও সার্থক হ'য়ে উঠবে,
আর, তোমাকে নিয়ে
তা'রাও তৃপ্ত হ'য়ে উঠবে—
পাবন-প্রসাদের উচ্ছল স্ফুরণা নিয়ে। ৬৮৩২।
২৫।৮।১৯৫৫, রাত ৭-৫০

দোষ-দর্শন-প্রবণতা
যা'দের পেয়ে বসেছে,
বাস্তব-ভিত্তিহীন প্রত্যয়ে
দুষ্ট যা'-কিছুতেই আস্থাপ্রবণ যা'রা,—
তা'রা অজ্ঞ-অনুনয়নে
আত্মহত্যার দিকেই এগিয়ে চলেছে—
বিষাক্ত উন্মাদনায়। ৬৮৩৩।
২৬।৮।১৯৫৫, সকাল ১০-২৫

বিনা অপরাধে
বা ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপে
অস্বাভাবিক বা অলীক-ভাবে
যেমন যেমন দোষারোপ ক'রে
যা'কে যা' বলবে বা করবে,—
তুমি অন্যের কাছ থেকে
সেইগুলিরই বাস্তব অভিব্যক্তিকে
আবাহন করতে থাকবে,
তোমার ঐ দোষারোপ
প্রতিক্রিয়ায়

অন্যকে তোমার প্রতি তজ্জাতীয় ব্যবহারে
অনুপ্রেরিত ক'রে তুলবে ;
তাই, যা' বল বা যা' কর
নজর রেখে ক'রো—
তুমি তোমার প্রতি যেমনতর চাও,
তোমার বাক্য ও ব্যবহার
তা'কেই যেন আমন্ত্রণ করে। ৬৮৩৪।
২৭।৮।১৯৫৫, সকাল ৮-৭

মেয়েদের অবৈধ ব্যভিচারদুষ্ট
বিকৃত জনন-নীতির অনুচর্য্যায়
যে-মাতৃত্বের আবির্ভাব হয়,
তা' কিন্তু কোন দিক দিয়েই
পূজ্য নয়কো,
বরং তা' অভিশপ্ত ;
'কুপুত্র যদ্যপি হয়
কুমাতা তো কভু নয়'—
এই সাধুবাদ সেখানে
লাঞ্ছিত ও বিপর্য্যস্তই হ'য়ে থাকে। ৬৮৩৫।
২৭।৮।১৯৫৫, সকাল ৭টা

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ তৎপরতায়
উপচয়ী অনুক্রিয় হ'য়ে
ইষ্টার্থী অনুনয়নে
ব্যক্তিত্বকে ইষ্টীতপা ক'রে তোল,
আর, যা'-কিছু ক'রে চল –
ঐ অন্বিতশ্রদ্ধ অনুবেদনায়,
তাঁরই পালন, পোষণ ও আপূরণী
অনুক্রিয় আগ্রহ নিয়ে ;
ঐ আগ্রহ-উন্মাদনী
চারিত্রিক দ্যুতির সহিত

লোকসেবাতৎপর হ'য়ে ওঠ,
ধারণ-পালনী সম্বেগ নিয়ে
সুকেন্দ্রিক ক'রে তোল তাদের,
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত ক'রে তোল,
সাত্ত্বিক ধারণ-পালনী দক্ষতায়
উদ্দীপ্ত ক'রে
তাদের অন্তর
ঈশিত্বের উদ্বোধনায়
প্রবুদ্ধ ক'রে তোল ;
ঐ উন্মাদনা
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর চারিয়ে গিয়ে
তা'রাও যেন অমনতর হ'য়ে ওঠে—
সত্তাপোষণী সমাবেশে
ঐ ধারণ-পালনী সম্বেগকে
বিনায়িত ক'রে,
পারস্পরিক পরিচর্য্যায়
উজ্জীবিত হ'য়ে ;
ঐশ্বর্য্য আবেগ-উপঢৌকনে
তোমাকে অভিবাদন করবে,
আর, ঐ অভিবাদন-অবতরণিকা
লোক-অন্তরকেও
পরিপ্লাবিত ক'রে চলবে ;
ঐ অমনতর ধরা,
করা
ব্যক্তিত্বকে হওয়ায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে
প্রাপ্তির পূত হস্তে
তোমাকে সিদ্ধকাম ক'রে তুলবে ;
কৃতার্থতা
ভৈরব-হুঙ্কারে
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে
কৃতি-সোহাগে

তোমাকে জয়মাল্য-বিভূষিত ক'রে তুলবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব
দেব-নন্দনায় দ্যুতিমুখর হ'য়ে উঠবে—
সব সার্থকতার
সার্থক সঙ্গীতির
হোম-আহুতির
নির্ম্মাল্য নিয়ে। ৬৮৩৬।
২৭।৮।১৯৫৫, সকাল ৯-২১

তুমি তোমাকে যেখানে
অপমানিত ব'লে মনে করছ,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তোমার ব্যক্তিত্বের তেমনতর
ওজন নাইকো,
আর, ওজন নেই ব'লে
অন্যের অহঙ্কার
তুমি সয়ে নিতে পার না,
বয়ে নিতেও পার না ;
ঐ অবমাননার প্রতিক্রিয়ায়
যখন তা'কে অবমানিত ক'রে তুলছ,
তা' কিন্তু তোমার দৈন্যেরই
হাহাকার মাত্র ;
তুমি অমানীকেও
মান দিতে থাক—
ইষ্টানুগ কর্ম্মনিরতি নিয়ে উদ্দীপ্ত থেকে,
তাঁর প্রতিকূল যা'-কিছুর
নিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা বর্জ্জনে তৎপর হ'য়ে,
বীর্য্যবান শৌর্য্য-সমন্বিত
সাধু নিষ্পন্নতায়,—
তোমার মর্য্যাদা
ব্যক্তিত্বকে রঞ্জিত ক'রে

তোমার জীবনদাঁড়ায় সার্থক হ'য়ে উঠবে,
অপমান তোমাকে
অবদলিত করতে পারবে না ;
বিহিত বোধনায়,
সমীচীন তৎপরতায়
হৃদ্য উল্লোল বীক্ষণায়
যেখানে যা' সমীচীন তা'ই ক'রো,
তা'তে তুমিও
কৃতকৃতার্থ হ'য়ে উঠবে। ৬৮৩৭।
২৭।৮।১৯৫৫, সকাল ৯-৪৪

প্রীতি যা'র শীর্ণ, ক্ষণস্রোতা,
প্রিয়-শোষণাই যা'র স্বার্থ,
প্রিয়-আনুকূল্য
ও প্রতিকূল পরিবর্জ্জনা
যা'র নিথর,—
অন্তর তা'র দৈন্যভরা,
স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ হাহাকার
তা'র অন্তরের শূন্যতাকে
নিরোধ করতে পারে না ;
তাই, তা' অনুচর্য্যা-বিহীন হ'য়েও
মান, অভিমান ও আত্মমর্য্যাদার দাবীতেই
প্রতিফলিত হ'য়ে ওঠে ;
আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠাই
সেই জীবনের বাঞ্ছিত গতি। ৬৮৩৮।
২৭।৮।১৯৫৫, রাত ৮-৮

জীবনের প্রকৃতিই হ'চ্ছে
বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা যা' হ'তে
বা যে তা'কে বিপন্ন করে—

তা'র আভাস পেলে
বা সাড়া পেলে
সে সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে
ও ক্ষোভক্ষুব্ধ পরাক্রম নিয়ে
তা'কে নিরোধ ও ব্যাহত করতে চায়—
অকল্যাণের বা বিপন্নতার হাত হ'তে
রেহাই পেতে ;
—এতে সে অনেকখানি
বিচলিত হ'য়ে পড়ে ;
কিন্তু ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
তোমার যা'-কিছুকে
সার্থক-বিন্যাস-বিনায়িত ক'রে
যদি সক্রিয় ইষ্টার্থ-অনুক্রিয় হ'য়ে ওঠ—
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে,—
ভীতি ও ক্ষুব্ধতা সত্ত্বেও
সাম্য চলনের অধিকারী হ'য়ে উঠবে
অনেকখানি। ৬৮৩৯।
২৭।৮।১৯৫৫, রাত ৮-৫২

হিতী কথা ও হিতী ব্যবহারই
সত্য আচরণ,
যা'তে অহিত হয়,
এমনতর কথা বা ব্যবহার—
সহজভাবে তাইই কিন্তু মিথ্যা। ৬৮৪০।
২৮।৮।১৯৫৫, সকাল ৮টা

যে বা যা'রা
তোমাতে প্রীতি-প্রত্যয়ী,
বাস্তবভাবে হিতাকাঙ্ক্ষী,
তোমার আপদে-বিপদে,
বিধ্বস্তির শঙ্কিত শঙ্কায়,

নিন্দায়, মর্ম্মবেদনায়
তা'রা স্বতঃ-প্রণোদনা নিয়ে
তোমার কাছে আসবেই,
আগলে ধরবেই,
প্রবুদ্ধ-পরিচর্য্যায়
তোমার বেদনা-নিরাকরণে
উদ্‌গ্রীব যত্ন নিয়ে
অনুচর্য্যা-নিরত থাকবেই কি থাকবে—
আনুকূল্যে সক্রিয় অনুরাগপ্রবণ হ'য়ে ;
প্রতিকূল যা'-কিছুকে
নিরাকরণ ক'রে,
নিরোধ ক'রে,
বা প্রতিবাদ ক'রে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
তেমনতরভাবে,
নির্ভীক, নির্দ্বন্দ্ব অনুচর্য্যা-অভিসারে,
বিহিত বিনায়নী তৎপরতায় ;
আর, যেখানে দেখবে
কেউ তথাকথিতভাবে
তোমার প্রতি
প্রীতি-প্রত্যয়ী বান্ধবতার মুখোস প'রে
নিজেকে পরিচালিত করছে—
পোষণ-পরিচর্য্যায় সুসন্ধিৎসু অন্তরাসী না হ'য়ে,
কিন্তু যেখানেই স্বার্থ-সংঘাত হ'চ্ছে
বা এতটুকু ভয়ের ব্যাপার দেখা দিচ্ছে,
সেখানেই ঘাবড়ে গিয়ে
'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'
এই নীতির অনুসরণ ক'রে
পেছটান দিচ্ছে,—
ঠিক বুঝো—
সে তোমার শোষক ছাড়া

আর কিছুই নয়,
বান্ধব তো নয়ই কোনক্রমে,
হিতাকাঙ্ক্ষীও নয়,
সে তোমার রক্ত-জল-করা
অর্জ্জনার অনুচর্য্যায়
আত্মস্বার্থপুষ্টি ক'রে
নিজেকে পালন করবার প্ররোচনায়
তোমাতে লুব্ধ,
তোমাতে অনুরাগ নেই তা'র,
উপভোগ করবার রুচি আছে,
তোমাকে ভাঙ্গিয়ে
স্বার্থলোলুপ নীতিজ্ঞ অনুচলনের দোহাই দিয়ে
সে তোমাকে অধঃপাতে দিতেও
কোন দ্বিধা করে কিনা সন্দেহ ;
অমনতর দেখলেই সাবধান হ'য়ো,
আস্থা ক'রো না তা'দের কিছুতেই,
বরং আশ্বাস-অনুচর্য্যায়
তাদিগকে যতটা তর্পিত রাখতে পার,
তাইই ভাল । ৬৮৪১ ।
২৮।৮।১৯৫৫, সকাল ৯-৩০

ত্যাগ ভাল,
কিন্তু বিকৃত ত্যাগ ভাল নয়—
যা'তে সত্তা ব্যাহত হ'তে পারে । ৬৮৪২ ।
২৮।৮।১৯৫৫, বিকাল ৫-৩০

ভর-দুনিয়াটা
চাল-চলন নিয়ে চলন্ত,
এই চাল-চলনই হ'চ্ছে চরিত্র,
আর, তা' যেখানে
যেমনতর কেন্দ্রায়িত সুনিষ্ঠ,

শ্রদ্ধোষিত,
সমীচীন,
সুক্রিয়, সত্তাপোষণী,—
সেখানে তা' তেমনতরভাবে সংহত। ৬৮৪৩।
২৮।৮।১৯৫৫, রাত ৮-৩

পুরুষ ও নারী
যখন মদগর্ব্বী আত্মম্ভরিতায় দাঁড়িয়ে
সমান হ'তে চায়—
পরস্পর পরস্পরের বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
পোষণ-পূরণ-রাগদীপনী আলিঙ্গনকে
উপেক্ষা ক'রে,
তা'দের প্রীতিকন্দরে
আত্মম্ভরিতার প্রেতপ্রেরণা
জীবনকে পদাঘাত ক'রে
তা'দিগকে দুর্ম্মদ অভিসারের
যাত্রীই ক'রে তোলে—
একটা বিকৃত ব্যালোল বিচ্ছিন্ন
প্রবৃত্তি-স্বার্থ-সন্ধুক্ষিত ভোগলিপ্সু আধিপত্যের
অকৃতজ্ঞ অনুবেদনাকে পুষ্ট ক'রে ;
কা'রও অন্তঃকরণ কাউকে নিয়ে
ভরপুর হ'য়ে ওঠে না,
থাকে একটা ভীতিত্রস্ত সমীহার
বিকট বিকৃত কূটকটাক্ষ ;
প্রীতির পবিত্র বন্ধন
আশ্রয় পায় সেখানে কমই,
থাকে
সত্বের দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে
ব্যবসায়াত্মিকা, বিহ্বল প্ররোচনার
প্রেতদীপ্ত ;
অন্তঃকরণে প্রীতির আলোকছবি

প্রিয়ের মর্ম্মকে উদ্ভাসিত ক'রে
যতই নিতে পারে না,
প্রেম তিরস্কৃত হ'য়ে
ততই ক্রমপদক্ষেপে
দূর হ'তে দূরে
স'রেই যেতে থাকে ;
আর, তৃপ্তির আনন্দ-নির্য্যাস
যা' অন্তঃস্রাবী জীবনীয় গ্রন্থিগুলিকে
উচ্ছল ক'রে
মানুষকে অমৃত-স্রাবণ-সন্দীপ্ত ক'রে তোলে,
তা' ব্যাহত হওয়ায়
তা'দের চিত্তের স্বাস্থ্য,
দেহের স্বাস্থ্য
তৃপ্তির অনুবেদনী অনুসরণ হ'তে
ক্রমশঃ বঞ্চিত হ'য়েই চলতে থাকে,
আর, তা' উভয়ের জীবনকেই
লাঞ্ছনার লোলমর্দ্দনে মথিত ক'রে
জীবনস্রোতকে
ক্ষীণস্রোতা ক'রেই তুলতে থাকে ;
আর, এইগুলি মিলে
তা'দের থেকে যা'রা আবির্ভূত হয়,
তা'রা একটা বিকৃতির
ক্লিন্ন কর্কশ অনুকম্পাহারা জীবনই
লাভ ক'রে থাকে ;
যা'দের ভিতর থাকে না
পারিবারিক অনুকম্পা,
থাকে না সামাজিক তপোদীপনা,
থাকে না পরিবেশ-পোষণী পরিস্রবা
পুণ্য-প্রদীপ্ত চারিত্রিক বিকীরণা—
যা' প্রতিটি অন্তঃকরণকে
প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে—

যোগ্যতার যুত দীপনায়,
অমৃতের শুভ অভিসারে
তৃষ্ণাতুর ক'রে ;
এই প্রেতদীপ্ত অপ্রাকৃত
সাম্য ভাব বা সমান ভাব
ব্যক্তি, পরিবার, পরিবেশ ও সমাজকে
কর্কশ চর্ব্বণে চর্ব্বিত ক'রে
কৃত্রিমতার কলুষকুহেলীতে
সবাইকে
ছন্নছাড়া দিশেহারার মত
আকৃষ্ট ক'রে তোলে,
কারণ, তখন কেউ কারও দ্বারা
আপূরিত হয় না,
সমান সমানকে প্রতিহতই ক'রে চলে ;
আর, এর ফলে
আদর্শ যায়,
আভিজাত্য যায়,
ঐতিহ্য যায়,
কৃষ্টি যায়,
রাষ্ট্র যায়,
আর, সবাই নিপাত-নিগড়ে নিবন্ধ হ'য়ে
সর্ব্বনাশেই আত্মাহুতি দিয়ে থাকে ;
তাই, প্রকৃতি তোমাকে
যে-বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে
সৃষ্টি করেছেন,
সেই পথে চলাই তোমার ভাল—
শ্রেয়-কেন্দ্রিক সত্ত্ব-বিনায়নায় ;
বৈশিষ্ট্যমাফিক এমনতর সমঞ্জসা চলনই
সাম্য চলন,
সাম্য চলন মানে সমান চলন নয়,
এক ওজনের চলন নয়,

তাই, প্রিয়ের তৃপ্তির উপঢৌকন যা',
যা' দিয়ে তিনি খুশী হন,
তা' নাও—
উৎফুল্ল অন্তরে,
পাওয়ার দাবী না ক'রে ;
আবার, যা' দিয়ে তুমি উৎফুল্ল হও,
হৃদয়ের অর্ঘ্য-অনুবেদনা নিয়ে
তা' দাও—
প্রত্যাশালোলুপ না হ'য়ে,
কৃতার্থতার আত্মপ্রসাদে,
ঐই হ'চ্ছে অমৃত পন্থা ;
আর, প্রেষ্ঠানুগ
ধারণ-পালন-অনুধ্যায়িনী তৎপরতায়
এই দেওয়া-নেওয়ার আলিঙ্গন-উদ্দীপ্ত
সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন যে অন্বিত চলন,
তাইই ঈশিত্বের অর্ঘ্য,
আর, পরমার্থ সেখানেই। ৬৮৪৪।
২৮।৮।১৯৫৫, রাত ১০-৩০

তোমার জীবনে শ্রেয় যিনি,
প্রেয় যিনি,
তাঁ'র সত্তাপোষণী অনুচর্য্যাই
তোমার প্রথম, প্রধান ও মুখ্য কর্ম্ম,
আর, গৌণ তা'ই
যা' ঐ মুখ্য কর্ম্মকে
সুবিধা ও সাশ্রয়ে
সুনিষ্পন্ন করতে সাহায্য করে—
উপচয়ে সম্বৃদ্ধ ক'রে,
তা'র অন্তরায়গুলিকে নিরসন ক'রে। ৬৮৪৫।
২৯।৮।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-২০

শ্রদ্ধাবান, সুতৎপর, সংযতেন্দ্রিয় হও,
জ্ঞান-লাভের পন্থাই ঐ,—
গীতায় শ্রীভগবান এমনতরই বলেছেন। ৬৮৪৬।
৩০।৮।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৫-১০

প্রকৃতিস্থ যদি হ'তে চাও,
প্রকৃত সুনিষ্ঠ শ্রেয়শ্রদ্ধ হ'য়ে
নিজেকে ভরপুর ক'রে তোল—
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে
তাঁ'রই অনুকূল সেবা-নিযোজনায়
নিযোজিত ক'রে,
মনোজ্ঞ হবার সৎসন্দীপী আগ্রহ নিয়ে ;
—তোমার প্রবৃত্তি বিনায়িত হ'য়ে উঠবে
অনুজ্ঞাপালী সার্থক সংগতি নিয়ে ;
—আর, এই হ'চ্ছে
বিকার-বিনায়নী পরম ভেষজ। ৬৮৪৭।
৩০।৮।১৯৫৫, বিকাল ৫-৩০

যদি অভিমানের মাথা কেটে
তা'র উপর দাঁড়াতে পার,
তবে এস,—
পারগতায় প্রচুর হ'য়ে উঠবে ;
মহাত্মা কবীরও এমনতরই বলেছেন। ৬৮৪৮।
৩০।৮।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-২৫

প্রতিটি মানবের কল্যাণই যদি চাও,
তা'দের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিই যদি চাও,
তা' চাইতে হ'লে ভেবে নাও—
তোমার কী করতে হবে ;
এই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পিছনে আছে—
সুসংস্কৃত জৈবী-সংস্থিতি,

যা' সুবিনায়নী স্বাভাবিক
স্বতঃ-সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
সর্ব্বসঙ্গতভাবেই উদ্‌গত হ'য়ে ওঠে ;
তাদের স্বাভাবিক প্রবণতাই
এমনতর স্ফুরণ-প্রবণ হ'য়ে ওঠে,
যা'র ফলে, তা'রা চৌকস জীবনের
বা ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'তে
স্বতঃ-সন্দীপনায়ই
উন্মুখ হ'য়ে উঠতে থাকে ;
এমনতর জাতকই
শিক্ষাদীক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র ;
তারপরই সুসংস্কৃত জৈবী-সংস্থিতি
পেতে হ'লেই চাই—
সুবিজ্ঞ যৌন-বিদ্যা
ও জনন-বিদ্যা-বিশারদের
উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ,
আর, সুজননের সম্যক নিয়ন্ত্রণে
প্রতিটি মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করা,
যা'র ফলে, ঐ অমনতর
সুসংস্কৃত জৈবী-সংস্থিতির
আবির্ভাব হ'তে পারে ;
আর, শুধু তাই নয়—
চাই সুযোটক নির্ণয়,
যা'দের কুলাচার বিহিতভাবে নিয়ন্ত্রিত,
এমনতর ছেলের
ঐ কুলাচারের অনুগতিসম্পন্ন
এমনতর বংশের কন্যাকে
সমীচীনভাবে নির্ব্বাচন ক'রে
বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন করা ;
আবার, এই ধারাকে
অব্যাহত রাখতে হ'লে চাই—

পরিবার, পরিবেশ ও সমাজের
অমনতর উন্মাদনী আবেগ,
যা'তে প্রত্যেকেই প্রযত্নপর হ'য়ে ওঠে
ঐ সুজাতকের আবির্ভূতির হোমপরিচর্য্যায়,
আরো চাই—
উৎসারিত অনুনয়নী তৎপরতায়
নিজেদের অমনতরভাবে
অনুনীত করবার
উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষা ও অনুচলন
এবং প্রত্যেকের জন্য
উপযুক্ত শিক্ষা, দীক্ষা
ও জীবিকা-প্রবর্ত্তন ;
এমনি ক'রেই সুসংস্কৃত জাতকের
আবির্ভাব আমদানী করতে হবে,
নতুবা, অবৈধ ব্যবস্থাপনায়
বিকৃত অবৈধ উৎসারণারই
সৃষ্টি হ'য়ে থাকে ;
ঐ সুসংস্কৃত বিবাহই হ'চ্ছে
সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন সুজাতকের
আবির্ভূতির উপযুক্ত ক্ষেত্র ;
নয়তো, তুমি লাখ লম্ফ-ঝম্প কর,
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যী অনুচলন
কখনই সুজাতকের সৃষ্টি করতে
পারে না,
ব্যভিচার-দুষ্টিরই
আমদানী ক'রে থাকে ;
আর, এমনতর করতে হ'লে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন—
ব্যক্তি, পরিবার, পরিবেশ,
সমাজ ও রাষ্ট্রকেও
তেমনি অনুনয়নে

অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে হবে,
নয়তো, যা'ই কর,
যেমনই চল,
তা' সুশৃঙ্খলই হো'ক
আর বিশৃঙ্খলই হো'ক,
যদি বিধি-বিনায়িত না হয়,—
সে-চলনগুলি
পৈশাচিক নর্ত্তন ছাড়া
আর কিছুই নয় ;
একে অবজ্ঞা ক'রে
জাতীয় উন্নতির
যতই কেরামতি কর না কেন,
সব কেরামতি
বিকৃতিরই ইন্ধন হ'য়ে উঠবে,
থাকবে না আভিজাত্যের অনুবেদনা,
থাকবে না ঐতিহ্যের সুবিনায়িত
অনুবেদনী শ্রদ্ধান্বিত স্বাগতম্-সম্বেগ,
থাকবে না শ্রদ্ধাবিস্ফারিত হৃদয়ে
পরস্পর পরস্পরের
কৃষ্টি-বিশারদ
সুদক্ষ স্বস্তি-আলিঙ্গন,
থাকবে না আদর্শপ্রাণ
কৃষ্টিতপা যোগ্যতার
যুত অনুশীলন ;
তখন ব্যক্তিই বল,
পরিবারই বল,
পরিবেশ, সমাজ আর রাষ্ট্রই বল,
কেউই আর
সুসঙ্গতির প্রাণস্পর্শী
স্বতঃ-অনুনয়নী আবেগময়ী
সুতপা অনুচলনে

সর্ব্বার্থকে সার্থক ক'রে
অন্বিত সঙ্গতির সহিত
উদ্‌গতি লাভ করতে পারবে না,
থাকবে একটা মরীচিকার লোলজিহ্ব
ভ্রান্ত প্রলোভনে
প্রবৃত্তির পেছনে ছুটবার
ভোগলিপ্সু অনুচলন ;
তাই, যদি উন্নতি চাও—
বাস্তবিক বিধায়নায় বিধায়িত
সুপ্রতিষ্ঠ আদর্শপ্রাণ
আত্মনিয়মনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-অনুবেদনার
নৈবেদ্য ক'রে
প্রতিটি ব্যক্তির অনুচলনকে
সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল,
যত তুলতে পারবে,—
হবে ততই,
পাবেও অঢেল ;
দেবপ্রভ যাঁরা—
তাঁরাই স্বর্গের দূত,
আর, তাঁরাই ভর-দুনিয়ার
পাবক পুরুষ,
উদ্‌গাতার উদাত্ত আহ্বান
তাঁদেরই অন্তঃকরণে
জনন-তাৎপর্য্যে
ঝঙ্কারের ঝাঁকে-ঝাঁকে
সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দে বেজে ওঠে,
আর, সেই অনুপ্রেরণা
সবিতার দ্যুতিচ্ছটায়
সব অন্তরকে
অনুপ্রেরিত ক'রে

এমনতর রণনের সৃষ্টি করে,
যে সৃষ্টি
শ্রদ্ধার সুদক্ষ আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
দেব-আবির্ভাবই
ঘোষণা ক'রে চলতে থাকে—
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির সুসংগত তাৎপর্য্যে
আত্মবিনায়িত ক'রে। ৬৮৪৯।
৩১।৮।১৯৫৫, বিকাল ৪-৫০

প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট অহং
দাম্ভিক আত্মম্ভরিতা নিয়ে
যখন যে-ব্যাপারেই
ব্যাহত হো'ক না কেন—
শ্রেয়শ্রদ্ধ তৎপরতাকে থেঁতলে দিয়ে,—
শ্রদ্ধোচ্ছল অনুচলন
তখনই ব্যাহত হ'য়ে
রুদ্ধ বেদনায় অবসন্ন হ'তে থাকে ;
আর, শাতন-দৃপ্ত প্রবৃত্তিগুলি
বিচ্ছিন্ন বহ্নি সৃষ্টি ক'রে
কক্ষচ্যুত গ্রহের মত কেন্দ্রচ্যুত হ'য়ে
মানুষের ব্যক্তিত্বকে
জাহান্নমেই সমাধিস্থ করতে থাকে। ৬৮৫০।
৩১।৮।১৯৫৫, রাত ৯-৫

পরম প্রেমময়
শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

জীবন চায় থাকতে,
বেঁচে-বেড়ে থাকার চলনে চলতে,
এই থাকার স্মৃতি বহন ক'রে
চেতন-সম্বেদনায়
তা'র ব্যক্তিত্বকে
স্মৃতি-চেতনায় অভিষিক্ত ক'রে,
বিগতের অনুবেদনায়
বর্ত্তমানকে বিনায়িত ক'রে,
ভবিষ্যৎকে ঐ স্মৃতি-চিৎ-এর
অনুশায়ী ক'রে
নিজেকে অমোঘ চলায়
পরিচালিত করতে চায়—
বাঁচায়, বাড়ায় নিজেকে
উদ্ভিন্ন করতে-করতে ;
সে থামতে চায় না,
আরো আরোর পথেই চলতে চায়—
অনন্তস্পর্শী হ'য়ে,
শাতনকে এড়িয়ে
অতিক্রম ক'রে,
অবদলিত ক'রে ;
তা'র সাত্ত্বিক অনুরণনে
যে ধারণ-পালনী সম্বেগ বিদ্যমান,
যা' ঈশ্বরের আশিস-দ্যুতি নিয়ে
প্রতিটি জীবনে উদ্ভাসিত হ'য়ে চলেছে—
পোষণ-প্রদীপ্তিতে পরিপুষ্ট হ'য়ে,—
তা'র ব্যক্তিত্ব
পরিবার, পরিজন, পরিবেশ

ও পরিস্থিতির যা'-কিছুকে
তা'তেই সংহত ক'রে তুলে নিয়ে
পারস্পরিকতার সহিত
পারস্পরিক অধিগমনের ভিতর-দিয়ে
ঐ ধারণ-পালনী সম্বেগকে
সুসংস্থিত রেখে,
নিজেকে ও প্রতিপ্রত্যেককে
ব্যাপ্তির বিনায়নী তৎপরতায়
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
উদ্‌গতির পরম আহুতিতে
সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে
উৎসর্গ ক'রে চলতে চায়—
প্রতিটি পদক্ষেপে
নিষ্পন্নতার নৈবেদ্য সাজিয়ে
সেই ঈশ্বরে
উৎসর্গীকৃত ক'রে তুলতে,
আর, পেতে চায়
সার্থকতার পরম প্রসাদ ;
ঐ প্রসাদই তা'র জীবনচলনার
সাত্ত্বিক পোষণা ;
দুনিয়ায় এমনতর কেউ নেই
যে নাকি এই চাওয়াকে
বিমর্দ্দিত ক'রে চলতে চায় ;
আর, এই থাকার চলনার
যে বিধি-বিনায়িত পন্থা—
যা' সত্তাকে ধ'রে রাখে,—
তা'ই ধর্ম্ম,
আর, তা'র অনুশীলন ক'রে চলাই হ'চ্ছে
কৃষ্টি ;
এখানে কোথাও বিভেদ নাই,
আছে বৈশিষ্ট্যানুগ তৎপর চলন,

আছে বৈশিষ্ট্যানুগ সাত্ত্বিক কর্ম্ম-তৎপরতা,
যা'র ভিতর-দিয়ে
তা'র মস্তিষ্কে উদয় হয়,
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
ঐ বোধনা,
যে-বোধনা ঐ ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
আরো আরোর পথে
গতিমান ক'রে তোলে ;
তাই মনে রেখো—
তোমার ধর্ম্ম সবারই ধর্ম্ম,
তোমার সদাচার
বৈশিষ্ট্যমাফিক যা'র যেমনতর খাটে—
তারই সদাচার,
তোমার ঈশ্বর সবারই ঈশ্বর,
তিনি বিশেষ হ'য়েও নির্ব্বিশেষ,
সমস্ত বিশেষত্ব
তাঁতেই সার্থক হ'য়ে থাকে,
আর, সেইই তাঁর বৈশিষ্ট্য,
তাই, তাঁর প্রেরিত যাঁরা,
তাঁ'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ—
একবার্ত্তাবাহী—
দেশকালপাত্রানুগ প্রয়োজন-অনুপাতিক ;—
তাই সব প্রেরিতই এক
এবং কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নন,
চিরদিনই সত্তা-সম্পোষণ-তৎপর ;
আর, এই ঐশীতপা অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
চারিত্র্যিক হওয়ার ভিতর-দিয়ে
যা' তুমি পাও,
তা'ই তোমার ঐশ্বর্য্য ;
আর, ঐ ঐশ্বর্য্য মানে—
তোমার ব্যক্তিত্বের থালায়

চরিত্রের পুষ্পের
সুবিনায়িত দ্যুতিদ্যোতনা সৃষ্টি ক'রে
পারস্পরিক প্রীতি-আলিঙ্গনে
ঐ তাঁ'রই দিকে চলা,

ঐ তেমনতরই বলা—
"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং
সংবো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবা ভাগং যথাপূর্ব্বে
সংজাননা উপাসতে ॥"
ঐ সার্থক সঙ্গতিশীল মননে
একায়নী তৎপরতায়
বৈধী বিনায়নে
বিধানকে বিনায়িত ক'রে
তাঁতে লক্ষ্য রেখে
অনন্তের পথে
অমৃত-চলনে
চলতে থাক ;
এই চলন অন্বিত সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সপরিবেশ তোমাদের প্রত্যেককে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলুক ;
আশিস-উচ্ছল অনুনয়নে
আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে
অমৃতের অধিকারী হও তোমরা,
স্বস্তির অধিকারী হও,
শান্তির অধিকারী হও,
অযুত আয়ুর অধিকারী হ'য়ে
অনন্তের পথে চলতে থাক ;—
আর, উৎসারিত হৃদয়-অনুবেদনা নিয়ে
বলতে থাক—
"হে এক !
হে মহান !

হে পরমপুরুষ পরমেশ্বর !
তোমার জয়-জয়-কার হো'ক। ৬৮৫১।
১।৯।১৯৫৫, সকাল ১০-৩০

মানুষ কেমন—
তা' তুমি এঁচে নিতে পার,
সাধারণতঃ তা'র সঙ্গ দেখে,
যা'র অন্তঃকরণ যেমনতর—
সে তেমনতর সঙ্গ নিয়েই থাকে ;
সাধারণতঃ এই কথা সত্য হ'লেও
কে কী উদ্দেশ্যে কোন্ সঙ্গে থাকে,
এবং কথায়-কাজে
চলন-চরিত্রে
তা'র সঙ্গতি কেমনতর,—
তা' দেখেই বোঝা যায়—
মানুষ আসলে সে কেমনতর। ৬৮৫২।
১।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-৩

অর্থই হো'ক
আর বিত্তই হো'ক,
তা' অর্জ্জন করতে হয়—
অনুচর্য্যার মাধ্যমে
অন্য হ'তে—
যোগ্যতার সাত্ত্বিক অনুপোষণী
কৃতী সম্পন্নতায়
মানুষকে কৃতার্থ ক'রে ;
তা' যে যেমন পারে,
অর্থ ও বিত্ত বা যা'-কিছু হো'ক,
সে তেমনতরই উপায়
বা সংগ্রহ ক'রে থাকে ;

তুমি নিজের সত্তাকে সুবিনায়িত ক'রে
ইষ্টার্থ-অনুরঞ্জনায়
লোক-পোষণাকে উচ্ছল ক'রে তোল—
নিজেকে মিতি-নিয়মনায়
নিয়ন্ত্রিত ক'রে ;
তুমিও
অর্থ, বিত্ত ও মর্য্যাদার
অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারবে। ৬৮৫৩।
২৮।৮।১৯৫৫, রাত ৯-৩

কোথায় কী বলবে
আর কী বলবে না,
কী করবে
আর কীই বা করবে না,
তা' নির্দ্ধারিত করতে গেলে পরেই
ভেবে দেখ—
কেমন ক'রে কী বললে
তোমার অভীষ্ট যদি কিছু থেকে থাকে,
তা' সুসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;
আবার তা'ই ক'রো—
তোমার ব্যবহারে,
চালচলনে,
অনুশীলন-অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে,—
যা' করলে,
তোমার অভীষ্ট যা'
তা'কে নিষ্পন্নতায় মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার ;
কিন্তু নজর যেন থাকে—
যা' বলছ বা করছ,
তা'র সাথে তোমার
পরবর্ত্তী বলা ও করার যেন
একটা সার্থক সঙ্গতি থাকে,

আবার, তা' যেন তোমার ইষ্টার্থকে
আপোষণায়, আপূরণ-তৎপরতায়
উপচয়ী ক'রে তোলে ;
কিন্তু তা' ব'লো না
বা তা' ক'রো না—
যা' নাকি ঐ অভীষ্ট-আপূরণার
অন্তরায় হ'য়ে ওঠে,
পরবর্ত্তী বলা ও করার সাথে
সঙ্গতিহারা হ'য়ে ওঠে ;
তোমার সব বলা,
সব করা
অভীষ্ট-পূরণার সঙ্গে সঙ্গে
যদি তোমার ইষ্টার্থকে
পোষণ-পূরণায় প্রদীপ্ত ক'রে তোলে—
তা'ই কিন্তু উত্তম,
আবার, তোমার অভীষ্ট
সব সময় ইষ্টার্থকে
অভিদীপ্ত ক'রে রাখে যতই,—
ততই ভাল। ৬৮৫৪।
১।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৩৭

বৃদ্ধোপসেবনাকে
কিছুতেই ত্যাগ ক'রো না,
এমন-কি, তোমার চাইতে
যে কিছু বড়,
তাকেও তোমার শ্রদ্ধানুচর্য্যী অঞ্জলি-দানে
বিরত হয়ো না—
যথাযথভাবে,
বৃদ্ধ যে যেমনই হউন না কেন,
উপসেবনার ভিতর-দিয়ে

তাঁর কৃতিচলনের বহুদর্শিতাকে
তুমি যদি অর্জ্জন করতে পার,
আর, ঐ অর্জ্জনাকে
শুভপ্রসূ বিনায়নায়
ব্যবস্থ করতে পার,
বহু পরিশ্রম-সাপেক্ষ যে-বহুদর্শিতা
তা'কে তুমি
সহজ নন্দন-সার্থকতার ভিতর-দিয়ে
লাভ করতে পারবে ;
উপযুক্ত স্থলে বিশেষ প্রয়োগে
অশুভকে নিরসন ক'রে
বা নিরোধ ক'রে
শুভদ যা'
তা'কে আয়ত্তে আনতে পারবে ;
তাই তোমার
চারিত্র্যিক অনুচলনই হয় যেন
ঐ বৃদ্ধোপসেবনা । ৬৮৫৫ ।
২।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৩০

তোমার জীবনের ধৃতি যা',
ধর্ম্ম যা',
তা'র অনুপোষণী ক'রে
আপূরণ-তৎপরতায়
যা' করতে পারবে,
তা'ই কিন্তু ধর্ম্মাচরণ ;
আর, এই করাটা
পরিবেশ ও পরিবারের ভিতর
উচ্ছল অনুপ্রেরণায়
যতই প্রতিষ্ঠা করতে পারবে—
উপকরণ ও উপাদানের

আচার ও ব্যবহারের
দেশ-কাল-পাত্রানুগ
বিহিত বিনায়িত তাৎপর্য্যে,—
তুমিও কল্যাণের অধিকারী
হ'য়ে উঠবে ততই ;
সঙ্গে-সঙ্গে অশুভ যা'-কিছু,
অকল্যাণকর যা'-কিছু,
তা'কেও জানতে হবে
এমনতরভাবে
যা'তে তুমি কোনমতেই
পরামৃষ্ট না হ'য়ে ওঠ,
সহজ সুবিনায়নে
তা'দিগকে নিরাকরণ করতে পার,
নিরোধ করতে পার,
বা শুভদ ক'রে ব্যবহার করতে পার ;
এমনি ক'রে সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সুকেন্দ্রিক অনুনয়নী তৎপরতায়
যে অনুশীলনী চলন,
সোজা কথায়
তা'কেই কৃষ্টি বলা যেতে পারে ;
আর, এর ভিতর-দিয়েই
মানুষ তা'র ব্যক্তিত্বকে
সুব্যবস্থ বোধনায় সন্দীপ্ত রেখে
নিষ্পন্নতার কৃতী দীপনায়
পারস্পরিক সার্থকতায়
অর্থান্বিত সঙ্গতির সহিত
আরো আরোর পথে
দিব্য পদক্ষেপে চলতে পারে,
আর, ঐ বহুদর্শিতার
সার্থক সঙ্গতিই হ'চ্ছে
তোমার পাথেয় ;

আবার, যে ব্যক্তপুরুষের
একায়নী শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যার
ভিতর-দিয়ে
তোমার জীবন-বিশ্বের
প্রতিটি যা'-কিছুকে
বিনায়িত ক'রে
সার্থক সঙ্গতিতে অর্থান্বিত ক'রে
একসূত্রে অনুনীত হ'য়ে উঠছ—
অনুশীলনী তৎপরতায়,
কল্যাণের কল-অভিসারে,
তিনিই তোমার ব্যক্তপুরুষ ইষ্টদেবতা ;
আর, ঐ ইষ্টীপূত অনুনয়নায়
সঙ্গতির সুবিনায়নী
তাত্ত্বিক তথ্যের ভিতর-দিয়ে
সার্থক বোধিসূত্র-সমন্বিত
ধারণ-পালনী-ধৃতি-উৎসারণা
তোমার ব্যক্তিত্বে আবির্ভূত হবে যখন—
বিশ্বের যা'-কিছুর সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ব্যক্তপ্রতীকে
ঐ ইষ্টদেবতায়,—
তখন ঐ ইষ্টই রূপায়িত হ'য়ে উঠবেন
ঈশ্বরে
তোমার কাছে ;
আবার, এই ঈশিত্ব সার্থক হ'য়ে
সুবীক্ষণার প্রেয়-সূত্রের ভিতর-দিয়ে
যে উৎসর্জ্জন সৃষ্টি ক'রে তুলবে—
পরমপুরুষার্থে,
সেই অর্থান্বিত উপলব্ধ ব্যক্তপ্রতীকই
পরমপুরুষার্থে উজ্জীবিত হ'য়ে উঠবেন—
তোমার সমক্ষে। ৬৮৫৬।

২।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৪৫

যা'দের শ্রদ্ধাই প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট,
ইষ্টার্থই যা'দের স্বার্থ হ'য়ে ওঠে নি,
তা'দের চাহিদা ও চলনার রকমই হ'চ্ছে
করবে বিপরীত,
পাবে বেশী,
হবে ভাল,—
যা' বিধির বিধানে
দেখতে পাওয়া যায় না। ৬৮৫৭।
৩।৯।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৪৮

রোগে প'ড়ে আরোগ্য হওয়ার চাইতে
প্রতিষেধ ঢের ভাল,
অর্থাৎ রোগ যা'তে না হয়,
তাইই করা ভাল,
তা' শুধু রোগে নয়,
অকল্যাণকর যা'-কিছু
তা'র বেলাতেও। ৬৮৫৮।
৩।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৩৩

তোমার শ্রেয়ানুচর্য্যী অনুবেদনায়
মুগ্ধ হ'য়ে,
বা তোমার তৎ-সংশ্রয়ী অনুগতিতে
আপ্যায়িত হ'য়ে,
তোমাকে যদি কেউ কোনপ্রকার
উপহার উৎসর্গ করে,
তোমার কৃতজ্ঞ অনুচলন সার্থক হবে—
যদি ঐ শ্রেয়-সম্পর্কীয় যা'-কিছুর
পরিপালনেই তা' ব্যবহার কর;
আর, ঐ হ'চ্ছে তোমার
সার্থকতার পরম প্রসাদ,

কারণ, ঐ শ্রেয়ই হ'চ্ছেন
তোমার প্রাপ্তির উৎস। ৬৮৫৯।
৫।৯।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬টা

সর্ব্বতোভাবে
সংস্কৃতির পথে চলাকে
'প্রব্রজ্যা' ব'লে থাকে—
অর্থাৎ যে-চলনে
নিজেকে সর্ব্বতোভাবে
সংস্কার করা যেতে পারে। ৬৮৬০।
৫।৯।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৫

কা'রও সঙ্গে
প্রীতিভাব যদি রাখতে চাও,
বান্ধবতাকে যদি বজায় রাখতে চাও,
মনে রেখো—
তাহ'লেই তা'কে সইতেও হবে
বইতেও হবে,
কারণ, এমনতর মানুষ খুব কমই আছে,—
যা'র সব কিছুই সবার কাছে ভাল লাগে ;
তা'র দোষত্রুটি যা' তোমার পছন্দ হয় না—
বিনীত হৃদ্য আপ্যায়নায়
যথাসম্ভব হৃদ্য অনুচর্য্যা নিয়ে
তা' বিনায়িত করতে হবে,
সে কোথাও অন্যায় করলেও--
তা' যদি লেশমাত্রও হয়—
অমনতর বিনায়নী হৃদ্য আপ্যায়নায়
সংশুদ্ধ করতে হবে তা',
আবার, নিজেও যদি কোন দোষ কর,
বিহিত-আত্ম-বিনায়নায়
ঐ অমনতরই আপ্যায়না নিয়ে

তা' স্বীকার করতে হবে
এমনতরভাবে
যা'তে সে স্মিত-চিত্ত হ'য়ে ওঠে ;
তা' ছাড়া, সব ব্যাপারেই
হৃদ্য পারস্পরিক অনুচলন
যা'তে স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে,
তোমার সাধ্যমতন
তা' তো করতেই হবে,
পরন্তু তা'র আনুকূল্যকে
সক্রিয় সন্দীপনায়
বরণ করতে হবে—
মাঙ্গল্য অনুচলনে,
আর, প্রতিকূল যা'-কিছুকে
যথাসম্ভব বিহিত বিনায়নে
বর্জ্জন করতে হবে,
প্রতিবাদ করতে হবে,
নিরোধ ও নিরাকরণ করতে হবে ;
তোমার চলনের ভিতর
যদি এমনতর রকমগুলি নিহিত থাকে,
উভয়ের প্রতি উভয়ের হৃদ্য বান্ধবতাও
সুসম্বন্ধ তৎপরতায়
জীয়ন্ত চলনে চলতে থাকবে,
নচেৎ লহমার ভাব
লহমাতেই লুপ্ত হবে,
কা'রও প্রতি কেউ
আস্থাশীল অনুচলনে চলতে
পারবে না,
আর, এটা যেন
তোমাদের শ্রেয়-প্রেয় যিনি
তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই
অনুপ্রেরিত হয়—

পারস্পরিক প্রীতি-নিবন্ধনে,
শ্রদ্ধোচ্ছল অনুচর্য্যায়
সুসন্ধিৎসু কৃতী চলনে। ৬৮৬১।
৫।৯।১৯৫৫, রাত ৮-১৫

যা'রা বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রয়াসী,
প্রতিলোম-বিবাহে
যা'দের আত্মম্ভরি উৎসাহ,
আভিজাত্য ও ঐতিহ্য-হননই
যা'দের নৈতিক মর্য্যাদা,
কেন্দ্রায়িত সুনিষ্ঠ চলন
যাদের কাছে মূঢ়তাব্যঞ্জক,
সত্তা-সম্পোষী বর্দ্ধন-বিনায়নী
কৃষ্টিহারা যা'রা,
শ্রদ্ধাশীল ও সদাচারপরায়ণ হওয়া
যা'দের কাছে
মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়, —
এমনতর যা'রা
তা'রা যেমনই হো'ক,
সার্থক-সঙ্গতিশীল-বিজ্ঞ-সভ্যতা-সন্দীপ্ত কিনা,
তা' ভাববার কথা। ৬৮৬২।
৫।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৩০

তোমার কাম, ক্রোধ, লোভ,
মদ, মোহ, মাৎসর্য্য
ইত্যাদি বৃত্তি বা প্রবৃত্তিগুলি
যথাসম্ভব সমীচীন শুভপ্রসূ ক'রে
ব্যবহার ক'রো,
তোমার ও অন্য অনেকের
মাঙ্গল্য হ'য়ে ওঠে যা'তে,
এমনতরভাবেই বিনায়িত ক'রো—

ইষ্টার্থপরায়ণ অনুগতি নিয়ে,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়,
হৃদ্য, দীপনী অনুশ্রয়িতা নিয়ে। ৬৮৬৩।
৫।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৪০

যেখানেই হো'ক না কেন,
তোমার বাক্য ও ব্যবহার
যেন হৃদ্য বিনয়-বিনায়িত
বা স্নেহল আপ্যায়না-সম্পন্ন হয়,
এমন-কি, কোথাও যদি
ভর্ৎসনার প্রয়োজন হয়
ক্রোধদীপনার প্রয়োজন হয়,
ঐ ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনাও যেন
হৃদ্য বিনয়-বিনায়ন-তৎপর হ'য়ে
অন্যায়ের নিরোধপ্রবণ হ'য়ে
মানুষের অন্তর স্পর্শ করে,
যা'র ফলে—
যে শোনে সেও তৃপ্তি লাভ করে,
তুমিও তৃপ্ত হ'য়ে উঠতে পার ;
তোমার কর্ম্মতৎপর জীবন
ঐ রকম হৃদ্য বিনয়-বিনায়িত
বাক্য ও ব্যবহার-সম্পন্ন হ'য়ে
যতই শুভানুচর্য্যা-প্রবণ হ'য়ে উঠবে,
তৃপ্তি বান্ধব-নিবন্ধনায়
হৃদ্য-গৌরবী হ'য়ে
তোমাকে আপ্যায়িত ক'রেই চলতে থাকবে
প্রায়শঃ ;
মানুষের সত্তার স্বার্থকে ব্যাহত ক'রে
আত্মস্বার্থকে প্রথম ক'রে
তুলতে যেও না,
ঐ স্বার্থ-অনুচর্য্যাই যেন

তোমার স্বার্থকে
অর্থান্বিত ক'রে তোলে—
স্বতঃ-সন্দীপনায় ;
আর, এই সব চলন ও নিয়ন্ত্রণ
যা'-কিছু
ইষ্টীপূত হ'য়ে
সার্থক সঙ্গতিতে
তোমাকে বিজ্ঞ নন্দনায় নন্দিত ক'রে তুলুক ;
তুমি প্রত্যেকেরই নন্দনার
আনন্দ ব্যক্তিত্ব নিয়ে
তোমার পরিবেশকে
নন্দিত ক'রে চলতে থাক,
আর, নন্দনার শুভ-আশীর্ব্বাদ
কল্যাণমণ্ডিত হ'য়ে
সদাচার-সন্দীপনায়
তোমাকে শতায়ু ক'রে তুলুক। ৬৮৬৪।
৬।৯।১৯৫৫, বিকাল ৪-২৬

যদি না কর,
অর্থাৎ যদি অনুশীলন না কর,
যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারবে না ;
যোগ্যতা অর্জ্জন করা মানেই
যোগ্য হ'য়ে ওঠা,
আর, এই এমনতর হ'য়ে ওঠাটাই
পাওয়ার জননী,
হবে যেমন, পাবেও তেমন। ৬৮৬৫।
৬।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-৭

ঊনকোটি দেবতাই হো'ন,
আর ঊনকোটি সাধু মহাপুরুষই হো'ন
বা দু', দশ বা পাঁচ, একই হো'ন,

বৈশিষ্ট্যমাফিক তাঁদের সমস্ত গুণগুলিকে
বিশেষ বিনায়নে
ইষ্টে অন্বিত ক'রে
যদি একায়িতই ক'রে তুলতে না পারলে,
তোমার শ্রদ্ধা বা ভক্তির স্রোত
বহুধা-বিদীর্ণ হ'য়েই
যদি চলতে লাগল,
ঐ গুণ ও চলন-চাতুর্য্যগুলি
বিনায়িত ক'রে
সার্থক সঙ্গতিতে
তোমার ইষ্ট যিনি,
প্রেয় যিনি,
বিন্যাস-বিনায়নায়
তাঁর মধ্যেই যদি সবগুলিকে
মূর্ত্তিমান না দেখতে পারলে,
বা বোধ করতে না পারলে,
ঐ শ্রদ্ধার বিভেদ-বিকীরণা
একায়িত হয়ে উঠতে পারবে না কখনও,
আর, তুমি ঐ গুণ-বোধনা
ও চলন-চাতুর্য্যগুলিকে
বিনায়িত ক'রে
অন্বিত একায়িত অর্থনায়
ঐ প্রেয়-ব্যক্তিত্বে প্রকট দেখতে পাবে না ;
তোমার অন্তঃ-প্রজ্ঞা
আরোতর অনুবেদনায় বিদীর্ণ হ'য়ে
অন্ধতম নিপাত সৃষ্টি করতে করতে
চলতে থাকবে ;
তোমার প্রেয়তে বা ইষ্টতে
ধারণ, পালন ও পোষণার প্রকীর্ত্তি
কৃতবিদ্যতায় আকৃত হ'য়ে
তোমার অন্তঃ এবং বহিশ্চক্ষুতে

বিনায়ন-প্রতিফলনে
পরম অর্থনায়
সার্থকই হ'য়ে উঠতে পারবে না,
ধৃতির বাতুল চলন
তোমাকে ধর্ম্মপোষাকী ক'রে
অগ্রগামী কৃষ্ণপতাকার অনুসরণে
দুর্নিবার ক'রেই তুলবে ;
ঐ দেখ !
তোমার মানস-চক্ষু
বিস্ফারিত ক'রে দেখ—
তোমার স্বস্তি-গতি
কী তমসাচ্ছন্ন ! ৬৮৬৬ ।
৬।৯।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬টা

শ্রদ্ধা আনে নিষ্ঠা,
নিষ্ঠার প্রকৃতিই হ'চ্ছে—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা,
একায়নী তৎপরতা,
ঐ একই তার কাছে
শ্রেয়-প্রেয় হ'য়ে ওঠে,
সে সত্তাকে সার্থক ক'রে তুলতে চায়
ঐ শ্রেয়তে,
ঐ প্রেয়তে,
আর, এই শ্রেয়চর্য্যা বা প্রেয়চর্য্যায়
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির
বিশেষ অনুনয়নে
তা'র ধারণ-পালনী পোষণার
উৎক্রমণী আগ্রহ নিয়ে
তদর্থী মাঙ্গল্য-অভিযানে
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে থাকে ;

তাই, সে মুগ্ধ আগ্রহ-সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
শ্রেয়ানুচর্য্যী সাত্ত্বিক সম্বেগ নিয়ে,
অচ্যুতভাবে,
অচ্ছেদ্য, নিরলস, সুসন্ধিৎসু
উৎক্রমণী পর্য্যায়ে ;
তাই, শ্রদ্ধার অনুচর্য্যী আগ্রহই হ'চ্ছে—
শ্রী, সেবা-তৎপরতা,
ঐ সার্থকতার ভিতর-দিয়ে
অযুত আগ্রহ নিয়ে
কুশল কর্ম্ম-তৎপরতায়
সে যোগ্যতার অধিকারী হ'য়ে ওঠে—
যা' করে
তা'র সব যা'-কিছুরই
সঙ্গতি-সম্পন্ন সুদর্শী বোধনায়
বিদীপ্ত হ'য়ে ;
আর, সে তা'র যা'-কিছু দিয়ে
লোকের ইষ্টানুগ সমীচীন সেবা ক'রে
তৃপ্তি লাভ করে,
কারণ, সে সবাইকেই
আপনার জন ক'রে তুলতে চায়,
তাই, সত্তা মুগ্ধ হ'য়ে ওঠে শ্রদ্ধায় ;
আবার, সত্তার এই অস্মিতা
প্রবৃত্তির প্ররোচনায়
যখনই পরামৃষ্ট হ'য়ে ওঠে,
তখনই আসে অহঙ্কার,
মদগর্ব্বিতা ;
সে সব কিছুকেই
নিজের ভোগ-বিলাসের ইন্ধন ক'রে
চলতে চায়,
তা'তে বাধা পেলেই আসে ক্রোধ,
যা'তেই সে সঙ্গতি লাভ না করতে পারে—

তা'তেই আকৃষ্ট হ'য়ে ওঠে,
মদগব্বী আত্মম্ভরিতা নিয়ে
দুনিয়াকে ছারখার ক'রে দিয়ে
নিজে যা'তে ঐ অহঙ্কারের
ঐ মদমত্ততার
পরিপোষণা জোগাতে পারে,
ভোগলালসার পরিপোষণা জোগাতে পারে,
তা'র কসুর করে না ;
অহঙ্কার স্বার্থকেন্দ্রিকতা ছাড়া
আর কিছুকেই আপনার করতে পারে না ;
তা'র ঐ কামকামনার ইন্ধন যে না হয়,
ঐ অহঙ্কারের মর্য্যাদা
যে না রক্ষা করে,
যে না তা'তে আনত হ'য়ে ওঠে,—
তা'কেই বিষ-দৃষ্টিতে দেখে,
চেষ্টা করে
একটা বিশাল সংঘাত হেনে
তা'কে ভূলুণ্ঠিত ক'রে তুলতে,
তাই, সে অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন হ'য়ে ওঠে ;
তাই, কামকামনা আনে মত্ততা,
এই মত্ততার সংক্ষোভিত চলন
আপোষিত না হ'লে
তা'র আক্রোশ কিছুতেই প্রশমিত হয় না ;
আবার, তা'র ঐ ভোগ
বা ভোগের উপকরণ যা'-কিছু,
সেগুলি দিয়ে
অন্যের সেবা ও সুখসুবিধার বালাই
সে কখনও বহন করতে চায় না,
মত্ত অহং-এর এইই নিদর্শন। ৬৮৬৭।
৬।৯।১৯৫৫, রাত ৮-১০

একজনের বাস্তব উপলব্ধি যা'—
তাতে যদি তুমি
পেঁছাতে না পার,
আর, তোমার খুশীমত ধারণার আবরণ দিয়ে
তুমি তেমনতরই তা'কে যদি
বিবেচনা কর,
সে-বিবেচনা যেমন
বাস্তবতার পরিচয় করিয়ে দিতে পারে না—
একটা খাপছাড়া খণ্ড বিকৃতপ্রত্যয়ের
প্রতিষ্ঠা ছাড়া,
তেমনি তোমার ধারণা-রঙিল
চক্ষু ও বোধ নিয়ে
অন্যের ধারণাকে
অনুসরণ না ক'রে,
না দেখে,
না বুঝে
তুমি একটা যা' তা' বিবরণ দিয়ে
যা' তা' প্রতিপন্ন করতে চাইবে,
তা'ও কি কোন বাস্তবতায়
সে গ্রহণ করতে পারে ?
ক্ষুদ্র চক্ষুর উপলব্ধি
ক্রমানুক্রমে দেখতে দেখতে,
বোধ করতে করতে,
আরো আরোতে বিন্যাসে
সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী অনুনয়নায়
সার্থক সঙ্গতিতে
ঐ বাস্তবকে যদি
বিশেষ আরো ক'রে না দেখে,
তোমার অস্পষ্ট দর্শন
অস্পষ্টই থেকে যাবে ;
তাই, তুমি যা' জান

সেই জানার সঙ্গতিতে
আরো জানাকে নিবদ্ধ ক'রে
অনুচলনী তৎপরতায়
ক্রমানুক্রমিকতায়
নিঃশেষভাবে দেখ ;
দেখে যে-উপলব্ধিতে উপনীত হও,—
সার্থক বিনায়নায় তা'রই প্রতিষ্ঠা কর,
নয়তো, নিজেও ব্যর্থ হবে,
অন্যকেও
ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত ক'রে তুলবে । ৬৮৬৮ ।
৬।৯।১৯৫৫, রাত ৮-২০

অকল্যাণকর সংঘাত
যা' তোমার ব্যক্তিত্বকে
বিপন্ন বা বিধ্বস্ত ক'রে তোলে,
তা'কে যদি তুমি
উপযুক্ত প্রতিঘাতে
প্রতিবাদ করতে না পার,
নিরোধ বা নিরাকরণ করতে না পার—
হৃদয়স্পর্শী ওজস্বিনী সুযুক্ত
বাস্তব প্রতিক্রিয়ায়,—
যা'তে ঐ অকল্যাণের বিষাক্ততা
একদম তিরোহিত হ'য়ে যায়,—
তবে কিন্তু তা'
স্ফীত উন্মাদনায়
তোমাকে যে-কোন সময়
আক্রমণ করতে পারে ;
তাই, আক্রমণ-নিরোধী চরিত্র নিয়ে
শুভ প্রস্তুতিতে উদ্দীপ্ত থাক,
যা'র ফলে
ঐ আক্রমণই আক্রান্ত হ'য়ে

অভিবাদনে নতি স্বীকার করে ;
আবার, অকল্যাণ-সংঘাত
এতটুকু সামান্য হ'লেও
তা'কে অবজ্ঞা না করাই ভাল—
সমীচীনতার সহিত উপযুক্ত সময়ে। ৬৮৬৯।
৬।৯।১৯৫৫, রাত ১২টা

যা'রা তোমার ইষ্ট বা আদর্শকে
নিন্দা করে বা ঘৃণা করে,—
তাদের আবাস যদি তুমিই হও,
প্রতিবাদ, নিরোধ বা নিরাকরণ-তৎপর হ'য়ে
তা'র প্রতিবিধান না কর,
তাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস
তোমার অন্তঃস্থ মূর্ত্ত কল্যাণকে
বিষাক্ত আবরণে আবৃত ক'রে
তোমার সাত্ত্বিক চলনকে
এমনতরই বিষদুষ্ট ক'রে তুলবে,
নিষ্ঠাদীপ্ত প্রীতি-সম্বেগকে
এমনতরই কলুষিত ক'রে তুলবে,
চিন্তা ও কর্ম্মকে
এমনতরই বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলবে,
যা'র ফলে, তোমার ভাগ্যদেবতার
শত ধিক্‌কারে
কলুষ-মৃষ্টতায়
অবশায়িত হ'তে
আর কোন বাধাই থাকবে না,
দুর্দ্দশা
দীপ্ত অহংকারে
তোমাকে নিষ্পেষিত করবেই করবে,
তোমার অলসকর্ম্মা ভাগ্য
অনাবেষ্টিত হ'য়ে থাকবে ;

যদি ভাল চাও,
এখনও সাবধান হও,
বিড়ম্বনার রোষ-দৃষ্টি হ'তে
অব্যাহতি পাও যা'তে
তা'ই কর। ৬৮৭০।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ১২-১০

ইষ্টার্থ-ব্যত্যয়ী ঔদার্য্য
বা অপবাদকে যদি
তৎক্ষণাৎই প্রতিবাদ, নিরোধ
ও নিরাকরণ না কর,
তাহ'লে কিন্তু
সাধু পরাক্রম তোমাতে
উজ্জীবিত হ'য়ে উঠবে না,
আর, ভাগ্য-লক্ষ্মী মসীদীপ্ত বিড়ম্বনায়
তোমাতে স্তিমিত হ'য়ে রইবে। ৬৮৭১।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৫

শ্রেয় বা মহৎ-দূষকদের
আশ্রয় দেওয়া
বা আশ্রয় নেওয়া
নিরাশ্রয় হওয়ারই উপক্রমণিকা—
তা' কি অন্তরে, কি বাহিরে। ৬৮৭২।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-১৬

অনুরাগ যেখানে দিব্য,—
জ্ঞানও সেখানে দ্যুতিমান,
আর, কৃতী চলনও কৃতকৃতার্থ সেখানে। ৬৮৭৩।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-২৯

পাপ যেখানে প্রশ্রয়ীভূত
বা মূক-সম্মতিযুক্ত,—
শ্রেয়চর্য্যাও সেখানে পঙ্কিল,
আর, দূরদৃষ্টও দুর্ম্মদ সেখানে। ৬৮৭৪।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-২৩

দুর্ব্বলই হও
আর সবলই হও,
সক্রিয় পরাক্রম-দীপ্ত যেমন,—
সক্ষমও তুমি তেমনি,
আর, ভাগ্যও তোমার সেই পথে। ৬৮৭৫।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৪২

কৃতঘ্নতা যেখানে উদারনৈতিক,
তা' শাতনকেও লাজুক ক'রে তোলে। ৬৮৭৬।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৪৬

প্রীতি যেখানে অব্যয় ও অপ্রতিহত,—
সক্রিয় অনুকূল অভিযান
ও প্রাতিকূল্য-বর্জ্জনও
সাধু ও দুর্দ্দান্ত তেমনই। ৬৮৭৭।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৫০

দুষ্কৃতি যেখানে যেমন সমর্থনদীপ্ত—
দূরদৃষ্টও দুরত্যয় তেমনই। ৬৮৭৮।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৫৫

আসঙ্গলিপ্সু অনুচর্য্যা
যেমনতর শিথিল বা সবল,
প্রীতিও তেমনি মূক বা মুখর,

ক্রিয়া-তৎপরতাও তেমনি দুর্ব্বল
বা দুর্নিবার। ৬৮৭৯।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৫৮

প্রেয়-অনুজ্ঞা যেখানে
বিবেচনা-বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
বিকৃত নিষ্পন্নতায় বিকারগ্রস্ত,
প্রেয় সেই জীবনে
বরেণ্য নয় কিন্তু। ৬৮৮০।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৫

প্রেয়-সোহাগ যেখানে যেমনতর
লাজুক ক'রে তোলে—
বিনীত প্রসাদ-মণ্ডিত না ক'রে,—
প্রেয়-আলিঙ্গন-অনুগতিও
তেমনি ব্রীড়াবনত। ৬৮৮১।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৭

অর্ঘ্য যেখানে
হিসাবী চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন,
বোধনা ও আত্মপ্রসাদ
সেখানে তেমনি
দুর্ব্বল, ক্ষীয়মাণ
ও প্রসাদ-প্রেরণাহারা। ৬৮৮২।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-১৭

যদিও ঋণ কর,—
হীন হ'তে যেও না কোনক্রমে,
চাহিদার পূর্ব্বেই শোধ করতে
ত্রুটি ক'রো না একটুও কিন্তু। ৬৮৮৩।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-২৮

যে-ব্যাপারেই হো'ক না কেন,
তোমার অনুচর্য্যা-সহচর যা'রা,
তা'দের দিকে নজর রেখো,
তা'রা যেন বিরক্ত না হয়,
বরং উৎসাহ-অনুপ্রাণনায়
তোমার সাথে চলে—
আত্মপ্রসাদলুব্ধ হ'য়ে। ৬৮৮৪।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৩৫

যা' করবে ব'লে সিদ্ধান্ত করেছ—
মত্ত আগ্রহ নিয়ে তা'কে ধর,
আঁটঘাট বেঁধে তা' কর,
নিষ্পন্নতায় কৃতী হও,
ব্যর্থ হ'য়ো না কিছুতেই,
ব্যর্থতা ব্যত্যয়েরই অনুচলন। ৬৮৮৫।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৬

যা' করবে,—
অকম্পিত মুষ্টিতে তা'কে ধর,
যথাযথভাবে নিষ্পন্ন কর,
আর, যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
পূর্ণ আয়ত্তে এনে
তার প্রভু হ'য়ে দাঁড়াও,
কৃতী সার্থকতা ওখানেই। ৬৮৮৬।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-১০

বৈশিষ্ট্য-বিভেদ থাকা সত্ত্বে
যখন পরস্পর পরস্পরের
পোষণ-পূরণ-তৎপর ও অনুচর্য্যী,—
বুঝে নিও—

তাদের আদর্শ এক,
আর, তা' নিষ্ঠা-অন্বিত। ৬৮৮৭।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-২৮

যা' তোমার জীবনের অনুপোষক নয়
বা সাহায্য-তৎপর নয়,
বিরুদ্ধ-নিরোধী নয়,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে বিজাতীয়। ৬৮৮৮।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৩৫

তোমাতে প্রীতি আছে,—
কিন্তু প্রতিকূল-নিরোধী
ওর্জস্বিতা নাই,
সে-প্রীতি তোমাতে নয়,
তা' প্রত্যাশালুব্ধ কামনা। ৬৮৮৯।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৪৩

তোমার উপভোগ
যেখানে যতটুকু প্রেয়হারা—
প্রেয়তে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে নি,—
ভেবে চেয়ে দেখ—
প্রবৃত্তি তোমার আশপাশেই
রঙিগল দৃষ্টি নিয়ে
পায়তারা ভাঁজছে—
তোমাকে ধরতে। ৬৮৯০।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ১০-১০

তুমি সাধু,
কিন্তু প্রীতি-প্রদীপ্ত পরাক্রমহীন,
সুক্রিয়-তৎপরতায় শ্লথ,
অসৎ-নিরোধে স্থবির,—

এ সব লক্ষণই বলে দেয়
তোমার প্রীতি সুকেন্দ্রিক নয়,
তোমার সাধুর ভড়ং আছে,
কিন্তু ব্যক্তিত্বে সাধুতা নাই। ৬৮৯১।
৭।৯।১৯৫৫, সকাল ১০-২৭

যারা অন্যায্যকে উপেক্ষা করে
বা এড়িয়ে চলে,
অথচ অন্যায়ের পরিশুদ্ধি-বিমুখ,
এককথায়, এমনতর চলনে
সাত্ত্বিক-অনুপোষণাকে ব্যাহত করে যারা,
তা'দের ব্যক্তিত্বে
সাধুতা বা সভ্যতা ক্লীবভাবাপন্ন—
এঁচে নিতে পার। ৬৮৯২।
৭।৯।১৯৫৫, বেলা ১০-৫০

প্রত্যহ ইষ্টভৃতি ক'রো—
অতি প্রত্যূষে
বিনা সর্ত্তেই
যথাশক্তি যেমন তোমার জোটে তাই দিয়েই,
তাঁ'রই যথেচ্ছ ব্যবহারের দরুন,—
তোমার উপস্থিতবুদ্ধি সজাগ থাকবে,
স্বতঃ-সন্দীপনী সতর্ক সন্ধিৎসায়
নিজেকে সুবিনায়িত ক'রে
অনেক জঞ্জাল এড়িয়ে
চলতে পারবে দুনিয়ায় ;
এই ইষ্টভৃতি হ'তে যে বা যা'রা
তোমাকে বিরত করবে,
ঠিক জেনো—

সে বা তা'রা
তোমার শত্রু। ৬৮৯৩।
৭।৯।১৯৫৫, বিকাল ৪-৩০

বাস্তব অনুচর্য্যী অবদান-হারা ভক্তি কিন্তু
বাস্তব রূপ ধারণ করে না,
তোমার শ্রেয়চর্য্যায়
বাস্তবে যা' করবে,
তাইই কিন্তু তাঁ'র প্রতি
তোমার ভক্তি-অর্ঘ্য। ৬৮৯৪।
৭।৯।১৯৫৫, বিকাল ৪-৩৫

ভজনহারা ভক্তি
আর কর্ম্মবিহীন শক্তি
ভাঁওতাবাজি ছাড়া
আর কিছুই নয় কিন্তু। ৬৮৯৫।
৭।৯।১৯৫৫, বিকাল ৪-৩৮

তুমি কেমন মানুষ,
তা' নিজে বুঝতে পার
আর নাই পার,
যাবে কিন্তু তাদেরই কাছে—
যাদের সাথে তোমার যোজনা আছে,
যা'দের মিষ্টি লাগে তোমার কাছে ;
এই স্বভাব-সঙ্গতিই দেখিয়ে দেয়—
অন্তঃকরণে তুমি কেমন ;
আর, ব্যতিক্রম হয় এর সেখানেই
যেখানে ইষ্টানুগ শ্রদ্ধা-উচ্ছল উৎসর্জ্জনায়
যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে
তাঁ'কেই সার্থক করবার আগ্রহ নিয়ে

চল তুমি ;
কথায় আছে 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।' ৬৮৯৬ ।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ৭-২৫

চল—
কিন্তু সুসন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে। ৬৮৯৭ ।
৭।৯।১৯৫৫, ৮-৪৯

দেখ—
কিন্তু অন্তরদৃষ্টিকে জাগ্রত রেখে,
বোধ-বীক্ষণাকে দীর্ঘ-প্রসারিত ক'রে। ৬৮৯৭ (ক) ।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৫০

সৎ-এ সুযুক্ত যে নয়,
তা'র ন্যায়পরায়ণতাই বা কোথায়,
বোধই বা কোথায়,
কৃতী-অনুচলনে সার্থকতাই বা কোথায়,
তাই, সে
স্বস্তি ও শান্তিই বা পাবে কোথায় ? ৬৮৯৮ ।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৫৫

শুধু উপদেশ শুনলেই
বিশেষ কোন লাভ হবে না কিন্তু,
সুকেন্দ্রিক আগ্রহ-দীপ্ত
ইষ্টার্থ-অনুবেদনা নিয়ে
অনুশীলন করতে হবে তা',
এই অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
সার্থক সঙ্গতিতে
উপনীত হ'তে হবে—
নিষ্পন্নতায় যোগ্যতা আহরণ করতে করতে,
তবেই হওয়া বা পাওয়াকে

আয়ত্ত করতে পারবে,
নয়তো, বাগ্‌ধ্বনি
আবহাওয়াতেই অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। ৬৮৯৯।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৪৫

শুধুমাত্র উপদেশ শুনলেই
হবে না কিন্তু,
অনুশীলন করতে হবে তা',
সার্থক সঙ্গতিতে উপনীত হ'য়ে
যোগ্যতায় অধিরূঢ় হ'তে হবে,
তবে তো তা' আয়ত্তে আসবে ;
আর, যা'-কিছুই কর না,
আগ্রহদীপ্ত সুকেন্দ্রিক
ইষ্টার্থপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
সব যা'-কিছুরই
নিয়ন্ত্রণ করতে হবে,
নয়তো, বজ্র আঁটুনিও
ফস্‌কে যাবে। ৬৯০০।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৪৭

শ্রদ্ধাকে সু-উৎসারিত ক'রে তোল,
প্রিয়ালিঙ্গন-উদ্যমে
তোমার বিশ্বের যা'-কিছু নিয়ে
তাঁরই অনুচর্য্যা-নিরত হও,
শুভ-অনুনয়ন-তৎপর হ'য়ে
তোমার আত্মনিয়মন
অমনতর হ'য়েই চলুক,—
কৃতি-উদ্দীপ্ত যোগ্যতায়
অভিনন্দিত হ'য়ে উঠবে। ৬৯০১।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৫৮

উদ্দাম আরতি-অনুবেদনা নিয়ে
প্রেয়ের দিকে এগিয়ে যাও—
যোগ্যতার নৈবেদ্য সাজিয়ে
অর্ঘ্য দিতে তাঁকে,—
প্রসাদ তোমাকে
পরিতৃপ্ত ক'রে তুলবে। ৬৯০২।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ১০টা

স্পর্শ কর—
কিন্তু দীপ্ত হৃদয়ে,
প্রেয়-মুগ্ধ অনুনয়নে,
সক্রিয় অনুচর্য্যী আবেগ-উৎসারণায় ;
ক'রে কৃতার্থ হও,—
সার্থকতা সামছন্দে
তোমাকে আলিঙ্গন করবে। ৬৯০৩।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৩

প্রেয় তিনি—
যিনি তোমার মূর্ত্ত কল্যাণ,
আচার্য্যও তিনিই,
তাঁরই স্মরণ লও,
ধারণ, পোষণ, পালন কর তাঁকেই,
নিজের জীবনের যা'-কিছু দিয়ে
নিরন্তর অনুচর্য্যা-পরায়ণ হ'য়ে ওঠ ;
ঐ প্রীতি-অনুচর্য্যী আচরণ
তোমাকে বোধদীপ্ত ক'রে তুলবে—
যোগ্যতার যুত আলিঙ্গনে। ৬৯০৪।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ১০-১০

দাঁড়াও—
কিন্তু জীবন-দণ্ডকে

আশ্রয় ক'রে,
আর, আচার্য্যই হ'চ্ছেন জীবন-দণ্ড। ৬৯০৫।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ১০-১২

আশ্রিত থাক,—
কিন্তু বিশ্রামলুব্ধ হ'য়ে নয়,
কর্ম্মতৎপর হ'য়ে—
নিষ্পন্নতাকে আয়ত্ত করতে। ৬৯০৬।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ১০-১৫

চল যত পার—
চরিত্রকে প্রেয়ের রঙে
রঙিল ক'রে—
হৃদ্য বাক্ ও ব্যবহারের
নিখুঁত মিলন নিয়ে। ৬৯০৭।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ১০-১৮

শিখতে চাও তো
দীক্ষায় সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
অনুশীলনায় দক্ষ হ'য়ে ওঠ,
আর, এই দক্ষ চলনই
সুবিনায়িত হ'য়ে
যোগ্য ক'রে তুলবে তোমাকে,
আর, এই যোগ্যতার অর্জ্জনই হ'চ্ছে
দীক্ষার দক্ষিণা। ৬৯০৮।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ১০-২২

অভ্যাসে পেকে ওঠ—
তপ-তপ্ত হ'য়ে,
তবে তো সিদ্ধ হবে। ৬৯০৯।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ১০-২৫

আচার্য্যের কাছে
অন্তরকে উলঙ্গ ক'রে ফেল—
অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,
বিহিতভাবে বৃত্তিগুলিকে
বিনায়িত ক'রে ফেল,
ব্যক্তিত্বকে সুসজ্জিত ক'রে তোল
অমনি ক'রেই,
আর, তা' তাঁতেই
উৎসর্গ ক'রে দাও,—
স্বস্তির পন্থাই এই। ৬৯১০।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৩৫

ইষ্ট-ব্যত্যয়ী যে—
অসৎ-উদ্দীপনায়
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মকে
আক্রুষ্ট সংঘাতে
অবদলিত করে যে,—
সে বিদলিত হ'য়েই থাকে ;
অমনতর ব্যত্যয়ী হ'য়েও
যেখানে সে বিদলিত হয় না,
বুঝতে হবে, তা'র পরিবেশও তদনুগ,
এককথায়, জাহান্নমের সহযাত্রী তা'রা। ৬৯১১।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৫০

ত্যাগ কর তা'কেই
যা' সত্তা বা অস্তিত্বের পরিপন্থী,
আর, অর্জ্জন কর তা'ই—
বাঁচা ও বর্দ্ধনার
অনুপোষক যা'। ৬৯১২।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ১১-২০

আদর্শ বা ইষ্ট তিনিই,—
যাঁর ব্যক্তিত্বেই
তোমার কল্যাণ-প্রেরণা নিহিত,
আর, যাঁকে দেখে বা বুঝে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তুমি কল্যাণের অধিকারী হও। ৬৯১৩।
৭।৯।১৯৫৫, রাত ১১-২৫

শ্রেয়-সংস্রব ও শ্রেয়-চর্য্যা হ'তে
যা'ই তোমাকে সরিয়ে রাখুক,
তা' তোমার অন্তরেই হো'ক
বা বাহিরেই থাকুক,
তাইই তোমার অমঙ্গলপন্থী ;
অমঙ্গল অবাধ হ'য়ে
ঐ পথে এগোতে থাকে বা পারে। ৬৯১৪।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-১৬

যে-বিষয়েই হো'ক না কেন,
অভ্যাস-অনুশীলন
যতই নিখুঁত নিবেশে
তোমাতে তপতাপের সৃষ্টি করবে,
পরিপক্ব হ'য়ে উঠবে তুমি
তেমনই ;
সিদ্ধির পন্থা তো ঐই। ৬৯১৫।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৩৬

শ্রেয়-নিদেশ-পরিপালনে
যে কর্ম্ম-নিয়তির প্রয়োজন হয়,
তা' করতে গিয়ে,
যা' করলে,
বা যেমন ক'রে চললে,

তা'র সুবিধা, সুযোগ
বা ত্বরিত নিষ্পন্নতায় সাহায্য হয়,
এমনতর বিবেকী চলন নিয়ে চ'লো ;
কিন্তু সে-নিদেশ পালনের
বিচার করতে যেও না। ৬৯১৬।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৪৫

লাখ অপমান-অপঘাত আসুক না কেন,
কেউ যেন তোমার শ্রেয়-সংস্রব
ছিন্ন না করতে পারে,
ঐ রকম আগ্রহদীপ্ত অনুচলনই
আত্মনিয়ন্ত্রণের পাথেয় ;
আঘাত-অপঘাত
যত সহজে
তোমাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে,
তোমার ব্যক্তিত্বের যোগ-দৃঢ়তাও
তত শ্লথ কিন্তু। ৬৯১৭।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৪৭

হারাও তা'ই,
যা' তোমার শ্রদ্ধা-স্রোতকে
খিন্ন ক'রে তোলে,
উন্নতির পরিপন্থী যা'। ৬৯১৮।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৪৮

তা'ই ত্যাগ ক'রো,—
যা' তোমার সত্তাকে
স্বস্তিহারা ক'রে তোলে,
পরাক্রমকে বিনায়িত না ক'রে
নিভিয়ে দিতে চায়,
কর্ম্মপ্রেরণাকে সুক্রিয় না ক'রে

শুধুমাত্র বাক্‌মুখর ক'রে তোলে,
যা' নিষ্ক্রিয়তায় অভিশপ্ত হ'য়ে ওঠে,
নিষ্পাদনে ত্রুটিসঙ্কুল ক'রে তোলে,
অন্তরকে কপট অনুশীলনায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে,
সাধুচলনকে বেকুবিহ্বল ক'রে তোলে,
সংহতিপ্রাণতাকে সংক্ষুব্ধ ক'রে তোলে। ৬৯১৯।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৫২

সতী বা সাধ্বী স্ত্রী
যা'রা সত্তাকে শুভ-বিনায়িত ক'রে তোলে—
পতি-আনুকূল্যে উদ্বুদ্ধ ক'রে,—
তা'রা কিন্তু সহজ সন্ন্যাসী। ৬৯২০।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৭টা

ভাল হ'তে চাও,
কিন্তু সক্রিয়ভাবে প্রলুব্ধ নও তাতে—
আগ্রহদীপ্ত আবেগ নিয়ে,—
সে-চাহিদা
ভাল হওয়ার বিলাসিতা-মাত্র। ৬৯২১।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-২

শুভই যদি চাও,
মঙ্গলেই যদি তোমার
অভিসন্ধি থাকে,
ওৎ পেতে থাক—
সম্বেগশালী প্রস্তুতি নিয়ে,
অনুচর্য্যা বা অনুশীলনার সুবিধা পেলে
স্মিত-অন্তঃকরণে ক'রে চল তা'—
নিরবচ্ছিন্নতাকে সম্ভব ক'রে। ৬৯২২।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৭

বকধার্ম্মিক হ'তে যেও না,
বরং বাজপেয়ী হও,
বজ্রধর্ম্মী হও,
তোমার চলনবেগ
ধর্ম্মপালী হ'য়ে উঠুক—
প্রতিটি পদক্ষেপে। ৬৯২৩।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-১৫

যে-চলনা
ধারণে, পালনে, পোষণে
তোমার ও অন্যের জীবন-সত্তাকে ধ'রে রাখে,
তাইই ধর্ম্মাচরণ ;
ধার্ম্মিক হ'তে হ'লে
অমনতরই হ'তে হয়—
'যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি
ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ'। ৬৯২৪।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-১৮

শ্রেয়নিষ্ঠা যতক্ষণ না তোমার অন্তরে
সুপ্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে—
অচ্যুত আনতি নিয়ে,—
তখনও তুমি দোদুল্য,
প্রীতি অকাট্যভাবে
তোমাতে সংস্থিত নয়,
তাই, অনুশীলনাও দৃঢ়-সম্বেগী নয়,
নির্ভর বা বিশ্বাসযোগ্য তুমি
তখনও নও,
সংঘাত-প্রতারিত হওয়ার সম্ভাব্যতা
তোমার অনেকখানি তখনও,
তখনও তুমি দৃঢ়-সংকল্পী নও,
তাই, দৃঢ়চেতাও নও,

উন্নতির অধিগমনও
তোমাতে শ্লথ তেমনতর,
অভাববিদ্ধ অনুচলনও
তোমাতে নাছোড়বান্দা হ'য়ে
চলতে থাকবে ততদিন । ৬৯২৫ ।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৪৫

শুভপ্রসূ যা' মনে করবে,
বিবেচনায়
সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যখনই,
তখনই তা' ধ'রো,
আর ক'রোও তখনই,
কল্যাণ অধিগত হবে প্রায়শঃই ;
আর, অশুভ-ব্যাপারে
বিলম্ব যত হয়,
ততই ভাল । ৬৯২৬ ।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৫০

যে যত সহজদুল্য,
বিশ্বাস্যতাও সেখানে তত সন্দেহের । ৬৯২৭ ।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৫৫

যে-আশ্রয়ে
তুমি দাঁড়া পেয়েছ,
বেঁচে আছ,
বা বর্দ্ধিত হ'য়ে চলেছ,
তা'র সম্বর্দ্ধনী অনুচর্য্যাকে ত্যাগ ক'রে
বা সংঘাত-ক্লিষ্ট হ'য়ে
সেই দায়িত্বকে অগ্রাহ্য ক'রে
আত্মস্বার্থ-অন্বেষী হ'য়ে
যে-মুহূর্ত্তে

অন্য পন্থাকে আলিঙ্গন করেছ,—
ঠিক বুঝো—
তোমার ব্যক্তিত্ব
তখনও বিশ্বস্তিহারা,
তোমার স্বার্থ-সংক্ষুধায়
কৃতঘ্ন হ'তেও তুমি কসুর করবে না ;
এক কথায়—
তুমি স্বার্থ-ক্ষুধাতুর,
লোক-দূষক,
বিশ্বস্তি-হারা,
এমনতর যা'রা,
তা'রা ব্যর্থ ও বিধ্বস্ত জীবনই
উপঢৌকন পেয়ে থাকে প্রায়শঃ ;
সংশুদ্ধিই পরম ঔষধ। ৬৯২৮।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৯

যিনি তোমার দাঁড়া,
যাঁকে অবলম্বন ক'রে
তুমি বা তোমরা
আরোতে উৎকীর্ণ হ'য়ে চলেছ,
যাঁর জীবন-অর্জ্জনার উপর দাঁড়িয়ে—
যেমন ক'রেই হো'ক—
নিজের বা নিজের যাঁরা,
তাদের অস্তিত্বকে
পরিচালিত করতে পেরেছ,
তোমার লাখ উন্নতি হোক,
তুমি বা তোমরা
যতই উচ্ছল হ'য়ে ওঠ না কেন,
নিজের উন্নতির বার্ত্তা বলতে গেলেই
আগে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে
তাঁরই কথা ব'লে

তোমার আত্ম-বিবরণ ব্যক্ত ক'রো ;
ঐ বন্দনা তোমার আত্ম-বিবরণকে
শ্রদ্ধাঞ্জলি-অভিদীপ্ত ক'রে
আরো প্রসাদ-মণ্ডিত করতে থাকবে ;
বলা ও ব্যবহারের
এতটুকু বিনয়ী হৃদ্য অনুকম্পিতা
তোমার আরোর পথকে
মসৃণ ক'রে তুলবে,
তোমার উন্নতি-চলনা
সহজ ও হৃদ্য হ'য়ে উঠবে,
উপভোগ করবেও সবাই
তোমাকে তেমনি ক'রেই। ৬৯২৯।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৫

ইষ্টার্ঘ্যই বল,
আর ইষ্টভৃতিই বল,
যা' তোমার ভবজলধির পরম ভূমি,
—শ্রদ্ধোষিত অন্তঃকরণে
নিখুঁতভাবে পরিপালন কর তা'কে ;
কোন সর্ত্ত, হিসাব, কৈফিয়ত বা কামকামনার
লেশমাত্রও
যেন না থাকে তা'তে ;
যতই এমনতর কাম-কামনা-রহিত হবে,
তাঁর অন্তর-সাক্ষাৎকারও ততই
প্রতিফলিত হবে তোমার কাছে ;
ধ্যান-জপ-পরায়ণ হ'য়ে
অর্থভাবনায়
সঙ্গতি-সন্ধিৎসা নিয়ে
নিজেকে নিয়োজিত রাখ,
আর, তোমার চিন্তা ও কর্ম্মজীবনের
প্রতিপদক্ষেপে

ইষ্টানুশাসন-অনুশীলন-তৎপর হও—
সুনিয়ন্ত্রিত তৎপরতা নিয়ে,
বিবেকোচ্ছল অনুনয়নে,
বোধনার উদগ্র বীক্ষণায় ;
আর, এই অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থকে উপচয়ী ক'রে
নিজেকে উৎসর্গ কর তোমার ইষ্টে—
ইষ্টীপূত প্রসাদ-মণ্ডিত হ'য়ে ;
ব্যক্তিত্ব তোমার
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
বিনায়িত হ'য়ে উঠুক,
আর. বিকীর্ণ হ'য়ে উঠুক
তোমার চরিত্রে তা'—
অচ্যুত অনুকম্পী নিদিধ্যাসনায়,
উৎকণ্ঠ প্রীতি-আবেগ নিয়ে,
উদগ্র আগ্রহ-অন্বিত
সম্বেশালী সুক্রিয় সদিচ্ছ তৎপরতায় ;
আর, ঐ তৎপর অভিনিবেশ
তোমার ব্যক্তিত্বকে
যোগ্যতায় আরূঢ় ক'রে
যোগারূঢ় ক'রে তুলুক তাঁতে—
যা'-কিছুর সাত্বিক অনুনয়নী
নিবেশ-অনুক্রমায়
সার্থক সঙ্গতিতে
ইষ্টার্থ-সূত্রে
গ্রথিত ক'রে সব ;
আর, ঐ সূত্রই ব্রাহ্মী-সূত্রে
উদ্দীপিত হ'য়ে উঠুক—
তোমার জীবনস্রোতকে বিলোড়িত ক'রে ;
এই তাপদীপ্ত তপস্যা-উৎক্রমণার
অভিযান-সহ

তুমি তোমার যা'-কিছু বিশ্বকে নিয়ে
উৎসর্গীকৃত হ'য়ে ওঠ—
ঐ পর ও অপর
বর ও অবর ইষ্টব্যাক্তিত্বে ;
তৃপ্তির পরম আলিঙ্গনে
তুমি সার্থক হ'য়ে ওঠ—
স্বস্তি, শান্তি, স্বধার
সুনিয়ন্ত্রিত আলিঙ্গন-উৎসর্জ্জনায়
প্রতিপ্রত্যেককে সার্থক ক'রে
ঐ উৎসর্গের হোমযজ্ঞে। ৬৯৩০।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ১০-১০

তোমার আদিম সত্তা স্থাস্নু,
চরিষ্ণুপ্রকৃতির সাম-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
তুমি উদ্ভিন্ন হ'য়েছ,
তাই, তুমি স্থির থেকেও চর,
বীর্য্যবান হ'য়েও স্থৈর্য্যশালী,
আবার, স্থির থেকেও
বর্দ্ধনশীল অনুচলনায় চলন্ত। ৬৯৩১।
৮।৯।১৯৫৫, সকাল ১০-২০

তোমার ইষ্ট বা আদর্শ-প্রীতি
সম্বেগ-সন্দীপ্ত আগ্রহ নিয়ে
নিরত-স্রোতা কতখানি,
আর, ওজ-উচ্ছলই বা কেমন,
তা'র মোটা মাপকাঠিই হ'চ্ছে—
তাঁ'র প্রতিষ্ঠায়
স্বতঃ-সক্রিয় তৎপরতা নিয়ে
বাক্য-ব্যবহারের কেমনতর
বিন্যাস করতে পেরেছ,
এবং তা'র ফলে

যে যেমনতরই যুক্তির
অবতারণা করুক না কেন,
বা যে যেমনতরই প্রতিক্রিয়ার
সৃষ্টি করুক না কেন,
তোমার হৃদয় গুমরে উঠে
সমস্ত বাধা নিরাকরণ ক'রে,
সুদীপ্ত সম্বর্দ্ধনায়
প্রেষ্ঠ-উৎসর্জ্জনী বিনায়নী ব্যবস্থায়
সব প্রশ্ন
সব সমস্যার সমাধান
কতখানি করতে পেরেছে,
আর, তা'র অনুজ্ঞাগুলিকে
কতখানি আগ্রহ-উদ্দীপ্ত কর্ম্মনিরতি নিয়ে
নিখুঁত চারিত্র্যের সহিত
নিষ্পাদন ক'রে
তাঁতে উৎসর্গ করতে পারছ—
নিবেদিত প্রসাদে
নিজের জীবনকে ধন্য ক'রে তুলে ;
তুমি কতখানি তাঁতে—
এইই তা'র মোক্থা পরখ। ৬৯৩২।
৮।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৪৫

ঠিক জেনো—
শিক্ষায় যদি
আদর্শপ্রাণতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
বোধিতে বিন্যাস লাভ ক'রে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত না ক'রে তোলে—
অনুশীলনী তৎপরতায়,
অনুচর্য্যা-মুখর পারস্পারিকতা নিয়ে,—
সে-শিক্ষা বা তেমন দীক্ষা

মানুষকে বোধদীপ্ত দক্ষ প্রেরণায়
নিয়োজিত ক'রে
সপারিপার্শ্বিক সত্তাকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে না—
সন্ধিৎসাপূর্ণ সুসংহত
অগ্রগতি নিয়ে। ৬৯৩৩।
৯।৯।১৯৫৫, বেলা ১১টা

শিক্ষা যদি
দীক্ষায় দক্ষতা লাভ না করে—
শ্রেয়শ্রদ্ধ উৎসারণার
উৎসারণী হ'য়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণী তৎপরতায়,—
তা' কি জীয়ন্ত হ'তে পারে ? ৬৯৩৪।
৯।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-৩

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ট হও,
সক্রিয় তৎপরতায় ধর্ম্মচর্য্যা কর—
সত্তার ধৃতিপোষণী অনুচর্য্যায়
যা' যা' লাগে
তা'র শুভ-সঙ্কর্ষণী হ'য়ে ;
ইষ্টানুগ নিয়মনায়
নিজেকে ও পরিবেশ-পরিস্থিতিকে
সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে
ধৃতিমুখর যোগ্যতায়
সুযোগ্য ক'রে তোল ;
ঐ ইষ্ট-নিষ্ঠ ধর্ম্মচর্য্যাই
তোমাকে ও অন্যান্য আরোকে
মুখে অন্ন ও পরণে কাপড়
দিতে কসুর করবে না। ৬৯৩৫।
৯।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-১৪

দুধে-জলে মিশিয়ে দিলে
হাঁস যেমন
জল ফেলে রেখে
দুধটুকুই খেয়ে থাকে,
ঐই তা'র স্বভাব,
তুমিও তেমনি শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে
দুনিয়ার যা'-কিছু থেকে
শ্রেয় যা'
শুভ যা'
সেইগুলি সংগ্রহ কর,
আর, শ্রেয়-সঙ্গতিতে
সেগুলিকে
সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন ক'রে তোল—
সুক্রিয় বোধ-অনুদীপনা নিয়ে ;
তোমার ব্যক্তিত্বকে
বিনায়িত কর অমনি ক'রে,
যোগ্যতায় অঢেল হ'য়ে পড়,
তোমার সাত্ত্বিক-প্রবৃত্তি
পরম-উৎসারণায়
ঐ হাঁস বা হংসের মত হ'য়ে উঠুক,
তুমি পরমহংস হ'য়ে ওঠ। ৬৯৩৬ ।
৯।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-২০

তুমি যেখানেই যাও,
আর যেখানেই থাক,
কাউকে না কাউকে মেনে নিতেই হবে,
আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রেও চলতে হবে
তদনুগ রকমে—
তা' সে দেবতাই হো'ক,
আর শাতনই হো'ক ;
তুমি যদি কাউকে মেনে না চল,

কেউ তোমাকে মানবে না,
সেও মুশকিল,
আর, সবাইকেই যদি মেনে চল,
সব যা'-কিছু
তোমাকে বিচ্ছিন্নই ক'রে তুলবে,
সেও সাংঘাতিক ;
তাই, যিনি তোমার মূর্ত্ত কল্যাণ,
আচার্য্য যিনি তোমার,
তোমার সব যা'-কিছু দিয়ে
তাঁকেই মেনে চল—
যজন-দীপ্ত তদ্-যাজী হ'য়ে,
আর, নিজেকেও নিয়ন্ত্রিত কর
তেমনিভাবে—
শত সংঘাতের ভিতর-দিয়েও ;
তোমার ব্যক্তিত্বে
কল্যাণ মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে। ৬৯৩৭।
৯।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-২৫

মানুষ যখন তা'র সব যা'-কিছু দিয়েই
প্রিয়ের সেবা ক'রে কৃতার্থ হবার
চিরন্তন আগ্রহ নিয়ে চলে,
বিশ্বাস কিন্তু সেখানে। ৬৯৩৮।
৯।৯।১৯৫৫, রাত ১০-২০

প্রিয়ের সোহাগ ও শুভ অনুচর্য্যা ছাড়া
অবাঞ্ছিত ব্যবহারেও
যখন মানুষ অচ্যুত নিরতি নিয়ে
প্রিয়-শুভানুচর্য্যী হ'য়ে চলে—
অন্তরে ও বাহিরে,
আর, প্রতিকূল যা'-কিছুকে বর্জ্জন ক'রে
স্বস্তি লাভ করে—

মনোজ্ঞ হওয়ার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে,
আর, তাইই যা'র উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে,
অনুরাগ বা ভক্তির
সহজ বিদীপ্তিই কিন্তু তা'ই,
আর, যেখানে যতটুকু তা'র ব্যতিক্রম,—
উৎসর্জ্জনাও সেখানে তত অবিশ্বস্ত। ৬৯৩৯।
৯।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৩০

ভক্তি যেখানে,—
সন্ধিৎসু শুভ-চর্য্যাও সেখানে,
বোধ-বীক্ষিত চালচলনও তেমনতর,
আর, সহজ মূঢ়ত্বের মুখোস-পরা
প্রজ্ঞাদ্যুতিও তেমনি প্রখর—
সঙ্গতিশীল সার্থকতায় অন্বিত বিশ্বাসের
বাস্তব ভূমিতে অধিস্থিতি লাভ ক'রে। ৬৯৪০।
৯।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৪৫

ভজনশীল প্রাজ্ঞ যাঁ'রা,
কায়দার কসরত নিয়ে
তাঁ'রা কিছু বলেন না
বা চলেন না,
কায়দাই তাঁদের বলায়, চলায়। ৬৯৪১।
৯।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৪৬

মানুষের সংস্কার
সংন্যস্ত হ'য়ে বিন্যস্ত হয় তখনই—
প্রেয় যা'র জীবনকেন্দ্র হ'য়ে ওঠেন,
জীবন-দাঁড়া হ'য়ে ওঠেন,
তাঁ'র জীবন-বিশ্বের যা'-কিছু নিয়ে
সে যখন তাঁর
শুভ-অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে থাকে—

অশুভকে বর্জ্জন ও নিরোধ ক'রে
সব দিক দিয়ে
সব রকমে ;
সে ওজোদীপনায়
উৎসাহান্বিত হ'য়েই থাকে—
উল্লাস ও অবসাদের ভিতর-দিয়েই
চলস্রোতা থেকে । ৬৯৪২ ।
৯।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৫৫

লাখ চাপে পড় না কেন,
তোমার প্রীতিকেন্দ্র
যা'-কিছু সব নিয়ে
তোমাতে যদি জাজ্জ্বল্যমান থাকেন
সব সময়,
তুমি তা'র উপরেই থাকবে —
ক্রিয়ারত ব্যাপৃতির ভিতর-দিয়েও,
আর, ঐই হ'লো সাক্ষী-স্বরূপ থাকা । ৬৯৪৩ ।
৯।৯।১৯৫৫, রাত ১১টা

প্রীতির আগ্রহ-আবেগ যেমনতর—
সে মুখ্য ও গৌণের
বিভেদ-বিচারের ভিতর-দিয়ে
তেমনভাবেই তা'কে
সংসিদ্ধ ক'রে তোলে—
যা' প্রিয়তে অর্থান্বিত হ'য়ে
সার্থকতাকে আমন্ত্রণ করে । ৬৯৪৪ ।
৯।৯।১৯৫৫, রাত ১১-২০

যে যে ব্যাপারে
অন্যের সাথে সংস্রব কম,
সেই কাজগুলিকে বাছাই ক'রে নিয়ে

এমন সময়ে ফেলবে,
যাতে তোমার কোনপ্রকারে
অসুবিধা না হয় ;
কিন্তু অন্যের সাথে সংস্রব
যেখানেই আছে,
বিশেষ তৎপরতা নিয়ে
ক্রমান্বয়ী হিসাবে
যেখানে যেমন দরকার
তা'ই ক'রে যেও ;
নজর রেখো—
কেউ বিরক্ত না হয়,
কেউ হতাশ না হয়,
বরং উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে ;
তোমার প্রীতি-স্পর্শ
সব কাজের ভিতর-দিয়ে
যা'তে সবাই পায়,
সেদিকে ত্রুটি ক'রো না,
আর, তা' সবই যেন
সার্থক হ'য়ে ওঠে—
অন্বিত হ'য়ে ঐ প্রিয়তে,
উপচয়ী প্রগতি নিয়ে,
প্রতিকূল যা'-কিছুকে
এড়িয়ে বা অতিক্রম ক'রে। ৬৯৪৫।
৯।৯।১৯৫৫, রাত ১১-২২

প্রিয়পরমই বল,
ইষ্টই বল,
আর, প্রেয়ই বল,
তাঁকে এড়িয়ে চ'লো না,
তাঁর সাহায্য, সাহচর্য্য
ও অনুচর্য্যাপরায়ণ হও,

তোমার পক্ষে যা'-কিছু সম্ভব,
সংগ্রহ করতে পারলে
কিছু-না-কিছু দিওই তাঁকে—
তা' নগণ্য হ'লেও ক্ষতি নেই;
আর, যত পার,
তাঁর শুভ-চিন্তাশীল হ'য়ো—
অশুভকে বর্জ্জন ক'রে
প্রতিবাদ ক'রে,
প্রতিরোধ ক'রে,
আর, তা' যত হৃদ্য হয়,
ততই মাঙ্গল্য ;
ওজোদীপ্ত প্রিয়প্রতিষ্ঠ উদ্যমকে
কখনই শ্লথ হ'তে দিও না,
তদনুগ কর্ম্মতৎপর হ'তে
ত্রুটি ক'রো না একটুও,
এই ওজোদীপ্ত চলনই পরাক্রম ;
তাঁর মনোজ্ঞ হবার
অদম্য আগ্রহ নিয়ে চল,
যে-আগ্রহ তোমাকে
কোনমতেই রেহাই দেবে না,
ঐ আগ্রহই আনবে তোমার
আত্মবিনায়ন ;
তোমার চলনাকে এমন ক'রো
যাতে তোমার ভিতর-দিয়ে
তোমার প্রিয়পরমকে
সবাই পেতে পারে। ৬৯৪৬।
৯।৯।১৯৫৫, রাত ১১-৪৫

আশ্রয়কে অবজ্ঞা ক'রে,
যিনি জীবনদাঁড়া
তাঁকে প্রতারিত ক'রে

বা অবহেলা ক'রে,
অনুচর্য্যী দায়িত্বকে
অস্বীকার ক'রে,
তাঁর কৃতিচর্য্যাকে বিক্ষুব্ধ ক'রে,
শুভচর্য্যাকে বিদলিত ক'রে
মর্য্যাদায় অপঘাত করে যা'রা—
স্বার্থ-প্ররোচনায়
বিষয়ান্তরে নিয়োজিত হ'য়ে,—
তা'রা অকৃতজ্ঞ তো বটেই,
অবিশ্বস্ত কৃতঘ্নও তা'রা কম নয়কো ;
আবার ওজোদীপ্ত প্রতিরোধ না ক'রে
তা'দের সমর্থন যারা করে,
নিশ্চয় জেনো—
তা'দের অন্তর-প্রবৃত্তিও তেমনতর ;
যে-কোন মুহূর্ত্তে
বিপাক-বিদ্ধ ক'রে
ঐ জাতীয় কতরকম প্রতারণায় যে
প্রতারিত করতে পারে তা'রা,
তা'র ইয়ত্তা নেই,
তাই, সাবধান থেকো তা'দের হ'তে ;
তা'রা শ্রেয়ার্থকে অবদলিত ক'রেও
প্রবৃত্তির স্বার্থক্ষুধায়
অভাবনীয় কিছু করতে
দ্বিধা নাও করতে পারে ;
এরা প্রায়ই
লোকস্বার্থের ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে
ভাঁওতায় অন্যকে
নিজ সমর্থনে এনে
দিগ্‌দারীতে ফেলে দিতে
কসুর করে না ;
অমনতর সম্ভাব্যতাই অনেক বেশী

তাদের দিয়ে ;
সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে চ'লো—
প্রস্তুতির পরম আশ্রয়ে
নিজেকে উদাত্ত রেখে। ৬৯৪৭ ।
১০।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-২২

যা'রা সম্মুখে শুভ-কামনাশীল,
মোসাহেবী তৎপরতায়
অনুচর্য্যাপরায়ণ,
সমর্থক ও সহায়ক,
পরোক্ষে নিন্দুক ও অশুভকামী
ও তৎ-ক্রিয়াসম্পন্ন,
এমনতর যা'রা তা'দের সঙ্গে
বেশ সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে চ'লো,
সংঘাত, ক্ষয় ও ক্ষতি
তোমাকে যেন কিছুতেই
স্পর্শ করতে না পারে। ৬৯৪৮ ।
১০।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-২৫

যা'রা সম্মুখে
তা'দের বাস্তব দর্শন যা'
তা' উদ্‌ঘাটিত করে
ও শুভ-কামনায় বিনায়নচেষ্ট হ'য়ে
যা' করণীয় করতে কসুর করে না,
তা'রা কিন্তু ঢের ভাল,
তোমার বান্ধব-শ্রেণীর মধ্যেই গণ্য তা'রা ;
পরোক্ষে নিন্দুক যা'রা,
স্বতঃ-স্বার্থপটু নিন্দাশীল,
অপকর্ম্মনিরত—
সামনে শুভেচ্ছাপূর্ণ হ'য়েও,—
ঐ শাতন-প্রতিভূদের প্রতি

বিশেষ লক্ষ্য রেখো—
প্রকৃত বান্ধব-সমাকীর্ণী
প্রস্তুতি নিয়ে। ৬৯৪৯।
১০।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৩১

আলাপ-আলোচনা,
কথাবার্ত্তা বা কাজের ভিতর-দিয়ে
অশুভ বা দুষ্টভাব-দীপক কথার
ঢেকুর ওঠে যা'দের—
এমন-কি, বিদ্রূপের ভিতর-দিয়েও,
আর, সেই কথা ধরলেই বলে থাকে—
'আমি অমনতর মানে নিয়েই বলি নি',
তা'দের প্রতি যেন তোমার নজর থাকে,
ডোবা কুমীর হ'তে সাবধান থেকো ;
অমনতর দেখলেই
পার্শ্ব-প্রতিরোধ সৃষ্টি ক'রেই
চলতে থাকবে,
ক্ষতিজনক যেন কেউ না হ'তে পারে
তোমার কাছে। ৬৯৫০।
১০।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৪০

উত্তরদায়ক ভৃত্য ভাল নয়,
কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভকর্ম্মা
প্রীতিপ্রসন্ন বান্ধব
সমীচীনভাবে
উপযুক্ত যা' তা' যদি না বলে,
বা উত্তর না দেয়—
সিদ্ধান্তমুখতা নিয়ে,—
তা'ও কিন্তু সুবিধার নয় ;
অবশ্য সম্মুখেই হো'ক,
আর পরোক্ষেই হো'ক,

তোমার হিতকর্ম্মী, হিতবাদী
ও প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী যা'রা নয়,
তা'রা কিন্তু তোমার
বান্ধবশ্রেণীভুক্ত নয়। ৬৯৫১।
১০।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৫

যে বা যা'রা
অহেতুকভাবে
বা নগণ্য হেতু আবিষ্কার ক'রে,
অন্যের ক্ষয় ও ক্ষতিতে
আগ্রহান্বিত হ'য়ে
তা'ই নিয়ে নাড়াচাড়া করার প্রবৃত্তিকে
সজাগ রেখে চলে,
বা দোষদর্শী নিন্দাসূচক
সমালোচনা ক'রে চলে,
তোমার বেলায়ও
তা'রা কিন্তু তেমনি ;
সাবধান থেকো !
যদি পার, তোমার পরিশুদ্ধি-প্রবণতা
তা'দেরও পরিশুদ্ধ ক'রে তুলুক—
প্রীতি-প্রাণতায় উদ্দীপ্ত ক'রে। ৬৯৫২।
১০।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৪৫

যে তোমার জন্য সব করতে পারে—
এমনতর বলে থাকে,
কিন্তু তোমার অনুকূল অনুচর্য্যায়
বা অনুকূল প্রতিষ্ঠায়
সক্রিয় স্বতঃ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
প্রতিকূল যা'-কিছুকে
বর্জ্জন করতে পারে না,
বা প্রতিরোধও করতে পারে না—

একটা অচ্যুত প্রীতি-আগ্রহে
অধিষ্ঠিত থেকে—
শত সংঘাতেও যা' বিদীর্ণ হয় না
—এমনতর রকমে,—
তাদের অমনতর কথায়
আস্থা ক'রে চলা
একটা বেকুবী ছাড়া আর কিছুই নয়,
যে-কোন মুহূর্ত্তে তুমি
ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পার ;
চল, কিন্তু সাবধানে—
অদৃশ্য নিরোধ সৃষ্টি করতে করতে। ৬৯৫৩।
১০।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৪৮

ব্যবহার ক'রো,
কিন্তু বিপদ ডেকে এনো না,
বরং আপ্যায়নায় প্রীত ক'রে তোল—
শুভ-প্রেরণাপ্রবুদ্ধ ক'রে। ৬৯৫৪।
১০।৯।১৯৫৫, সকাল ৮টা

এমন বল,
এমন চল,
আর, এমন রকমেই কর—
বাক্য-ব্যবহারের সঙ্গতি রেখে,
যে, তোমাকে দেখেই
তোমার প্রিয়পরম বা প্রেয় কেমন
তা' লোকে বুঝতে পারে—
ললিত সামছন্দের
চারিত্র্যিক ধ্বনন-স্পর্শে। ৬৯৫৫।
১০।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-১০

বান্ধবকে যদি বাছাই করতে চাও—
অবশ্য সে-বান্ধব যদি
শোষণ-সংক্ষুব্ধ প্রীতি নিয়ে
তোমাতে লাগোয়া না হ'য়ে থাকে,—
সক্রিয় প্রীতি-অনুচর্য্যায় চলন্ত থেকেও
কখনও কখনও ক্ষণিকের জন্য
এমনতর দুর্ব্যবহারের ভাঁওতা সৃষ্টি ক'রো,
যা'র ফলে, সাধারণ লোকে
ধুক্ষাপীড়িত না হ'য়েই থাকতে পারে না ;
অমনতর ক'রেও যদি দেখ—
তোমার শুভানুধ্যায়িতা
ও শুভকর্ম্মিতা হ'তে
সে একপাও টলে নি,
বা কোথাও বলা-করা হ'তে
এক চুলও থেমে যায় নি,
প্রীতি-প্রসন্ন আলিঙ্গন-উৎসারণা
তা'র অবাধই হ'য়ে আছে,
বোধদীপ্তি
একটুও মলিন হ'য়ে ওঠে নি,—
ক্রমাগতিতে তা'কে
কথায়, আচারে, ব্যবহারে,
চালচলনে
জীয়ন্ত পরিচর্য্যা নিয়ে
বান্ধবতায় আঁকড়ে ধ'রো,
ব্যাহত হবে কমই ;

নজর রেখো—
তা'র জীবন-উৎসারণার ভিতরই
নিহিত আছে
তোমার জীবনীয় স্বার্থ,
আর, তা'র বেলায়ও তা'ই ;
আবার, শোষণ-সংক্ষুব্ধ প্রত্যাশা

নিয়ে যা'রা চলে,
তা'দের প্রত্যাশা প্রতিহত হ'লেই
তা'রা কিন্তু ছিটকে পড়ে প্রায়শঃ। ৬৯৫৬।
১০।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-২৫

তোমার যা'র প্রতি প্রীতি,
ভাববন্ধন নিরন্তরভাবে চলৎশীল—
অবিচ্ছিন্ন হ'য়ে,
পারস্পরিক ও পারম্পরিক
আদান-প্রদানের ভিতর-দিয়ে,—
তুমি কিছু-না-কিছু
তদ্‌গুণান্বিত হ'য়েই উঠবে ;
বেলগাছের সঙ্গতি নিয়ে
যদি আম গাছ থাকে—
নিরন্তরতা নিয়ে,
সে আমে বেলেরই গন্ধ হ'য়ে থাকে,
আনারসের বেলায়ও অমনতর,
অল্পবিস্তর উভয়তঃই এমনতর হ'তে
দেখা যায় প্রায়শঃ। ৬৯৫৭।
১০।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৪৫

প্রীতি যেখানে সহজ উৎসারণায়
উদাত্তস্রোতা,—
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিও সেখানে
তদনুকূল অনুচর্য্যায়
নিরত হ'য়ে ওঠে,
প্রতিকূল-বর্জ্জনাতেও তেমনি
সক্রিয় হ'য়ে ওঠে,
আর, সঙ্গে-সঙ্গেই জেগে ওঠে
প্রিয়র মনোজ্ঞ হবার
উদগ্র আগ্রহ,

ঐ আগ্রহ-অনুবেদনা নিয়ে
সে নিজের ভিতর-বাহির
সুসজ্জিত ক'রে তুলতে চায়—
প্রিয়ের মনোজ্ঞ আত্মানুনয়নে ;
তাই, সে হেলায়
নিজের ব্যক্তিত্বকে
ঐ রং-এ রঙিল ক'রে তুলতে পারে,
আর, তোলেও তাই ;
তাই, তাঁর মনোজ্ঞ হও,
প্রিয়-উপভোগ-উৎসারণায়
জীবনকে ধন্য ক'রে তুলে
তাঁ'রও উপভোগ্য হ'য়ে ওঠ তুমি। ৬৯৫৮।
১০।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-১৫

তোমার জীবন-সমুদ্রে
বা এই হওয়ার সমুদ্রে
ইষ্টভৃতি প্রবালদ্বীপ-স্বরূপ—
যা'র উপর দাঁড়িয়ে
সপারিপার্শ্বিক তোমার জীবন-জগৎকে
এমনতরভাবে
বিনায়িত করতে পার,
যা'তে ঐ প্রবালদ্বীপ
প্রকৃষ্ট ব্যাপ্তিতে
বিরাট হ'য়ে উঠতে পারে—
ইষ্টানুগ অনুচলন-তৎপর হ'য়ে,
তদনুগ আত্মবিনায়না নিয়ে ;
আর, যতই ঝামেলা আসুক,
ঝঞ্ঝাটের ঝাপ্‌টা
যেমনতরই প্রবাহিত হোক
তোমার উপর দিয়ে,
আগন্তুক প্রবাহ নিয়ে,—

দেখবে—
ঐ সক্রিয় বাস্তব অর্ঘ্য-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তুমি এমনভাবে
স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে,
যা'তে ওগুলি
কিছুই করতে পারবে না তোমার ;
প্রতি পদে, নিরাকরণে,
নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে
বরং সেগুলিকে বিনায়িত ক'রে
শুভপ্রসূই ক'রে তুলতে পারবে ;
আর, দেখবে যারা তা' করে না—
নিখুঁতভাবে
শ্রদ্ধা-উৎসারণী
সাংস্কৃতিক শুচিতা নিয়ে,—
তা'রা হয়তো ঝড়ের কুটোর মত
কোথায় বিক্ষিপ্ত হ'য়ে
বিধ্বস্তিতে নাজেহাল
বা অবসান হ'য়ে চলবে,
তা'র ইয়ত্তাই নেই কো ;

তাই বলি,
দৃঢ়ভাবেই বলি—
যাই কর, আর তাই কর
নিখুঁত সাংস্কৃতিক শুচিতা নিয়ে
বিনা সর্ত্তে
বিনা কৈফিয়তে,
বিনা হিসাব-নিকাশে
শ্রদ্ধোচ্ছল স্বতঃস্বেচ্ছ আকূতি নিয়ে
অন্তর-উৎসর্জ্জনায়
ঐ ইষ্টভৃতি
প্রত্যহ নির্ব্বাহ ক'রে চল—
স্বস্তির শান্তিজল ক্ষেপণ করতে করতে ;

ওটা তোমার দৈনন্দিন মঙ্গল-যজ্ঞ ;
ঠিক জেনো—
যা'রা ও' হ'তে তোমাকে
নিবৃত্ত করে,
তা'রা যেমনতরই শ্রদ্ধার পাত্র হো'ক না কেন,
অজ্ঞতাবশতঃ তা'রা
শত্রুতাই ক'রে থাকে,
বজ্রের মত ভয়াল তা'রা
তোমার জীবনে। ৬৯৫৯।
১০।৯।১৯৫৫, সকাল ১০-২৫

স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি নীতিকে
কখনও বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলো না,
তোমার জীবন-চলনায়
এস্তামাল ক'রে নাও ওগুলিকে,
আর, ভক্তি-উচ্ছল অনুনয়নে
নিখুঁতভাবে সেগুলিকে
নিষ্পন্ন ক'রে চল,—
স্বস্তির পথ খোলাই রইবে
তোমার সম্মুখে। ৬৯৬০।
১০।৯।১৯৫৫, সকাল ১০-২৭

তুমি যেমনই হও না কেন,
আর, লোকে তোমাকে যা'ই বলুক না কেন,
তোমার মেক্‌দার যেমনতর,
গতিবিধিও তেমনতর,
আর, পরিবার-পরিবেশেও
তুমি তেমনতরই পরিগণিত। ৬৯৬১।
১০।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-১৬

চাইতেই যদি হয়,—
বিনীত হৃদ্য বাক্ ও ব্যবহার নিয়ে
মানুষকে উৎফুল্ল ক'রে চেও ;
না পেলেও যদি বিরক্ত না হও,—
চাওয়ার উপযুক্ত কেবল তখনই তুমি। ৬৯৬২।
১০।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-৩৬

পিতৃ-পিতামহের কল্যাণ-কামনায়
সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠানিক
শুচিতার ভিতর-দিয়ে
যখনই তাঁদের উদ্দেশ্যে
আমরা সাধ্যমত কিছু দান করি,
স্মরণ করি,
আমাদের অন্তর্নিহিত স্মৃতিচেতনাও
তা'র ভিতর-দিয়ে জাগ্রত হ'য়ে
আমাদের আভিজাত্য ও ঐতিহ্যকে
সজাগ ক'রে রাখে,
এ ছাড়া অন্য কিছু হো'ক
আর নাই হো'ক,
ঐ ঐতিহ্য ও আভিজাত্য
যা' আমাদের জীবনকে
বৈশিষ্ট্যে বিনায়িত ক'রে
বিধৃত ক'রে রেখেছে,
তা' ভেঙে গিয়ে
আমাদের বিপথে পরিচালিত করতে পারে
কমই ;
তাই, স্মারক অনুষ্ঠান বা শ্রাদ্ধাদির
বিশেষ উপকারিতা সেইখানে—
এর অন্তর্নিহিত সার্থকতা
আর কিছু থাক্ বা না থাক্। ৬৯৬৩।
১০।৯।১৯৫৫, বিকাল ৪-১০

চাও,

কিন্তু চরিত্রকে দুষ্ট ক'রো না । ৬৯৬৪ ।

১০।৯।১৯৫৫, বিকাল ৪-৫০

দাওই যদি—

অনুকম্পায় দরদী মন নিয়ে দিও,

আর, দিয়ে খোঁটা দিও না—

বিশেষতঃ দম্ভ-আঘাতে,

সে-দান কিন্তু

তোমার দৈন্যকেই আহ্বান করবে,

আর, অযথা বিরক্তি বা শত্রুতার

আমদানী করবে তা' । ৬৯৬৫ ।

১০।৯।১৯৫৫, বিকাল ৪-৫৫

নিতেই যদি হয়,—

প্রবৃত্তির ক্ষুধা আপূরণের জন্য

নিতে যেও না,

সত্তা-পোষণ-প্রয়োজনে নিও,

ঐ নেওয়ার ভিতর-দিয়েও

যা'র কাছ থেকে নিচ্ছ—

সে যেন প্রসাদমণ্ডিত হয়,

অন্তরে সম্বর্দ্ধিত হয় ;

কিন্তু তা' করতে যেও না,

যা'তে সে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে,

বা তোমাকে দিয়ে

তা'র দিন-গুজরান চলনটাও

ব্যাহত হয়,

—সুস্পষ্ট নজর রেখো । ৬৯৬৬ ।

১০।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-১৫

কর নিও,—
প্রয়োজন যদি হয়,
কিন্তু কৃতি-অনুচর্য্যায়,
কর যেন কাউকে ক্লিষ্ট ক'রে না তোলে। ৬৯৬৭ !
১০।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-২০

শাসন করবার পূর্ব্বেই
নিজে সুশাসিত হ'য়ো,
ঐ সুশাসিত ব্যক্তিত্ব যেন
প্রীতি-প্রসাদ-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে ;
যা'র প্রীতি নাই—
তা'র শাসনের অধিকারও নাই,
শাসন যদি তোষণকে
দৃপ্ত করে না তোলে,
তা'র তৃপ্তিই বা কোথায় ? ৬৯৬৮।
১০।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-২২

কষ্ট কর—
ক্লেশসুখপ্রিয়তার অদম্য উৎসাহ নিয়ে,
শ্রেয়ানুধ্যায়ী অর্জ্জনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে নিজেকে,
নজর রেখো—
ক্লিষ্ট না হও তা'তে ;
ঐ তপ-তাপ
নিষ্পন্নতার অনুশীলনায়
তোমাকে তৃপ্তও করবে,
দীপ্তও ক'রে তুলবে। ৬৯৬৯।
১০।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-২৪

বিশ্রাম-লোভী হ'তে যেও না,
সুক্রীড় হও,

কৃতি-দীপনাই কিন্তু আরাম,
যা'র ফলে, তোমার সত্তাও
আরতিমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে—
প্রেয়-পূজা-প্রয়াসে। ৬৯৭০।
১০।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-২৫

বিশ্রাম কিন্তু তাকেই বলে—
যা'র ফলে আরোতর উদ্যমে
তুমি শ্রমপটু হ'য়ে ওঠ,
আর, তা' যত
স্বস্তি-সম্ভার-বাহী হ'য়ে ওঠে,
ততটুকুই ভাল। ৬৯৭১।
১০।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-২৯

দৃপ্ত হও,
কিন্তু স্বার্থদুষ্ট হ'য়ো না,
ঐ দৃপ্ত দীপনা
শোভনীয়ই হ'য়ে ওঠে প্রেয়-গৌরবে,
হৃদ্য-অনুচর্য্যার আরতি-আবেগে,
প্রেয়মুগ্ধ হৃদয়ের
সক্রিয় তাপস-নন্দনায়,
প্রেয়পূজারীর হৃদয়ের হোমবহ্নির
হবিঃসিক্ত উত্তাল চলনে,
আর, ঐ সুক্রিয় তৎপরতাই
দৃপ্তি, গর্ব্ব, গৌরব—
অস্মিতার সুখশয্যা। ৬৯৭২।
১০।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-৪৫

সত্য অর্থাৎ সত্তা ও বিদ্যমানতার
মূর্ত্তপ্রতীক হ'লেন ইষ্ট,
আর, সত্তার ধৃতি ও ধর্ম্মের

বৈধী অনুপোষণী যা'
তা'র অনুশীলনাই হ'চ্ছে কৃষ্টি,
তাই, সত্য, ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের সাথে
আপোষরফা করতে যেও না—
তৎপোষণী সমীচীন সিদ্ধান্তে না এসে ;
বরং অনুচর্য্যী মিলনতালে চ'লো—
হৃদ্য অনুনয়নে
সবাইকে সুসংহত ক'রে,
অনুশীলন-উদ্দীপনায়,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে,
দরদী অনুভাবিতাকে আশ্রয় ক'রে ;
এই চলন তোমার ব্যক্তিত্বকে
সুসংহত ক'রে তুলবে। ৬৯৭৩।
১০।৯।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-২৮

যোগ্যতাকে বাড়াও,
এ বাড়ানর ধান্ধা নিয়েই
নিজেকে ব্যাপৃত রাখ,
আর, ঐ যোগ্যতার
অনুচর্য্যী অর্জ্জন নিয়ে প্রস্তুত থাক—
তোমার পরম-ভিখারীর জন্য—
যিনি তোমার প্রিয়পরম,
ইষ্টদেবতা ;
কোন্ মুহূর্ত্তে তিনি তোমার কাছে আসবেন,
তা'র নিশ্চয়তা নেই কো ;
তাই, তাঁকে দেবার জন্য
সর্ব্বদাই প্রস্তুত থেকো—
দিয়ে কৃতকৃতার্থ হ'তে ;
আর, ঐ অর্জ্জনা
তাঁকে নিবেদন ক'রে
প্রসাদ-স্বরূপ যা' থাকে,

তা'ই দিয়ে তোমার পরিবার-পরিজনকে
যথাসাধ্য ভরণ-পোষণ ক'রো ;
সার্থক মিতিচলনে চ'লো,
বাঁচতে, বাড়তে
বিহিত যা'
তা'র বেশী খরচ করতে যেও না ;
জীবন-চলনায় যা' লাগে
তা' ছাড়া
বাহুল্যের উৎপাত সৃষ্টি ক'রো না ;
তোমার এই প্রস্তুতি
সম্বর্দ্ধনী পরিচর্য্যায়
যোগ্য হওয়ার যুত চলনায়
তোমাকে প্রসাদ-নন্দনায়
বর্দ্ধন-মণ্ডিত ক'রে তুলবে ;
আর, এই বর্দ্ধনাই হ'চ্ছে
তোমার আশীর্ব্বাদ—
নিয়ন্ত্রণী অনুশাসন। ৬৯৭৪।
১০।৯।১৯৫৫, রাত ৭-৫০

দুনিয়ায় অনেকেই
সুখ কী তা' জানে না,
সুখের মুখও দেখেনি অনেকেই ;
নিজেকে কেমন ক'রে বিনায়িত ক'রে
কী চাল-চলনে চ'লে
প্রসাদ-নন্দনায় নিজে সুখী থেকে
অন্যকে সুখী করতে পারা যায়,
তা' অনেকেই বোঝে না,
অনেকে বুঝেও তেমনতর চলে না ;
তুমি ইষ্টীপূত হ'য়ে ওঠ
কৃতী উৎসারণায়,
তাঁ'র মনোজ্ঞ হবার

অজচ্ছল আবেগ নিয়ে ;
তিনি যেমনতর ভালবাসেন,
তেমনি ক'রেই চল—
নিজের কৃতি-উৎসারণাকে
উপচয়ী ক'রে তুলে ;
আর, উপচয়ী যোগ্যতার উপর দাঁড়িয়ে
যোগ্যতর হ'য়ে উঠতে থাক,
আর, যোগ্যতার অর্জ্জনা যা'-কিছু
তাঁতে উৎসর্গ কর তা',
আর, সেই উৎসর্জ্জনার প্রসাদ যা' পাও,
তা'ই দিয়ে তোমার স্বাস্থ্য ও সুস্থিকে
বিহিতভাবে বিনায়িত ক'রে
তৃপ্তি-নন্দিত হ'য়ে ওঠ,
আর, পরিবার-পরিবেশকে
ঐ নন্দনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল,
তুমিও তাঁর উপভোগ্য হও,
আর, অমনি ক'রে
শ্রদ্ধোষিত ক্রমচলনের ভিতর-দিয়ে
তাঁকে উপভোগ কর,
তোমার ব্যক্তিত্ব
সার্থকতার পরম নন্দনায়
তৃপ্ত হ'য়ে উঠবে,
বোঝ, মিলিয়ে দেখ,
সুখ কোন্ পথে। ৬৯৭৫।
১০।৯।১৯৫৫, রাত ৮-২০

সুনিষ্ঠ হ'য়ে দেখ, শোন, কর,
পর্য্যায়ক্রমে চল এমনি ক'রে—
নিষ্পন্ন করতে করতে,
এমনি ক'রেই
সুসংগত বোধ গজিয়ে উঠবে ;

এই অনুশীলনী
নিষ্ঠাসন্দীপ্ত কৃতী চলনই
বোধের পরম প্রসূতি। ৬৯৭৬।
১০।৯।১৯৫৫, রাত ১০-১০

বলে কিন্তু করে না,
অথচ ভাল লোক,
সে কিন্তু নিশ্চিন্তে নির্ভরযোগ্য নয়,
তাই, তা'র কাছে উপস্থিত হ'য়ো,
ব'লো,
এবং যা' করবার তা' করিয়ে নিও—
কুশলকৌশলী তৎপরতায়। ৬৯৭৭।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৪৫

তুমি যাঁতে প্রীণন-প্রলুব্ধ,
যাঁ'র সাহচর্য্যে জীবন
পরিস্ফুরিত হয়,
পরিতর্পিত হয়,—
তিনিই তোমার প্রিয়, প্রেয় বা শ্রেয় ;
শত সংঘাত সত্ত্বেও
নিরন্তরতা নিয়ে
তাঁরই সেবাদীপ্ত থেকো। ৬৯৭৮।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৭টা

আচার্য্য-শিষ্য,
পিতা-পুত্র,
জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ,
আশ্রয় ও আশ্রিত—
এরা অনুচর্য্যী সেবক হ'লেও
সর্ত্তবিহীন,
কিন্তু প্রভু-ভৃত্য

সেব্য-সেবক,
এক কথায়, যা'রা সর্ত্ত-নিবদ্ধ,
যেখানে তা'রা পরিভৃত হয়,
সেই-ই তা'দের পরম স্থল,
আর, সর্ত্তবদ্ধ হ'লেই
সর্ত্তের ব্যত্যয়ে
ঐ ভরণ যেখানে যত বিশদ—
তা'রা তাকেই অবলম্বন ক'রে চলতে পারে ;
আর, যে সংস্রবে সর্ত্ত নেই—
তা' কিন্তু অত্যাজ্য,
তা'কে ত্যাগ ক'রে
অন্য কিছুকে অবলম্বন করা—
তা' অপলাপী অকৃতজ্ঞতা। ৬৯৭৯।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-১৫

দক্ষিণা দিতে
কখনই তোমার
পারগতাকে ক্ষুণ্ণ ক'রো না,
বরং আগ্রহদীপ্ত উপচয়ী
যত হ'তে পার,—
তাইই ভাল,
দক্ষিণায় পারগতাকে বর্দ্ধিত না ক'রে
ক্ষুণ্ণ করলে
দক্ষতাও দীনই হ'য়ে চ'লে থাকে
প্রায়শঃ। ৬৯৮০।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৪৫

শ্রেয়নিষ্ঠ অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
কষ্ট পাওয়াও ভাল,
কিন্তু অযথা কৃশ হ'তে যেও না। ৬৯৮১।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৫৫

কৃচ্ছ্রতাই কিন্তু তপস্যা নয়,
অনুশীলনী তপশ্চর্য্যাই হ'লো সাধনা,
যা' নিষ্পন্নতায়
নিবিষ্ট ক'রে তোলে। ৬৯৮২।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৮টা

বৈধী বহু-বিবাহকে
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলো না,—
ব্যাপ্তি ও বর্দ্ধনা
বিদ্রূপ করবে তোমাকে। ৬৯৮২ (ক)।
২০।৮।১৯৫৫, বিকাল ৪-১৭

ইষ্টভৃতি তোমার
প্রাত্যহিক মঙ্গল-যজ্ঞ,
আর, বিহিত ইষ্টভরণী অনুচর্য্যাই হ'চ্ছে
মাঙ্গল্য-উৎসারণা। ৬৯৮৩।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-১

যজনহারা যাজন
আর দুধ ছাড়া মাখন—
একই রকম প্রায়। ৬৯৮৪।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-২

আচরণহীন আচার্য্য
আর করণ-বিহীন কার্য্য—
দুই-ই সমান। ৬৯৮৫।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-১০

যা' করতে—
যে ভাব নিয়ে

যেমন ক'রে করতে হয়—
উপযুক্ত ফলপ্রসূ ক'রে,—
তেমনতর চলা, বলা ও করাকেই
সার্থক আচরণ বলতে পার। ৬৯৮৬।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-১৫

তুমি ইষ্টভৃতি-পরিচর্য্যাই কর না,
করলেও তা'তে শ্রদ্ধোৎসারিণী
অনুচর্য্যা নাই,
ইষ্টার্ঘ্য-অন্বিত নও তুমি নিজেই,
অথচ যজন-দীপ্ত,
ঠিক বুঝো—
সে-যজন ইষ্টে বিনায়িত হ'য়ে ওঠে নি,
তাই, ও-যজনও ইষ্টার্থবাহী হ'তে পারে না,
তা' না হ'লে ইষ্টীপূত দ্যুতির আবির্ভাব
তোমার চরিত্রে
কি ক'রে ঘটতে পারে ?
তাই, তোমার যাজনও
জীবনহারাই হ'য়ে ওঠে,
কারও হৃদয়কে স্পর্শ করে
সুক্রিয় উদ্দীপনায়
অনুপ্রাণিত করতে পারে না ;
বুঝে নাও—
খাঁকতি কোথায়,
দেখে তা'র অপসারণ কর,
ইষ্টীতপা হ'য়ে চল—
যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে,
তোমার যাজনও জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে। ৬৯৮৭।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৩০

তুমি যা'কে মানবে যেমন,
প্রীতি আগ্রহ নিয়ে চলবে যেমন—
অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে,
তোমার ব্যক্তিত্বও তেমনতরই
রঙ্গিল হ'য়ে উঠবে ;
মানা আর অনুচর্য্যী-কর্ম্মে
গরমিল যেখানে যত,
হওয়ায় খাঁকতিও
তেমনতরই হ'য়ে থাকে ;
মানা ও করার মিলন যেখানে যেমন,
পারা ও হওয়ার মিলনও তেমনি। ৬৯৮৮ ।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৩৫

তুমি কোথায়
কি ব্যাপারে
কখন কী করবে,
তা'র ঠাওর পেয়ে ওঠ না,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তুমি কোন কিছু নিয়ে
নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতায়
লাগোয়া থাক না,
তাই, পরিবেশের সংঘাতও আসে না,
আর, আসে না ব'লেই
কোথায় কেমন ক'রে
কী করা উচিত,
তা'ও তোমার বোধে
এস্তামাল হ'য়ে ওঠে না,
আর, সেইজন্য সব সময়ই তুমি
দিশেহারা দুর্গতি নিয়ে চল ;
সংঘাত এলেই
তোমার আচার, ব্যবহার, করণ

কোথায় কেমন করতে হবে—
তোমার ও অন্যের হৃদ্য ক'রে,
কতখানি ধরতে হবে,
কতখানি ছাড়্তে হবে,
ভেবে, বুঝে
ঠাওর ক'রে নিতে পার না ;
এমনতর হ'লে
কি ক'রেই বা ঠাওর পাবে ? ৬৯৮৯ ।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৪৫

তোমার আন্তরিক উদ্দেশ্য
একরকম,
আর, লোক দেখিয়ে কর অন্য রকম,
এমনতর স্থলেও
সংঘাতকে কি ক'রে
বিনায়িত করতে হয়,
তা' ঠাওর পাওয়া কঠিন ;
তাই, অবাঞ্ছিত সংঘাত পেলেই
ভঙ্গ দিয়ে পালান ছাড়া
উপায়ই থাকে না ;
তোমার উদ্দেশ্য একরকম,
প্রকাশ আর একরকম,
আর, করার কায়দা
ঐ উদ্দেশ্যের আপূরণী,
তাই, তোমার সম্বন্ধে লোকের ভাবা
ও তোমার করায়
সঙ্গতি হয় না ;
এবং তোমার ব্যক্ত উদ্দেশ্য
ও করার মধ্যে
গরমিল ও ফাটলের দরুন
যখন পারিপার্শ্বিক থেকে

সংঘাত আসবে,
ঐ সংঘাতকে বিনায়িত করা
মুশকিলই হ'য়ে উঠবে তোমার পক্ষে,
তুমি ঠিক্‌রে পড়বে—
অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যা'
সেই দিকেই ;
জরাসন্ধের অবস্থা ছাড়া
তোমার আর কী হ'তে পারে ?
লুকোচুরি চলন
লোকদূষকই হ'য়ে থাকে। ৬৯৯০।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৫০

তোমার অন্তর্নিহিত
উদ্দেশ্য ও আদর্শের
আর প্রকাশ্য বলা-করার মধ্যে
যতখানি বিভেদ—
তোমার পরিবেশ ও তোমার ভিতরে
বিশৃঙ্খলাও তদনুপাতিক। ৬৯৯১।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৩৫

তোমার সঙ্কল্পকে স্মরণ কর,
আর, যা' করেছ
তোমার সেই কর্ম্মকেও
স্মরণ কর,
আর, তা'র ভিতর গরমিল কতখানি—
কেমনতর—
ধীইয়ে দেখ,
পরিশুদ্ধ কর নিজেকে,
তোমার চলনকেও তেমন ক'রে তোল ;
'ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর।' ৬৯৯২।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৪০

তোমার সংকল্প যদি
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অনুক্রিয়
না হ'য়ে ওঠে,
তোমার ইচ্ছাও শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে না,
আর, করাতেও
উদ্দাম হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তদনুপাতিক ফল-অর্জ্জনেও
বিফল-মনোরথ হবে। ৬৯৯৩।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৪৫

দৃঢ়সংকল্প হ'লেই—
কোন প্রয়োজন ও কর্ম্ম
যদি সংকল্প-অনুগ না হয়,
তা' তোমাকে কিছুতেই
অন্য ব্যাপারে
নিয়োজিত করতে পারবে না,
তুমি সে দিকে যাবেই না কোনক্রমে,
তুমি অনন্যকর্ম্মা হ'য়ে চলতে থাকবে—
সংকল্পের আপূরণ-তৎপর হ'য়ে। ৬৯৯৪।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৫০

বিহিত কর্ম্মানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকল্পগুলিকে
নিষ্পন্ন কর—
নিখুঁতভাবে,—
বৃহৎ সংকল্প-সিদ্ধির শক্তিও
অমনতরই চলনায়
ক্রমতৎপর শক্তিমত্তায়
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে তোমার ব্যক্তিত্বে। ৬৯৯৫।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৫১

ইষ্টানুচর্য্যী সংকল্প
তোমাকে শ্রেয়-চলনে
শক্তিমান ক'রে তুলবে—
সমস্ত সংঘাতকে সুবিনায়িত ক'রে,
শাতনদৃপ্ত সংকল্প
তোমার অবনতির পথই
প্রশস্ত করতে থাকবে,
আর, সংঘাতগুলি
অবনতির গতিকে
আরো জোরালোই ক'রে তুলবে। ৬৯৯৬।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৫৫

চুরি ক'রো না,
চৌর্য্য-প্রবৃত্তি
তোমার বোধনাকে চুরি ক'রে
ব্যক্তিত্বকে চুরমার ক'রে দেবে। ৬৯৯৭।
১১।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৫৯

ধাপ্পাবাজ হ'তে যেও না,
ধাপ্পাবাজি মানেই
তোমার পারগতাকে অবসন্ন ক'রে
ধাঁউড়ামির সাহায্যে
তোমার চাহিদাকে নিষ্পন্ন ক'রে তোলা,
যা'র ফলে, পারগতার
যোগ্যতা হ'তে বঞ্চিত হবে,
অপমান ও অভাব-অনটনে
আত্ম-নিমজ্জন করতে বাধ্য হবে,
নিন্দনীয় হ'য়ে উঠবে তুমি
তোমার কাছে
ও সবার কাছে। ৬৯৯৮।
১১।৯।১৯৫৫, বেলা ১০-৫০

অনুজ্ঞাবহতার উদগ্রগতি
শ্লথ হ'য়ে চলার মানেই হ'চ্ছে—
বৃত্তিস্বার্থ-সঞ্জাত চাহিদার চলন
উদগ্র হ'য়ে উঠেছে,
এই উদগ্রতা যতই ব্যাহত হ'তে থাকে,—
মানুষের স্বভাবও
তত অভাব-বিদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;
তাই, প্রীতি-প্রসন্ন হৃদয়ে
ইষ্টার্থী যা'
তা'কে প্রবল ক'রে ধর,
উপচয়ে স্ফীত ক'রে তোল তা'কেই,
আর, তৎ-নিঃসৃত-অর্জ্জনা যা'
তাঁতে উৎসর্গ ক'রে
তাঁরই প্রসাদ-নন্দনায়
নিজেকে সুতর্পিত ক'রে রাখ,
আর, সেই প্রসাদ-পরিবেষণে
পরিবার-পরিজনের
অন্তর ও বাহির
সব কিছুকেই
পরিপুষ্ট ক'রে তোল—
ইষ্টীপূত ক'রে তুলে
প্রত্যেকটি হৃদয়কে,
আর, তুমিও পরিবেশে
হৃদ্য হ'য়ে চল—
ওজস্বিনী পরাক্রম নিয়ে,
মন্দ যা' নিরোধ ক'রে তা'কে ;
ঐশ্বর্য্য
ক্রমপদক্ষেপে বাড়ন্ত হ'য়ে
ইষ্টোৎসর্জ্জনায়
প্রসাদমন্ডিত ক'রে তুলবে তোমাকে। ৬৯৯৯।
১১।৯।১৯৫৫, বেলা ১১টা

পারগতাই হওয়ার হোতা,
আর, সুকেন্দ্রিকতাই
পারগতার প্রভু,
তদনুগ অনুচলনই চরিত্র। ৭০০০।
১১।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-৫

তাল পাও না,
বেতালে চল,
তা'র মানে বেতালকেন্দ্রিক তুমি। ৭০০১।
১১।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-৬

প্রীতি যা'র নিখুঁত চলনায় চলে—
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে
অনুচর্য্যাপরায়ণ ক'রে,
তা'র বেতালে পা পড়ে কমই। ৭০০২।
১১।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-১৩

বোঝ,
কর,
আর, করার সাথে-সাথে
ভাব—
কেমন ক'রে কী হয়,
এমনি ক'রেই করার উৎসে
ভাবের উদয় হবে,
ঐ ভাবই হইয়ে তুলবে
তোমাকে তেমনতর,
আর, ভাবের স্রষ্টাও ঐ ভাব,
আবার, ভাব যেমন, লাভও তেমনি। ৭০০৩।
১১।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-১৫

অন্তরে কোন শুভকম্পিতা এলেই
কাজে তা'র প্রকাশও
কিছু-না-কিছু করবেই,
এতে তোমার শুভদীপ্ত
কর্ম্মানুচর্য্যা বেড়ে যাবে,
নয়তো, মস্ত একটা সুযোগ হারাবে। ৭০০৪।
১১।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-১৬

তোমার প্রীতি আছে,
অথচ প্রিয়-প্রতিকূল যা'
তোমাতে নিহিত আছে
বা তোমার বাইরে ফুটন্ত হ'য়ে আছে,
তা'কে প্রতিবাদও করতে পারছ না,
বর্জ্জনও করতে পারছ না,
নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণও করতে পারছ না,—
তা'র মানেই হ'চ্ছে
প্রিয়ার্থ-অন্বিত অনুকূল যা',
তা'ও কাজে ফুটিয়ে তুলতে পারবে না তুমি,
তা'র মানেই এই—
হয়তো তোমার প্রীতির কসরত
থাকতে পারে,
প্রীতিবেদনা অন্তরে গজিয়ে ওঠে নি
তখনও। ৭০০৫।
১১।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-২০

মানুষের শ্রদ্ধাই ধৃতি,
আর, চরিত্রই হ'চ্ছে তা'র দ্যুতি,
তাই, ধৃতি যেমন সুনিষ্ঠ,
চরিত্রও তেমনি সঙ্গতিশীল দ্যুতিমান। ৭০০৬।
১১।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-৩৫

নিষ্ঠা যাদের দোদুল্যমান,—
বোধও তাদের বিক্ষিপ্ত,
দূরদৃষ্টিও তাদের খিন্ন,
দোষদৃষ্টিও প্রখর তাদের,
আর, ঐ চরিত্রই তা'দিগকে
ব্যর্থ ক'রে তোলে—
আত্মম্ভরি দাম্ভিক অনুচলন-দুষ্ট ক'রে ;
তাই, সুনিষ্ঠ হ'য়ে
যোগ্যতাকে আহরণ কর—
প্রীতিপ্রসন্ন বিবেকী বোধ, বিবেচনা
ও অনুচর্য্যা নিয়ে ;
সবার কাছেই একটা মূর্ত্ত তৃপণার
অভিব্যক্তি হ'য়ে উঠবে তুমি। ৭০০৭।
১১।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-৫০

করতে করতে নিকেশ পাবে,—
এমনতর সঙ্কল্প নিয়ে
কাজে লাগা ভাল নয় কিন্তু ;
করতে করতে
মরণকে অতিক্রম করবে—
সেই সঙ্কল্পই অমৃতপন্থী ;
বল—
মন্ত্রের সাধনে হো'ক অমৃত উত্থান। ৭০০৮।
১১।৯।১৯৫৫, দুপুর ১২-৭

নিগৃহীত যে
তা'কে অনুগ্রহ কর—
তোমার ধারণ-পালনী সম্বেগকে
সক্রিয় ক'রে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের
বিহিত বিনায়নায়,

নিগ্রহের কারণকে
অপসারিত ক'রে। ৭০০৯।
১১।৯।১৯৫৫, বিকাল ৪-৩০

যেই হো'ক না কেন,—
সে যদি ঋত্বিকও হয়,
যে অন্যের নিন্দাবাদ ক'রে
নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে চায়,
মানুষ ঠকিয়ে
অর্থ ও সম্পদ লাভ করতে চায়—
তাদের অন্তঃকরণকে
উচ্ছল ক'রে নয়,
ইষ্টার্থকে উদ্বুদ্ধ ক'রে নয়—
কর্ম্ম-সন্দীপনায়,—
সাবধান থেকো তাদের থেকে,
তা'রা তোমার সত্তাকে
ছুব্‌লে বিষাক্ত করতে চায়;
তুমি যদি তা'কে নিরোধ না কর,
তা' হ'তে অন্যকেও নিরুদ্ধ
না ক'রে তোল,
আর, নিজেকেও বিচ্ছিন্ন না কর,
বুঝে নিও—
শাতন
লোলুপ দৃষ্টিতেই অপেক্ষা করছে,
অবদলন নিকটেই তোমার। ৭০১০।
১১।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-১৪

যে তোমার নিন্দাকে
প্রতিবাদ করে—
স্বতঃ-প্রণোদনায়,

নিরোধ না ক'রে
সোয়াস্তি পায় না,—
সে যে হো'ক
বা যেমনই হো'ক,
শত্রুভেচ্ছু সে তোমার—
এতটুকু তো ঠিকই। ৭০১১।
১১।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-১৫

যে বা যা'রা
তোমার কাছে অন্যের নিন্দা করে—
যা'দের নিন্দা করছে
তা'দের কাছে কখনও অনুগ্রহ পেয়েও,—
বা কোথাও কা'রও কাছে
অমনতরভাবে নিন্দা ক'রেও
পরিবেশে সহজে ঘোরাফেরা ক'রে—
ঐ নিন্দুক চলন নিয়ে,—
তুমি যদি তা'দের চিনে নিতে না পার,
তোমার অন্তরেও যে
বিষাক্ততা বসবাস করে—
তা' অতিনিশ্চয়। ৭০১২।
১১।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-২০

কা'রও নিন্দায়
তোমার অন্তঃস্থ নিন্দার প্রবৃত্তি
যেই মাথা-তোলা দিল,
অথচ নিরোধ বা প্রতিবাদ করলে না,—
তুমি কি চিনতে পার নি—
যে, তোমার ব্যক্তিত্ব তখনও
কলঙ্ক-ক্লিষ্ট ? ৭০১৩।
১১।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-২১

কোন সর্ত্তনিবন্ধ না হ'য়েও
যে তোমার কণামাত্রও উপকার
ক'রে থাকে—
তা' অর্থ দিয়েই হো'ক,
সামর্থ্য দিয়েই হো'ক,
অহিতকে প্রতিবাদ বা নিরোধ ক'রেই হো'ক,
বা তোমার প্রতিষ্ঠা ক'রেই হো'ক,
তোমার কৃতজ্ঞতা সেখানে
স্বতঃ-সন্দীপ্ত হওয়া উচিত,
আভিজাত্যের মেকদার তোমার
অমনতরই হওয়া উচিত ;
যদি তা' না হয়,—
তোমার চরিত্র মসীলিপ্ত তখনও ;
আবার, বহু উপকার ক'রেও
তোমার আদর্শ বা ইষ্টনিন্দুক যে,
কৃতজ্ঞতা থেকেও যদি
তা'র প্রতিবাদ, নিরোধ
বা নিরাকরণ না কর,
তোমার সত্তাই সেখানে
শাতন-মর্দ্দিত ;
বুঝতে হবে—
একজনের অপকার-উদ্দেশ্যে
তুমি কা'রও উপকার করতে পার,
কিন্তু উপকার-উদ্দেশ্যে
উপকার করতে পার না,
শাতন-পরামৃষ্ট প্রবৃত্তিই
তোমার পরিচালনী শক্তি ;
সাবধান ! বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও,
তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে
ইষ্টার্থ-অনুসেবনায় ব্যাপৃত হ'য়ে ওঠ—

সুক্রিয় তৎপরতায়,
রেহাই পাবার পথ ঐ একই তোমার। ৭০১৪।
১১।৯।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬টা

প্রতিবাদ কর,
প্রতিরোধ কর,
নিরোধ কর—
এমনতর প্রতিক্রিয়ায়,
যেন মন্দ বা শাতন-অভিদীপনা
তোমার নাম শুনলেও
কোথায় উবে চলে যায়,
তা'র ইয়ত্তা নেই ;
সুনিষ্ঠ পৌরুষ-বল
দেদীপ্যমান হ'য়ে উঠুক—
অমনি ক'রেই। ৭০১৫।
১১।৯।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৫

যে তোমার প্রিয়পরমকে
ইষ্ট বা শ্রেয়-প্রেয়কে
সক্রিয় তৎপরতায় ভালবাসে,
তুমি তো তাকে ভালবাসবেই,
তা ছাড়া, যে তাঁ'র ভাল করে—
কখনও কোনপ্রকারে,
এমন-কি, ভাল বলে,
তা'কেও তুমি ভালবেসো ;
আর, সুবিধা-সুযোগ পেলে
তা'র যাতে ভাল হয়,
তা' তুমি করবেই—
হৃদ্য অসৎনিরোধী তৎপরতা নিয়ে,—
এমনতর সঙ্কল্পই যেন
তোমার অন্তঃকরণে

দৃঢ়ীভূত হ'য়ে থাকে ;
যে তোমার ভাল করে,—
কিন্তু তাঁ'র বেলায় নারাজ,
তা'র কাছে কৃতজ্ঞ থেকেও
তুমি তা'কে অগ্রাহ্য করতে পার। ৭০১৬।
১১।৯।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৪২

প্রিয়ের কথা বলে,
অথচ প্রিয়-চর্য্যী অনুক্রিয়া নাই,
প্রেয়ের মনোজ্ঞ হবার
হৃদয়-প্রসারণী অনুগতি নাই,
তাঁর অনুকূল যা' তার বর্দ্ধনে
ও প্রতিকূল-বর্জ্জনে
আগ্রহ সক্রিয়ভাবে ফুটন্তও নয়কো—
এমনতরভাবে—
যার ফলে
তিনি উচ্ছল ও উপচয়ী হ'য়ে ওঠেন,—
প্রীতি সেখানে থাকলেও
তা' বন্ধ্যা তা'র সত্তায়। ৭০১৭।
১১।৯।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৩৮

কা'রও কাছ থেকে
কেউ কিছু নিতে
সংকুচিত হয় তখনই,—
অহং-গর্ব্বিত ব্যসনমণ্ডিত হ'য়ে
স্বতঃ-উৎসারণী দেওয়া
অনুভাবিতা, অনুচর্য্যা-নিরতি,
আনুকূল্যে অনুরাগ
ও প্রতিকূল-বর্জ্জনা
দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ে ওঠে যখন,

আর, অন্যের খোঁটার ভয়
যখন তা'কে ত্রস্ত ক'রে তোলে। ৭০১৮।
১১।৯।১৯৫৫, রাত ৭-৪৫

তুমি যা' বল বা কর
বাস্তবভাবে তা' যদি না হও তুমি—
আন্তরিক অনুরতি ও অনুগতি নিয়ে,
ঐ করা ও বলা
বাস্তবতায় কিছুতেই
সার্থক হ'য়ে উঠবে না—
অন্বিত অর্থনায়। ৭০১৯।
১১।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৪৫

বল 'মাভৈঃ',
ভাব 'মাভৈঃ',
আর কোমর বেঁধে লেগে যাও—
ইষ্টার্থী অনুবেদনা নিয়ে,
সক্রিয় তৎপরতায়,
আর, তোমার জীবন-যজ্ঞ
সব যা'-কিছু নিয়ে
সার্থক হ'য়ে উঠুক—
ইষ্টাগ্নিতে,
নির্ব্বাণের নব উত্থানে। ৭০২০।
১১।৯।১৯৫৫, রাত ৯-২০

দাঁড়াও তো,
সোজা হ'য়ে দাঁড়াও,
তাকাও আকাশের দিকে,
দেখ—

নীলস্রোতা অদম্য বিস্তার,
অজচ্ছল জ্যোতিষ্কের সমাবেশ
নীরব উত্থানে
উৎসারণশীল,
অদম্য ক্রীড়া-নিরতি নিয়ে
অমর নিরতিবেগে
উচ্ছল চলৎশীল ;
ঐ আকাশেরই মূর্ত্ত-প্রতীক—
তোমার ঐ অব্যক্তের
ব্যক্তিভাবাপন্ন ইষ্টদেবতা—
প্রিয়পরম তোমার ;
অমনি ক'রে তাকাও,
উদগ্র সম্বেগ নিয়ে
তদনুচর্য্যী অন্বিত সক্রিয়তায়
উদ্দীপ্ত-কর্ম্মা হ'য়ে চল—
মুখর নীরব বিস্তারে,
ওজদীপ্ত পরাক্রম নিয়ে ;
ঐ জ্যোতিষ্কের মত
তোমার সব যা'-কিছু নিয়ে
উচ্ছল আবেগে
কর্ম্মদীপ্ত অনুচলনে
ঐ অঙ্কেই অবশায়িত হও—
অবিরল চলন নিয়ে ;
সার্থক হ'য়ে উঠুক তোমার ব্যক্তিত্ব,
দীপ্ত হ'য়ে উঠুক তোমার ব্যক্তিত্ব,
জ্যোত-উজ্জ্বল বিনীত
প্রীতি-উদ্দাম হ'য়ে উঠুক—
পরম সার্থকতায়
ঐ তাঁতেই—

প্রিয়পরমে। ৭০২১।
১১।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৩০

শুভ সন্দীপনা নিয়ে
কিছু করতে গিয়ে যদি
ব্যর্থও হ'য়ে থাক,—
ঘাবড়ে যেও না,
আরো উদ্দাম হ'য়ে ওঠ,
সন্ধিৎসার তীব্র চক্ষু নিয়ে
বোধদীপ্তিকে আরো প্রখর ক'রে
উচ্ছল অনুচর্য্যায়
অনুশীলন কর ;
নিষ্পাদন কর,
যোগ্যতাকে যুত-দীপনায়
ব্যক্তিত্বে নিবদ্ধ ক'রে তোল,
সার্থকতার অঞ্জলি নিয়ে
তোমার প্রিয়পরমে
অর্ঘ্য দাও তা',
আর বল—'হে প্রিয়পরম !
তোমার জয় হো'ক,
আর, ঐ জয়োল্লাস
আমাকে জয়োল্লোল ক'রে তুলুক—
প্রসাদ-প্রদীপনায় । ৭০২২ ।
১১।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৪৫

তোমার প্রীতি উদাত্ত হ'য়ে উঠুক
তোমার প্রিয়তে,
তোমার যা'-কিছু ভাবা,
যা'-কিছু বলা
যা'-কিছু করা,
সব যা'-কিছুই
বিনায়িত হ'য়ে উঠুক
অর্ঘ্যান্বিত হ'য়ে উঠুক ঐ তাঁতেই—
আরতির উদ্দীপ্ত অনুনয়নে

নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ;
আর, এই নিয়ন্ত্রণের প্রতিটি পদবিক্ষেপ
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
তাঁকেই
আরতি-নন্দিত ক'রে তুলুক ;
তুমি চিরদিন
তাঁরই থাক,
তাঁরই কর,
তাঁরই হও—
অমর উৎসারণার
অমৃতগতি নিয়ে,
অমর চর্য্যায়
তাঁকেই অনুচর্য্যা ক'রে চল ;
অকম্পিত হৃদয়ে বল—
'হে নিত্যানন্দ !
আমি তোমার নিত্য দাস,
এই আমার প্রতিটি কর্ম্মের
সজ্জিত নৈবেদ্য-সহ আমাকে
তোমাতে নিবেদন করছি,
তুমি নন্দিত হও,
আর, ঐ প্রসাদ
আমাকেও নন্দিত ক'রে তুলুক।' ৭০২৩।
১১।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৫৯

তুমি যা'ই কর না কেন,
সব করাই যেন
তাঁতেই সুসজ্জিত হ'য়ে ওঠে,
তোমার ঐ কর্ম্মযাগ
তাঁরই পূজারতিতে
প্রতিটি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
তাঁতেই উচ্ছল হ'য়ে উঠুক—

পরম সার্থকতায়,
উপচয়ী গতি নিয়ে,
নিষ্পন্নতার মধু বিস্তার ক'রে—
হৃদ্য আবেগের অনুকম্পী
পরম উৎসারণায়
তাঁকেই বহন করতে করতে ;
তোমার ব্যক্তিত্ব মধুর হ'য়ে উঠুক,
বাক্য মধুর হ'য়ে উঠুক,
প্রতিটি কর্ম্ম মধুর হ'য়ে উঠুক,
আর, এই মধুস্রবা তুমি
মধুপর্কে সুসজ্জিত হ'য়ে
তাঁতেই নিবেদিত হও ;
কোথাও যেন এতটুকু
ত্রুটি না থাকে,
খুঁত না থাকে ;
চল,
চলতে থাক—
অচঞ্চল পরাক্রম নিয়ে,
অবাধ উৎসারণায়,
প্রতিকূলকে প্রতিবাদ ক'রে,
নিরোধ ক'রে,
নিরাকরণ ক'রে,
উত্তাল অমর তরঙ্গে,
কৃতী উৎসারণায়
কূলস্পর্শী আকুল চলন নিয়ে। ৭০২৪।
১১।৯।১৯৫৫, রাত ১০-২

তুমি ভীরুই বা হবে কেন ?
কাপুরুষই বা হবে কেন ?
আর, নগণ্যই বা হবে কেন ?
তোমার ব্যক্তিত্বকে ইষ্টীপূত ক'রে নাও ;

সুক্রিয় তৎপরতায়
তাঁরই মনোজ্ঞ চলনে
তোমার জীবনে যা'-কিছু করণীয়,
তাঁরই উদ্দেশ্যে সেগুলি
নিষ্পন্ন ক'রে চলতে থাক ;
শুভপ্রসূ ফলগুলি যেন
তাঁরই অঞ্জলি হ'য়ে
তাঁরই চরণে অর্পিত হয়,
আর ঐ অনুকম্পী অনুবেদনায়
উদ্‌গ্রীব উদ্যমে দেখ—
সবার ভিতরে অন্তর্নিহিত যিনি,
তোমার ইষ্টদেবতা—
মূর্ত্ত কল্যাণ যিনি,
গোপন উচ্ছলায় সর্ব্বত্র
নিহিত হ'য়ে আছেন যিনি,
সেই তাঁকে ;
আর, প্রতিপ্রত্যেকের
অনুচর্য্যানিরত হও,
প্রত্যাশা ক'রো না কিছু,
চেয়ো না কিছু,
প্রসাদস্বরূপ যদি কিছু পাও,
পেলে খুশী হ'য়ো ;
আর, সে খুশীকেও
অর্ঘ্যান্বিত ক'রে তুলো
তাঁতেই ;
এই কৃতী চলনের ভিতর-দিয়ে
তাঁর প্রসাদ-স্বরূপ যা' কিছু পাও,
তা' দিয়ে নিজ পরিবার
ও অন্যান্য যাঁরা আছেন
তাঁদের সম্বর্দ্ধনার অনুচর্য্যা কর ;
ঐ অনুচর্য্যা

চারণ-গীতিতে গেয়ে উঠবে,
পরম সার্থকতা নিয়ে
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের
হৃদ্য আবেগ-উচ্ছ্বলায়
স্বস্তি-হস্তে
স্মিত-বদনে
মূক গম্ভীর ধ্বনিতে
হৃদয়কে উচ্ছল ক'রে বলে উঠবে—
'কিসে ভীরু তুমি,
কিসে কাপুরুষ !
জগতে তুমিও হওরে ধন্য !'
আর, তোমার প্রতিটি কম্পন গেয়ে উঠুক—
'মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।' ৭০২৫ ।
১১।৯।১৯৫৫, রাত ১০-১৫

কেন তুমি কৃতঘ্ন হ'তে যাবে ?
অকৃতজ্ঞই বা হবে কেন ?
লোকদূষক নিন্দকই বা
হ'য়ে উঠবে কেন ?
তুমি নিজের বেলায় তা' তো চাও না,
তুমি নিজে যা' চাও না,
অন্যের বেলায় তা' করতে
বা বলতে কি ভাল লাগে ?
তা' লাগে না,
যদি কখনও লেগে থাকে—
তা' ঐ প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট অহং-এর
ব্যভিচারী মোহবিক্রমে ;
যদি হ'য়েও থাকে,
তুমি কি তা'কে প্রশ্রয় দেবে ?
যা'কে প্রশ্রয় দিলে

আশ্রয় মেলে না—
এমনতর চলনেও কি তুমি
পদবিক্ষেপ করবে ?
তুমি তো এমনতর হীন নও,
কাপুরুষ নও অমনতর ;
তাঁকে ভালবাস,
কেবল তাঁকেই ভালবাস,
আর, তাঁর যা'-কিছু
তা'কে বোধ কর,
তাঁকে নিয়েই মত্ত হও—
আকুল, উৎকণ্ঠ, উদগ্র,
অনুক্রিয় অনুচর্য্যায়
বিভোর হ'য়ে ওঠ ;
শান্তি, স্বস্তি, স্বধা
প্রীতি-অঞ্জলি নিয়ে
সামগানে
প্রেয়-মঙ্গল মুখরিত ক'রে
তোমাতে শান্তিজল নিক্ষেপ করুক,
তুমি স্বস্তিমান হ'য়ে ওঠ । ৭০২৬ ।
১১।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৩০

তুমি যা'ই হও আর তা'ই হও,
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগে
ভাল লাগাও আছে
ভালবাসাও আছে ;
ভালবাসার ক্ষুধাই যদি
তোমার থেকে থাকে,
ভাল লাগায় যদি তুমি
উৎফুল্লই হ'য়ে ওঠ,
তোমার শ্রেয় যিনি

প্রেয় যিনি,
প্রিয়পরম বলে যাঁকে জান,
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
অচ্যুত নিষ্ঠায়
উদগ্র একাগ্র অন্তঃকরণে
ঐ ভালবাসা,
ভাললাগা—
এক কথায় যা'কে প্রীতি বলে,
তা'কে কেন্দ্রায়িত ক'রে
সুনিবদ্ধ হও তাঁ'তে ;
শুধুমাত্র এতটুকুই
হিসাব ক'রে চলো—
তুমি যা' করবে,
সে-করা তাঁ'কে যেন
নন্দিত ক'রে তোলে,
—এতটুকু নিশ্চয়ী আকাঙ্ক্ষা নিয়ে
চলায় উদ্দাম হও,

দেখবে, পারগতা
উচ্ছল চলন্ত হ'য়ে
তোমাতে গুমরে উঠবে—
হৃদ্য উৎসারণায়,
চারিত্রিক দ্যুতি নিয়ে,
নিয়মন-তৎপরতায় ;

তোমার ব্যবহারে
লোকে যেন দুঃখিত না হয়,
ব্যথিত না হয়,
নন্দিত হ'য়ে ওঠে,
নিরাকরণী বেদনাও যেন
মধুর হ'য়ে ওঠে—
এমনতর চারিত্রিক প্রসাদে
অর্ঘ্যান্বিত হ'য়ে ওঠ,

আর প্রতিষ্ঠা কর ঐ প্রিয়পরমকে
প্রত্যেক অন্তরে ;
দেখবে, শিবসুন্দরের
আশিস্-দ্যুতি
মঙ্গল-বিকীরণায়
উচ্ছল ক'রে তুলেছে তোমাকে,
উজ্জল ক'রে তুলেছে তোমাকে,
ঐ শিবসুন্দরের ব্যক্তপ্রতীক—
যিনি তোমার প্রিয়পরম—
যিনি তোমার শ্রেয়-প্রেয়,
অব্যক্ত যা'
তাঁর সুব্যক্ত বিকাশ নিয়ে
তোমার সম্মুখে অধিস্থিত যিনি—
অন্তর ও বাহিরকে
দ্যুতি-সমন্বিত ক'রে,
বর্দ্ধনার দীপ্ত ধ্বনিতে
সমাহিত হ'য়ে,—
তুমি প্রণাম কর তাঁকে,
বল—
'নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।' ৭০২৭।
১১।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৪০

যেখানে নিরোধ করতে হয়,
তা' কর—
এমনতরভাবে,
যা'তে যথাসম্ভব
বিরোধ করতে না হয়—
মিলনের শুভ-আলিঙ্গন-দীপ্ত ক'রে,
তোমার ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিনায়না
অমনতরই ধী-মণ্ডিত হো'ক। ৭০২৮।
১১।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৪৫

চিত্তকে
উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলো না,
আদর্শে যুক্ত ক'রে রাখ—
অচ্যুত আনতি নিয়ে,
আর, এই অচ্যুত আনতি নিয়ে—
যত ঝঞ্ঝাটই আসুক না কেন,
বিভ্রাটের বন্যাই সৃষ্টি হোক না কেন,
সব যা'-কিছুকেই
বিনায়িত করতে থাক—
তাঁরই সার্থকতায়,
অযুত ওজ-দীপনায় ;
বিরক্ত হ'তে যেও না,
বিভ্রান্ত হ'তে যেও না,
আর, কৃতী সম্বর্দ্ধনায়
কৃতার্থতাকে অর্থান্বিত ক'রে
উপচয়ী উৎসারণায়
তাঁরই পূজার পুষ্প হ'য়ে উঠুক
সব যা'-কিছু ;
তুমি অঞ্জলি দাও,
আর নমস্কার কর—
"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়
গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়
গোবিন্দায় নমো নমঃ।" ৭০২৯।
১১।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৫০

অদিনে, অসময়ে
বা যে-কোন অবস্থায়
যাঁ'র আশ্রয় পেয়েছ,
যিনি বিহিত নিয়ন্ত্রণে
যা'-কিছু সংঘাত বহন ক'রেও

স্মিত-অন্তরে
তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন—
কঠোর উদ্যমে উদ্যোগী হ'য়ে,
নিবিষ্ট হৃদয় নিয়ে
ভাল মন্দ যা'-কিছুর
অন্বয়ী অনুনয়নী ব্যক্তিত্বের
অভিব্যঞ্জনায়
যিনি তোমাকে আগলে ধরেছেন,
শত আঘাত, ব্যাঘাত
ও কুটিল সংঘাতেও
তাঁকে ছেড়ে কোথাও যেও না ;
তাঁরই অনুচর্য্যা কর,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার
অঞ্জলি হ'য়ে ওঠ তুমি—
কর্ম্মের কৃতী অভিসারে,
নিষ্পন্নতার হোমবহ্নিতে
উৎসর্গ ক'রে নিজেকে
পরম সার্থকতায় ;
তাঁকেই আবাহন কর,—
অঞ্জলিবদ্ধ হৃদয়ে
আকণ্ঠ উদ্দীপনায়
হোম-আহুতিতে
তোমার জীবনযজ্ঞের
সেই যজ্ঞেশ্বরকে
নিত্য-নবীন উৎসারণায়
আবাহন কর ;
ঐ আবাহনী অনুধায়না
কৃতিদীপনামণ্ডিত হ'য়ে
তোমাকে যেন নিরন্তর ক'রে তোলে—
অনন্তের নিরন্তরতায়
অন্তর-বাহিরের দ্যোতন-অনুদীপনায় ;

আর, যা'-কিছু প্রতীতিকে
ঐ হোম-উৎসারণায়
উৎসর্গীকৃত ক'রে
পরমার্থে প্রদীপ্ত ক'রে তোল,—
এই উত্তোলনাই হো'ক
তোমার জ্বলন-চলন,
এতেই তুমি সার্থক হ'য়ে উঠবে। ৭০৩০।
১১।৯।১৯৫৫, রাত ১১টা

তোমাকে যে ঘৃণা করে,
কূটচক্ষে যে তোমার দিকে নজর দেয়,
বিদ্রূপ করে যে,
সন্দেহ করে যে,
সারল্যের অমিতাভ চলন নিয়ে
ধীমান দীপ্তিতে
তুমি তা'কে আলিঙ্গন করতে পারবে না ?
তা'র প্রতি হৃদ্য হ'য়ে উঠতে
পারবে না ?
তোমার কৃতী-অনুশীলনা,
ঋদ্ধি-অনুচলন,
স্মিত ব্যক্তিত্ব,
স্বর্গ-আমন্ত্রণে
পূত ক'রে
তা'কে তৃপ্ত ক'রে তুলতে পারবে না ?
কেন পারবে না ?
ঠিক পারবে ;
তুমি তোমার জীবনদণ্ডকে কি
আশ্রয় কর নি ?
জীবন-বিভবকে কি
আগলে ধর নি ?—
আবিলতার ঘূর্ণির ভিতরও

যিনি নিরাবিল হ'য়ে
সুব্যক্ত প্রতিমায়
প্রকট হ'য়ে আছেন
জীয়ন্ত জীবনে !

তাঁর সেবানুচর্য্যায়
মনোজ্ঞ অভিসারে
তাঁকে কি কখনও
আবাহন কর নি ?
সে-আবাহন তোমার ব্যক্তিত্বের
প্রতিটি রণনে
ধ্বনন-নিক্বণায়
চারিত্রিক দ্যুতি নিয়ে
কি উদ্‌ভাসিত হ'য়ে ওঠে নি ?
তবে পিছোও কেন ?
এগিয়ে চল ;
তুমি ধীমান—
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
তেমনতর বিনায়নে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
সঙ্গতির মধু-সার্থকতায়
মধু-স্রবা হ'য়ে
অমৃত-অভিসেচনায়
তা'দিগকে অভিদীপ্ত ক'রে তোল ;
তোমাতে লোলুপ হ'য়ে উঠুক তা'রা,
আর, তোমার চারিত্রিকদ্যুতি-মুগ্ধ হ'য়ে
তা'রাও গেয়ে উঠুক—
ঐ ব্যক্ত প্রিয়পরমের
স্তবন-দীপ্ত সামসঙ্গীত,
আর বলুক—
'শুভমস্তু', 'শুভমস্তু', 'শুভমস্তু' । ৭০৩১ ।
১১।৯।১৯৫৫, রাত ১১-৫

বীজ যেমন ক্ষেত্রেই
উপ্ত হো'ক না কেন,
তা'র জাতীয় বিশেষত্ব নিয়ে
উদ্‌গতি লাভ করবেই কি করবে,
ক্ষেত্র-বিশেষে গুণের
ইতর-বিশেষ হ'তে পারে মাত্র ;
উপযুক্ত একই গোবরে
মুগ ও কলাই দুইই বপন কর,
কলাই তা'র নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে
উদ্‌গতি লাভ করবে,
মুগও কিন্তু তেমনতর,
কলাইও মুগ হ'য়ে যাবে না,
মুগও কলাই হ'য়ে যাবে না,
এটা প্রকৃতিরই
বৈশিষ্ট্য-বজায়ী বিধান,
বিধাতার শিষ্ট অনুশাসন। ৭০৩২।
১২।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-২০

গুণ চোখে দেখা যায় না,
বোধ করা যায়,
বস্তুর অভিব্যক্তি ও ক্রিয়াই হ'চ্ছে
গুণের বাহন ;
আবার, বস্তু তা'ই—
কোন-কিছুকে আশ্রয় ক'রে
তা'র অন্তর্নিহিত যোগাবেগে
আকৃষ্ট হ'য়ে
যে দাঁড়াগুলি
ঐ অনুগ তৎপরতায়
বিন্যাস লাভ ক'রে
যেমনতর অভিব্যক্ত হয়—
আশ্রয়ের ধৃতি-বিন্যাসে ;

আর, সে সক্রিয় তৎপরতায়
তা'র পরিবেশের ভিতর-দিয়ে
ভাল-মন্দ যে-ক্রিয়ার সৃষ্টি করে,
তা'ই হ'চ্ছে তা'র গুণ ;
তাই আমরা বলে থাকি—
অমুক বস্তুর অমুক গুণ,
এই গুণ-নির্ণয় কিন্তু ক'রে থাকি
তা'র ক্রিয়া দেখেই,
বস্তুর এই বিন্যাস হ'চ্ছে
তা'র বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব। ৭০৩৩।
১২।৯।১৯৫৫, রাত ৯-১৫

তুমি কল্যাণ ও সংহতি-সম্বেগশালী
এমন কোন আশ্রয়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে
কল্যাণদীপ্ত হ'য়ে ওঠ ;
তোমার পরিস্থিতি ও পরিবেশকে
ঐ কল্যাণে উদ্বুদ্ধ ক'রে
যোগদীপনাকে উচ্ছল ক'রে তুলে,
যা'তে প্রতিটি সত্তা
ঐ আশ্রয়ে সংহত হ'য়ে ওঠে,
এমনতর একটা বিন্যাস সৃষ্টি ক'রে তোল ;
এই তোলার প্রত্যক্ষ প্রতিফলনই
তোমার ব্যক্তিত্ব ;
এর ভিতর-দিয়ে
স্বস্তিমুখর উদ্দীপনার অনুপ্রেরণায়
বিহিত বিন্যাসে
তোমরা
সম্বর্দ্ধনার চলনায়
ঋদ্ধি ও শান্তির অধিকারী হ'য়ে
পারস্পরিক অনুবেদনার ভিতর-দিয়ে

অনুচর্য্যার বিহিত তৎপরতায়
সুসঙ্গত হ'য়ে
তোমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
সুনিয়ন্ত্রণী নিয়মনায়
ক্রম-পদক্ষেপে
ক্রম-বর্দ্ধনায়
এগিয়ে নিয়ে চল—
যা' তোমাদের ব্যাহত করে,
তা'র প্রতিবাদ ক'রে,
নিরোধ ক'রে,
নিরাকরণ ক'রে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়,
উর্জ্জী পরাক্রম-তৎপরতা নিয়ে
উর্জ্জী-সম্বেগের অধিকারী হ'য়ে,

ঐ বর্দ্ধনার আঘাত, ব্যাঘাত
বিড়ম্বনা যা'-কিছু
সবগুলিকে নিরোধ ও নিরাকরণে
তিরোহিত ক'রে,
বা স্বস্তি-সংহতির আওতায় ফেলে
তাদিগকে স্বস্তির উপযোগী ক'রে—
যেখানে যেমন সম্ভব
তাৎপর্য্য-আনুপাতিক ;

নিজে দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
ধৃতি-অনুচর্য্যায়
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে ওঠ,
অঞ্জলির প্রীতিজল-সিঞ্চনে
ঐ কেন্দ্রদেবতাকে নন্দিত ক'রে তোল—
ধারণে, পোষণে, বর্দ্ধনে,
আপূরণী হবিনিষ্যন্দী আহুতির
উচ্ছল উৎসর্জ্জনে ;

আর, তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে

এই প্রসাদ-নন্দিত হবিকে
পরিবেষণ ক'রে
পুষ্ট হ'য়ে ওঠ,
ধারণে, পালনে, আপূরণী তৎপরতায়
প্রতিপ্রত্যেকে প্রতিপ্রত্যেকের
স্বার্থ ও সন্দীপনা হ'য়ে ওঠ,
অনুশীলনী, অনুশ্রয়ী
সক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতার আহরণে
যোগ্যতর হয়ে ওঠ,
আর, এমনই তৎপরতায়
তোমাদের যোগাবেগ
ধারণদীপনায় ধৃতিমুখর হ'য়ে
সব যা'-কিছুরই
বিবর্দ্ধনী যাগ-নিরত হ'য়ে
চলতে থাকুক,
তোমাদের থাকা যেন
থাকাকেই আহ্বান করে ;
এমনতরই আরো আরোতর-ভাবে
সুষ্ঠু সৌম্য-সম্বর্দ্ধনায়
তর্পিত চলনে
সকলেরই তৃপ্তিকেন্দ্র হ'য়ে ওঠ—
পারস্পরিকতা নিয়ে ;
এই মরজগতে
তোমাদের এই সুকেন্দ্রিক সুতৎপর অনুচলন
অমৃত বহন করুক ;
অমর দ্যোতনায়
প্রত্যেকের অন্তররাজ্যকে
স্বর্গরাজ্যে পরিণত ক'রে তোল,
আর, ঐ স্বর্গ উৎসর্গীকৃত হ'য়ে উঠুক
তোমার ঐ ধৃতি-পুরুষে,

সার্থকতা
পরমার্থের হবি বহন ক'রে
তৃপ্তি-চলনে
তোমাদিগকে অনুপ্রেরিত ক'রে তুলুক। ৭০৩৪।
১২।৯।১৯৫৫, রাত ৯-২৫

তুমি চেষ্টা করেছ,
কিন্তু পার নাই,
কৃতকার্য্য হ'তে পার নাই,
এই না-পারাটা
সাধারণতঃ অনেককেই
আপশোষের তালিমে
অবসাদগ্রস্ত করে তোলে,
অবশ করে তোলে,
কিন্তু তা' কেন ?
না-পারাটাই তো ব'লে দিচ্ছে—
যা' যেমন ক'রে করতে হয়,
তুমি তা' তেমন ক'রে কর নি,
আর, কর নি ব'লে হয় নি,
হয় নি ব'লে পাও নি ;
তোমার অন্তঃকরণকে
নিবিষ্ট আবেগে
যদি এখনই উদ্দীপ্ত ক'রে
সতর্ক সন্ধিৎসায়
বেশ ক'রে দেখে-শুনে-বুঝে
যখন যা' যেমন ক'রে করতে হয়,
উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণে তা' কর,
তুমি সিদ্ধকাম হবেই হবে ;
তুমি না চাও—
হস্তামলকবৎ সিদ্ধি তোমার হাতেই ;
তুমি কর,

একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা-উচ্ছল
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তোমার উদ্দেশ্যকে
সুবিনায়িত ক'রে
বেঁধে ফেল,
আর, সে উদ্দেশ্য
কেন্দ্রকে বহন ক'রে
সার্থকতার হোমদীপনায়
এমনতরই প্রেরণা জোগাক,—
যে প্রেরণা-অনুপ্রাণিত হ'য়ে
উদ্দাম উদ্যোগে
নিষ্পন্নতাকে
হেলায় আয়ত্ত ক'রে তুলবে ;
আর, এর ফলেই আসবে যোগ্যতা ;
যোগ্যতা আনবে সাহস,
আনবে দক্ষতা,
আনবে উদ্যম-অনুশ্রয়ী
তৎপর আগ্রহ-আবেগ,
যা'র ফলে
তুমি অমনতর ক'রে যা'ই ধরবে,
ক্রমপদক্ষেপে তাইই
আয়ত্ত করতে পারবে,
নিষ্পন্ন করতে পারবে ;
তাই, ঘাবড়ে যেও না,
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে চল,
কর—
যেখানে যেমন ক'রে
যা' করতে হয়,—
নিষ্পন্নতা মূর্ত্ত-আশিসে
তোমাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
তুমি কৃতী হবে,

কৃতার্থ হবে ;
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
ঐ কৃতার্থতা যেন
অঞ্জলিবদ্ধ হ'য়ে
তোমার কেন্দ্রপুরুষে
অর্ঘ্যান্বিত হ'য়ে ওঠে ;
—ঐ অর্ঘ্য-নন্দনায়
সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি। ৭০৩৫।
১২।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৫০

তুমি চাও,
আর আশা কর
যাতে তা' পাও ;
ঐ আশাই কিন্তু তোমাকে
প্রদীপের মত
দেখিয়ে নিয়ে চলে—
আগ্রহ তোমার যা'তে,
যা' করতে চাও,
ক'রে হওয়াতে চাও,
আর, হওয়ার ভিতর-দিয়ে
যা' পেয়ে
উপভোগ করতে চাও ;
তাই বলি—
আশা ছেড়ো না,
আগ্রহ-উদ্দীপনায়
তরতরে হয়ে
উদাত্ত চলনে চল,
কর—
যা'তে হয়, এমনতর ক'রে,
আর, হওয়া তোমার আয়ত্তে আসলেই
পাওয়া তোমার স্বতঃ হ'য়ে উঠবে ;

ঘাবড়ে যেও না,
চলতে থাক—
চতুর সতর্ক চলন নিয়ে,
সন্ধিৎসার সুবীক্ষণী তাৎপর্য্যে,
কর,
—হবে,
আর, এই হওয়াই পাওয়ার জননী। ৭০৩৬।
১২।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৫২

যা' হ'তে চাও,
সলীল তরতরে আগ্রহ নিয়ে
তা'কে ধর,
অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে
বিহিতভাবে তা' কর,
এই করায় যতই সিদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
যোগ্যতারও অধিকারী হবে তুমি,
আর, হওয়াও ফুটে উঠবে
তোমার ব্যক্তিত্বে—
স্বতঃ-উৎসারণা নিয়ে ;
আর, তুমি যদি হ'তে পার,
তোমার হওয়ার পদ্ধতি
চারিয়ে গিয়ে
অনেককে ঐ হওয়ায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তুলবে,
আশান্বিত ক'রে তুলবে। ৭০৩৭।
১২।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৫৪

কামই বল
আর কামনাই বল,
তা' যতই শ্রেয়কেন্দ্রিকতায়
তোমার সত্তাধর্ম্মকে

আপোষিত ক'রে তুলবে,
আপূরিত ক'রে তুলবে—
কাম্যে শ্রদ্ধোচ্ছল উৎসারণা নিয়ে,
অন্বিত সঙ্গতিতে,
অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যী তৎপরতায়,
ধী-দীপ্ত স্থৈর্য্য নিয়ে,—
ততই তা' স্বর্গীয়। ৭০৩৮।
১২।৯।১৯৫৫, রাত ১০টা

তোমার আশ্রয় যিনি,
জীবন-যষ্টি যিনি,
শ্রেয়, প্রেয় বা প্রিয়পরম যিনি,
তুমি তোমার সমস্ত প্রবৃত্তিকে
তদনুপোষণী উদ্দীপ্ত আগ্রহ নিয়ে
নিবিষ্ট অন্তঃকরণে
তাঁরই সেবায়
নিয়োজিত ক'রে তোল—
সম্বর্দ্ধনার সামমন্ত্রে সুদীক্ষিত ক'রে
কৃতিদীপ্ত যাগ-অভিসারে,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
অনুকূলে অনুক্রিয় হ'য়ে
প্রতিকূল-বর্জ্জনায়
ওজদীপ্ত তৎপর হ'য়ে,—
দেখবে, দেবদ্যুতি
দ্যোতন-প্রতীকে
তোমার অন্তর-বাহিরে
বিদীপ্ত বিকাশে
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে;
আর, তুমিও
তাঁরই চলন-স্পর্শে
ঐ চলনের অভ্যুদয়ী সংস্কার সন্দীপনায়

অঢেল হ'য়ে
চরণামৃতের অধিকারী হ'য়ে উঠেছ,
পরিবেশ
স্বস্তিজলে
স্বর্গ-নন্দনায়
তোমাকে অভিষিক্ত করে তুলছে। ৭০৩৯।
১২।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৫

মাতালই যদি হ'তে চাও,—
তোমার অন্তঃস্থ প্রীতিকে
উচ্ছল ক'রে তোল,
সুকেন্দ্রিক নিবিষ্ট শ্রেয়-অনুনয়নে
অন্তঃকরণের আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে
তৃষ্ণা-সংক্ষুব্ধ অন্তরে
ঐ শ্রেয়-প্রীতিকে আকণ্ঠ পান কর,
মাতাল হও,
মাতালচিত্ত তোমাকে মাতাল ক'রে তুলুক—
পরিমাপিত তালিম ছন্দে ;
হাস,
নাচ,
গাও,
চল,
বল—
অমনতর দীপনা সৃষ্টি ক'রে
প্রীতি-বিকীরণায়
আশপাশ যা'-কিছুকে
অভিষিক্ত ক'রে তুলে.
মাতাল ক'রে তুলে,
নন্দনার দীপ্ত ঠমকে ঠমকে
স্মিত ভঙ্গিমায় ;
এমনি ক'রেই তুমি প্রেমিক হ'য়ে ওঠ,

প্রিয়তর্পণী মাতাল ক'রে তোল
সবাইকে ;
মত্ততার মঞ্জুল তালিমে
বর্দ্ধনার সামসঙ্গীতে
সিদ্ধির তাপতপনায়
নন্দিত হ'য়ে উঠুক সবাই ;
মাতাল হও,
কিন্তু পাগল হ'য়ো না,
সাংস্কৃতিক শুচিতাকে
রক্ষা ক'রে চ'লো,
ধীমান হও,
প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠ,
প্রীতিপূতোদকে
অভিষিক্ত ক'রে তোল সবাইকে—
একনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিকতায়
আত্মনিমজ্জন ক'রে। ৭০৪০।
১২।৯।১৯৫৫, রাত ১০-১২

বেতাল চালে চ'লো না,
আবোল-তাবোল বলতে যেও না,
আচার্য্যনিষ্ঠ একমনা অনুনয়নে
অনুগতির সার্থক-সন্দীপনায়
যা'-কিছুকে বিনায়িত ক'রে
সার্থক সঙ্গতির অন্বিত তৎপরতায়,
যা' তোমার ও সবার
সত্তা ও স্বার্থকে
আপোষিত করে,
শুভ সাম-সঙ্গীতে
তাইই বল, তাইই কর,
তেমনই চল ;

তোমার সব আবোল-তাবোল
ঘুচে যাক,
সব বেতাল চলন
তালিম হ'য়ে উঠুক,
তুমি সার্থক হ'য়ে ওঠ। ৭০৪১।
১২।৯।১৯৫৫, রাত ১০-১৫

যদি কলঙ্কিতই হ'য়ে থাক,
কলঙ্ক তোমার করবে কী ?
সব কলঙ্ক যাঁতে সার্থক হ'য়ে
অন্বিত তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গতি লাভ ক'রে
পূত হ'য়ে ওঠে—
শুভ সমীক্ষু অনুক্রিয় তৎপরতায়
ঐ পূতবিগ্রহে আত্মোৎসর্গ কর—
অন্তরের অচ্যুত যোগ-নিবন্ধনা নিয়ে ;
তাঁরই মনোজ্ঞ চলনে
আত্মনিয়ন্ত্রণ কর,
আনুকূল্যে অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,—
যা'-কিছু প্রতিকূল,
তোমার অন্তরে-বাহিরে
যেখানে থাক্ না কেন—
তাকে প্রতিবাদ ক'রে,
বর্জ্জন ক'রে,
নিরোধ ক'রে ;
এই উদ্দাম চলনই তোমাকে
পরাক্রমদীপ্ত ক'রে তুলবে,
সব কলঙ্ককে পরিমার্জ্জিত ক'রে
তোমাকে নিষ্কলঙ্ক ক'রে তুলবে,
দেবদ্যুতি লাভ করবে তুমি। ৭০৪২।
১২।৯।১৯৫৫, রাত ১০-২০

দেখ,
যদি চাও—
নিজেকে প্রেয়-তাপতপ্ত ক'রে তোল,
তোমার যা'-কিছু
তাঁতে সার্থকতা লাভ করে না,
সেগুলিকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেল,
আর, ঐ ভস্মে
তোমার সর্ব্বাঙ্গ পরিলিপ্ত ক'রে
তাঁদনুগ চলনে
আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে থাক ;
প্রবৃত্তিপরামৃষ্টতা
প্রেয়চর্য্যতায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
ঐ প্রীতিদীপনায় প্রদীপ্ত হ'য়ে
সবাইকে প্রদীপ্ত ক'রে তোল,
আর, উদাত্ত কণ্ঠে সামছন্দে বল—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্' । ৭০৪৩ ।
১২।৯।১৯৫৫, রাত ১০-২৫

মেঘের ডাকে চম্‌কে ওঠো ?
তা' ওঠো,
কিন্তু নিবিষ্ট আগ্রহ-দীপনা নিয়ে
প্রীতিচলন-সম্বেগে
চলার পথে
শত সংঘাত আসুক,
তা'তে তুমি কেঁপে উঠো না কিন্তু !
সংঘাতকে
প্রীতিচারণার অনুচর্চ্চনে
বিচর্চ্চিত ক'রে
বিনায়ন-তৎপরতায়
যদি শুভদীপনায়
সন্দীপ্ত ক'রে তোল,

তা'ই কিন্তু তোমার বীরত্ব,
শৌর্য্য তোমার সেইখানে,
নয়তো, নিরোধে, নিরাকরণে
তা'কে যদি নিশ্চিহ্ন ক'রে তুলতে পার,
সেও বড় কম নয় ;
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়
হৃদ্য অভিব্যক্তি নিয়ে
ভাবভঙ্গীর উল্লোল ভঙ্গিমায়
সবাইকে,
সব যা'-কিছুকে
ললিত ক'রে তোল,
আর, তোমার ললিত পদক্ষেপ
ললিত ভাষণ
ললিত ছন্দে
জলদ-গম্ভীর তৎপরতায়
প্রত্যেকের হৃদয় স্পর্শ ক'রে
গেয়ে উঠুক—
"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা,
আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ,
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ,
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" ৭০৪৪।
১২।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৩০

জীবনকে ইষ্টানুগতিসম্পন্ন ক'রে তোল,
তোমার অন্তরস্থ যোগাবেগ-নিবন্ধনায়
নিবিষ্ট আনতি-সম্পন্ন ক'রে
তোমার কর্ম্মগুলিকে
ইষ্টার্থ-অনুপোষণী ক'রে তোল—

তাঁকেই উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
অনুপোষিত করতে ;
উদ্দেশ্যই তা'ই হ'য়ে উঠুক,
তোমার প্রবৃত্তিগুলিকে
তঁদ্-অনুচর্য্যী ক'রে তোল—
তাঁরই কল্যাণের হোম-আহুতি ক'রে,
তোমার জীবন-যজ্ঞ
এমনি ক'রেই
নিষ্পন্নতায় অবাধ ক'রে তোল ;
আর, ঐ যজ্ঞপূত হবিঃ-আহরণে
তোমার পরিবার ও পরিবেশকে
বর্দ্ধনা-পরিস্রুত ক'রে
অনুশীলন-তৎপরতায়
অনুপ্রাণিত ক'রে
যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে তোল—
নিজে হ'য়ে, ক'রে,
সেই হওয়া ও করার অনুপ্রেরণায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে সবাইকে ;
এই অনুচর্য্যী কর্ম্মনিরতি
তোমাতে যতই
মুখর উদ্দীপনায়
আগ্রহ-উৎসর্জ্জনী সক্রিয়তায়
নিয়োজিত হ'য়ে উঠবে,—
তোমার ধীও অমনতরই
ক্রমবিন্যাসশীল হ'য়ে
পরিপুষ্টি লাভ করবে,
তোমার কর্ম্মগুলিও
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
নিষ্পন্নতার অভিনিবেশ-উদ্দীপনায়
আরো আরো সম্বেগশালী হ'য়ে
ধারণে, পোষণে, পালনে

উদগ্র হ'য়ে উঠবে,—
যে অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তুমি, তোমার পরিবার-পরিবেশ
সংহত হ'য়ে
ঐশী অনুবেদনায়
ধৃতিবাহী চরিত্রে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে
সবারই স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার
ব্যক্তপ্রতীক হ'য়ে উঠবে ;
তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হ'য়েও
নিরলস কর্ম্মিষ্ঠ জীবনে
অধিরূঢ় থেকেই
জীয়ন্ত চলনে অভিদীপ্ত রইবে ;
ঈশ্বরের পরম আশীর্ব্বাদ
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
ভালমন্দের শুভ-নিয়ন্ত্রণে
তোমাকে ঐশীধর্ম্মী ক'রে তুলবে,
তুমি ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হবে,
আর, ঐ ঐশ্বর্য্য
পরিব্যাপনায়
প্রতিপ্রত্যেককে ধন্য ক'রে
যোগ্যতার যুত আহ্বানে
দেদীপ্য ক'রে তুলবে ;
আবেগ-উদ্বুদ্ধ প্রণতি নিয়ে
তাত্ত্বিক সঙ্গতিতে
তোমার অন্তর-উৎসারণা
পূত ধ্বনিতে বলে উঠবে—
'ইষ্ট আমার !
তুমিই ব্যক্ত ঈশ্বর,
তুমিই পর-ভাবাত্মক পরমেশ্বর !
আমার আভূমিলুণ্ঠিত প্রণাম গ্রহণ কর,
আশীর্ব্বাদ কর—

তোমাতে প্লুত হ'য়েই থাকি,
তোমাতে প্লুত হ'য়েই যেন চলি।' ৭০৪৫।
১৩।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৩৭

তুমি তোমার অনুচলনকে
ইষ্টীপ্লুত ক'রে তোল,
উদ্দাম অনুক্রিয় ক'রে তোল,
ইষ্টানুচর্য্যাই
তোমার উদ্দেশ্য হো'ক,
আর, যা'ই কর না কেন,
সব করাগুলিই যেন
ঐ ইষ্টার্থে সার্থকতা লাভ করে,
তোমার বোধি, স্মৃতি, বিবেক,
বিবেচনা
স্বস্তি-বিনায়নে
সুসম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
যোগ্যতার অভিনিবেশ-অনুনয়নে
সার্থক ক'রে তুলবে,
প্লুত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
নয়তো, সংকীর্ণ অবশকর্ম্মা হ'য়ে
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট হ'য়ে
নিজেকে খিন্নতায়
পরিসমাপ্ত ক'রে তুলতে হবে। ৭০৪৬।
১৩।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৪০

তুমি যদি আদর্শানুগ কর্ম্মনিরতি নিয়ে
সক্রিয় না থাক—
ত্বরিত অন্বিত তৎপরতায়,
একটা সঙ্গতিশীল চৌকস
চারিত্র্যিক চলন নিয়ে,

অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে
ওজদীপ্ত রেখে নিজেকে,—
দেখবে, কিছুদিনের ভিতরেই
তুমি সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠছ,
দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছ,
তোমার ধৃতিচলন
জড়ভাবাপন্ন হ'য়ে উঠছে,
ঐশীদীপনা তোমার অন্তরে
স্তিমিতপ্রায়,
প্রবৃত্তিপরামৃষ্ট হ'য়ে
তোমার অস্মিতা
স্থবিরভাবাপন্ন হ'য়ে উঠছে ;
তাই বলি !
এখনও ওঠ, জাগ, কর,
শ্রেয়-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
লোকচর্য্যী হ'য়ে ওঠ,
শ্রেয়-প্রতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠ,
তবে তো একটা জীয়ন্ত মানুষ হ'য়ে উঠবে !
লোককে জীয়ন্ত রাখবে !—
নিজে জীয়ন্ত না হ'লে
তা' কি পারা যায় ? ৭০৪৭ ।
১৩।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৪০

আক্রোশে নয়,
ইষ্টানুগ অনুচলনে
বাস্তব শুভ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চতুর চৌকস বিবেচনায়
হৃদ্য উৎসারণী অনুবেদনায়
যেখানে যখন যে-মুহূর্ত্তে
ক্রোধ করা উচিত,
সেখানে ক্রোধ করবে,

লোভের প্রয়োজন যেখানে—
লোভ করবে,
মদ-মোহের প্রয়োজন যেখানে—
সেখানে তা'ই করবে ;
এমনি ক'রে তুমি
ষড়রিপুকেই
শুভ-অনুধ্যায়িতায়
যেখানে যেমন প্রয়োজন
সমীচীন বিবেচনায়
ব্যবহার ক'রো ;
ছল, বল, খলতা ও কৌটিল্যকেও
অমনতরভাবে প্রয়োজনমত
বিহিত বিনায়নে
বিহিত চালে
চাতুর্য্যের সহিত ব্যবহার ক'রো—
যা'তে যথাসত্বর তা'
শুভফলপ্রসূ হ'য়ে ওঠে ;—
নয়তো, অন্তঃস্থ পরাক্রম
শুভপরিচর্য্যা-বিমুখ হ'য়ে
সংকীর্ণ হ'য়েই উঠবে,
তোমার আগ্রহ
অনুগ্রহ-বিস্তারে
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে প্রদীপ্ত হ'য়ে
কোথাও অন্যায়ের
প্রতিবাদ, প্রতিরোধ বা নিরাকরণ
করতে পারবে না,—
ওজদীপ্ত বিহিত অনুচলনে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে যদি না চল ;
কিন্তু স্বার্থসমাহিত অন্তঃকরণে
আক্রুদ্ধ অভিচারে
যদি এগুলি করতে চাও

বা ব্যবহার কর,
তা' কিন্তু তোমাকে
শীর্ণ ও ধ্বক্ষিত ক'রেই তুলবে ;
বিবেচনার সহিত যা' করতে হয় ক'রো,
তোমার শুভ-অনুধ্যায়িতা যেন
সক্রিয়তায় প্রকট হ'য়ে ওঠে সেখানে ;
ফল কথা, কল্যাণপ্রসূ না হয়—
এমনতরভাবে কোন প্রবৃত্তিকেই
প্রশ্রয় দিও না,
তা' কিন্তু অপরাধের,
অধঃপাতের। ৭০৪৮।
১৩।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৫৫

তুমি যখন আদর্শবিহীন,
দুর্ব্বল,
অবিবেকী,
আত্ম-স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ,
প্রবৃত্তিভোগ-দৃপ্ত,
তোমার পরিবার-পরিবেশে
তোমার রকমই হয়
পাওনাদার সৃষ্টি করা ;
আর, যখনই তুমি আদর্শনিষ্ঠ,
তঁদনুগ অনুনয়ন-প্রবণ—
লোকচর্য্যী অনুবেদনায়
ইষ্টপ্রতিষ্ঠ আবেগ নিয়ে,
লোকবর্দ্ধনাকেই স্বার্থ ক'রে নিয়ে,—
তোমার ঐ হৃদ্য অনুচলন
পূজার পুষ্প আহরণের মত
বাস্তব সক্রিয় অনুচর্য্যায়
সার্থক ইষ্টপ্রতিষ্ঠ প্রবর্ত্তনা
সৃষ্টি করতে করতে চলে—

স্বতঃ-উৎসারণায় সন্দীপ্ত ক'রে
প্রতিপ্রত্যেককে,
ফুল্ল তালিমে দেনদার ক'রে—
যোগ্যতার অর্জ্জনী অর্ঘ্যান্বিত ক'রে,
নৈবেদ্য ক'রে
ইষ্টীপূত উৎসর্জ্জনায়। ৭০৪৯।
১৩।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৪৫

নিজেকে ইষ্টীপূত ক'রে তোল—
তঁদনুগতিতে নিজেকে
গতিশীল ক'রে
সক্রিয় তৎপরতায়;
সুকঠোর আগ্রহ-দীপনা নিয়ে
তোমার ইচ্ছাশক্তিকে
সক্রিয় সন্দীপনায়
ঐ দায়িত্ব-আপূরণী তৎপরতায়
বিনিয়োগ কর—
ত্বরিত-কর্ম্মা চারিত্রিক দ্যুতি নিয়ে
যোগ্যতার অনুশীলনে
মর্য্যাদাকে মুকুট ক'রে তুলে;
তিনি যেন তোমার সর্ব্বার্থের স্বার্থ
ও সার্থকতার পরম বেদী
হ'য়ে থাকেন;
এই দায়িত্ব-অনুপ্রেরণা
তোমাতে যত
তুখোড়, কঠোর ও সক্রিয় হ'য়ে চলবে—
ত্বরিত্যের চুম্বন-প্রতিভায়
আগ্রহদীপনী পালনে, পোষণে, পূরণে,—
তোমার ব্যক্তিত্বও তত
ব্যাপন-দীপনায়
দৃঢ়-তৎপর হ'য়ে উঠবে,

সর্ব্বার্থের আবাসভূমি
হ'য়ে উঠবে তুমি—
তোমার ইষ্টীপূত ব্যক্তিত্বের
অমোঘ-নির্ঝরে। ৭০৫০।
১৩।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৫৫

তুমি আদর্শ বা ইষ্টার্থ-পরায়ণ
কতখানি,
ইষ্টপ্রীতি তোমার
কতখানি তীব্র ও দুর্নিবার,
তা'র প্রধান লক্ষণই হ'চ্ছে—
তাঁতে তুমি অচ্যুত আনতিপ্রবণ হ'য়ে
সক্রিয় অনুচর্য্যা-তৎপর কতখানি ;
এই তৎপরতার আগ্রহ-উদ্দীপনাই
তোমার অন্তরে
নব নব উন্মেষ-শালিনী বোধনার
সৃষ্টি ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনোজ্ঞ হবার আকাঙ্ক্ষা
দুর্নিবার হ'য়ে উঠবে
তোমার অন্তরে,
যা'র ফলে, তুমি
আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর হ'য়ে
উঠবেই কি উঠবে ;
এর ফলেই
তোমার অন্তরে
সজীব তৎপরতায়
ইষ্টার্থ-অনুকূল যা'
তা'তে উৎক্রিয় উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষা
তেজোদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে,
আর, প্রতিকূল যা'

তা'কে বর্জ্জন করবার
নিরোধ করবার
নিরাকরণ করবার
অদম্য আগ্রহ
এমনতরই হৃদ্য উৎকণ্ঠ আবেগ নিয়ে
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে তোমাতে,—
তুমি বান্ধব-বিনায়নে
মৈত্রী সংঘাতে
প্রতিকূল যা'-কিছুকে
বিনায়নী উৎক্রিয়তায়
প্রসাদপ্রসূ ক'রে
তুলবেই কি তুলবে,
যা'র ফলে, তা' নিরাকৃত হবে,
মৈত্রী প্রতিষ্ঠা হবে—
পারিবেশিক বান্ধব-বিনায়নে,
লোকচর্য্যা-নিরতি
তোমার ব্যক্তিত্বকে
লোকের অর্ঘ্যনীয় ক'রে তুলবেই কি তুলবে ;
আর সেই অর্ঘ্য
আকণ্ঠ আবেগে
তুমিও উৎসর্গীকৃত ক'রে তুলবে
তোমার আদর্শে,
ইষ্টে,—
শ্রদ্ধোৎসারিণী
আনন্দ-অশ্রু-সিক্ত
আত্মনিবেদনে। ৭০৫১।
১৩।৯।১৯৫৫, সকাল ১০-১৫

যা'রা দুঃখিত হ'তে জানে,
আপশোষ করতে জানে,

অন্তরে বেদনা বোধ ক'রে
সক্রিয় তৎপর হ'তে পারে,
সংকল্পকে কঠোর ক'রে,
তৎপরতাকে তূর্য্য ক'রে,
সন্ধিৎসাকে সন্দীপ্ত ক'রে,
ধী-চক্ষুকে তীক্ষ্ন ক'রে
নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে—
ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যী হোমবহ্নিতে
সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে,
সব স'য়ে,
সব ব'য়ে,
সব ক'রে,—
এমনতর যা'দের অপদার্থ ব'লে জান—
তা'রা ঢের ভাল,

আশা
প্রদীপ-হস্তে
নিজের আপূরণ-সন্ধিৎসু হ'য়ে
খোঁজ ক'রে থাকে তাদের,
আর, তাদের সক্রিয়তা
হওয়াকেই আবাহন করে,
এই হওয়া
প্রাপ্তিকে অনিবার্য্য ক'রে তোলে ;
কিন্তু যা'রা সাধু মানুষ হ'য়েও
সংকীর্ণ,
কর্ম্ম-চাঞ্চল্যহারা,
'হাঁ জি, হাঁ জি', বোল নিয়ে
দোদুল হ'য়েও
সাধুত্বের ভাঁওতা নিয়ে চলে থাকে,
তা'রা আদর্শ-নিরতিকে
লাঞ্ছিত ক'রে থাকে—
মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে, প্রতিকর্ম্মে ;

ভাগ্যলক্ষ্মী আশা-সম্ভিব্যহারে—
চেয়ে দেখ—
তা'দের দিকে পিছনফিরেই চ'লে যাচ্ছে,
তা'রা সাধুবাদীই,
সাধুকর্ম্মা নয়কো,
তা'দের সাধুতা
সহানুভূতি-সমবেদনাহীন হ'য়ে চলে,
আর, তা' কথাতেই সক্রিয় হ'য়ে
নিঃশেষ প্রাপ্ত হয়,
আদর্শ, ধর্ম্মের স্তোতা নয় তা'রা,
বরং আত্মস্তুতি-বিশারদ ;
তাই বলি, এখনও জাগ,
অনুগতিকে উদ্‌গ্রীব ক'রে তোল,
আগ্রহ-প্রদীপনায়
ইষ্টার্থ-অনুরঞ্জনী আবেগদীপ্ত হও,
তাঁর মনোজ্ঞ হওয়ার
অকাট্য আগ্রহলুব্ধ হ'য়ে
নিজেকে উদ্বেলিত ক'রে তোল—
স্থিরস্রোতা শ্রদ্ধাকে
ইষ্টনিরত ক'রে ;
ফিরে দাঁড়াও,
উঠে পড়,
চল,
কর,
প্রদীপ্ত হও,
তোমার এই হওয়া
দুনিয়ার প্রতি অন্তরে-অন্তরে
বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠুক ;
—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃপার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে,
ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ !' ৭০৫২ ।
১৩।৯।১৯৫৫, সকাল ১০-২১

বাস্তব শুভ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
যেখানে যা'ই কর না কেন,
তা' যেন ইষ্টীপূত হ'য়ে ওঠে,
ইষ্টার্থ-সার্থকতায়
যেখানে যেমনতর বিনিয়োগ প্রয়োজন
সেখানে তাই ক'রো ;
আর, প্রয়োজনের মাত্রাই হ'চ্ছে—
তেমনতর প্রযোজনা যা'তে প্রয়োগ করছ,
তা'রও হৃদ্য হ'য়ে উঠবে,
পরিবেশেরও হবে,
তুমিও প্রসাদ-মণ্ডিত হ'য়ে উঠবে ;
সার্থক সুবীক্ষণী তৎপরতায়
পরিবেশের ও তোমার নিজের
চার আলের হিসাব রেখে
সুসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে
যেখানে যা' যতটুকু প্রয়োজন,
তা'ই ক'রো—
খুব সাবধানে ;
এর কোন দিকটা ধ্ব'সে গিয়ে
বিপদ ও বিড়ম্বনা
অবশ্যম্ভাবী না হ'য়ে ওঠে—
এমনতর দক্ষ চতুর চলনে
নিজেকে সক্রিয় তৎপর ক'রে
নিয়োজিত ক'রো ;
আর, এই নিয়োজনা
পরম সার্থক কৃতকৃতার্থতায়
যেন হৃদ্য হুঙ্কারে ব'লে ওঠে—
'ইয়া গুরুজীকী ফতে,
ইয়া গুরুজীকী খালসা !' ৭০৫৩ ।
১৩।৯।১৯৫৫, বেলা ১১টা

যদি কেউ তোমাকে চায়,
আর, পেলে খুসী হয়,
তা'কে তুমি চেও—
শ্রেয়কেন্দ্রিক আবেগ-উচ্ছল
অনুরতি নিয়ে,
সে-ও খুসী হবে,
তুমি-ও খুসী হবে। ৭০৫৪।
১৩।৯।১৯৫৫, বিকাল ৩-৫০

অসৎ-নিরোধী পরাক্রম-হীনতা
ও ধারণ-পালন-পোষণী অক্ষমতা
যেখানে যত,—
দুর্ব্বলতারও আবাসভূমি
সেখানে তত। ৭০৫৫।
১৩।৯।১৯৫৫, বিকাল ৪টা

অনুগতি অচ্ছেদ্য হ'য়ে
যেখানে স্বতঃ-স্রোতা নয়
যেমনতর,—
অন্তরস্থ যোগাবেগও
দুর্ব্বল তেমনতর। ৭০৫৬।
১৩।৯।১৯৫৫, বিকাল ৪-৩

বিচ্ছিন্ন বিকেন্দ্রিক রাগদীপনা
যেখানে যেমন প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট,
ভাঙ্গা-গড়া
ছেদলভাবে বিক্ষুব্ধ ও বিক্ষিপ্ত,—
অন্তরস্থ যোগাবেগও
তেমনতর শীর্ণ
ও বিচ্ছিন্নস্রোতা। ৭০৫৭।
১৩।৯।১৯৫৫, বিকাল ৪-৭

যে নিজের শ্রেয় বা প্রেয়কে
যত্ন করতে জানে না,
তাঁর মনোজ্ঞ অনুচলনে
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
তাঁর চিত্ত-বিনোদন করতে জানে না—
অন্তর-বাহিরকে
শ্রদ্ধোচ্ছল সুচারু বিন্যাসে
বিনায়িত ক'রে,—
সে নিজেকেও যত্ন করতে পারে না—
সম্ভ্রমাত্মক সমীচীন আত্মবিনায়নে
অনুচর্য্যী সক্রিয় সার্থক
শুভপ্রদ হ'য়ে,
শুভসজ্জায় নিজেকে
সুশোভিত ক'রে ;
আর, তা' যে পারে না,
সে নিজের জিনিষপত্র, গৃহ-আসবাব ইত্যাদিও
সুব্যবস্থ বিনায়নে
সমীচীন সুন্দর সজ্জায়
সংরক্ষিত করতে পারে না—
যত্নশীল তৎপরতার
বিহিত ব্যবস্থায় ;
শুধু নিজের কাছে নিজে
সুন্দর হ'লেই চলবে না,
শুভপ্রসূ হ'লেই চলবে না,
তোমার শুভ-সুন্দর কর্ম্মনিরতি
সুব্যবস্থ বিনায়নে
সবাইকে যতই সম্ভ্রম-সন্দীপনায়
মুগ্ধ ক'রে তুলবে—
বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যায়
পোষণ-প্রদীপ্ত ক'রে,
তোমাতে শ্রদ্ধাসন্দীপ্ত

স্মিত সহানুভূতিশীল ক'রে,—
তুমি যত কুৎসিতই হও না কেন,
লোক-অন্তরে তুমি
শুভ-সুন্দর । ৭০৫৮ ।
১৩।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৩০

শ্রদ্ধোচ্ছল ইষ্টানতিতে
আগ্রহদীপ্ত সক্রিয়তায়
সম্বেগশালী হ'য়ে
তদনুচর্য্যী অনুবেদনায়
প্রেয়-শ্রেয়-মুখর অনুপ্রেরণায়
যদি নিজেকে তাঁরই উপচয়ী
অনুক্রিয় ক'রে
নিয়োজিত না করলে—
ক্লেশবাহিতার তৃপ্তিদীপনা নিয়ে,
তবে ঐ অর্থে অর্থান্বিত হ'য়ে
উপযুক্তভাবে নিজেকে বিনায়িত করতে
কি ক'রে পারবে ?
—বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে
প্রীতি-উৎসারণী প্রবোধনা নিয়ে
কাজ হাসিল করার
উচ্ছল উদ্যমে
নিজেকে কেমন ক'রে
বিন্যস্ত ক'রে তুলবে ?
তাই, ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টার্থদীপনী আগ্রহ-অনুদীপনা নিয়ে
নিজেকে তদনুচর্য্যায় নিয়োজিত কর ;
তদুপচয়ী হ'য়ে কর্ম্ম-নিষ্পাদন—
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে, কর্ম্মে
এস্তামাল ক'রে তোল—
স্বতঃসিদ্ধ তৎপরতায়,

দেখবে, যোগ্যতা
বোধি-বিনায়নে
দক্ষ সন্ধিৎসায়
নিষ্পাদন-কৃতী ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
কৃতার্থতামণ্ডিত ক'রে তুলবে ;
তোমার ইষ্টদেবতা প্রসন্ন হবেন,
তুমিও সার্থক হবে—
পরিবার-পরিবেশকে
প্রীতি-সন্দীপ্ত ক'রে। ৭০৫৯।
১৩।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৪৫

তোমার প্রিয় যিনি,
যাঁকে তুমি ভালবাস,—
যেই তোমাকে ভালবাসুক না,
তা'র ভিতরেই
তুমি তাঁকে দেখতে চেষ্টা কর—
তেমনি মূর্চ্ছনায়,
যেখানে যতটুকু পাও,
আর, তুমিও
যে তোমাকে ভালবাসছে
তা'র প্রতি
হৃদ্য-অনুকম্পা-অন্বিত হ'য়ে
শুভানুচর্য্যী বাক্য, ব্যবহার করতে
নিরস্ত থেকো না,
তোমার প্রীতি রঞ্জিত হ'য়ে উঠবে,
ঐ ভালবাসা শুভ-নন্দনায়
ঐ প্রিয়তেই সার্থক হ'য়ে উঠবে। ৭০৬০।
১৩।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৫

যা' অনুশীলন করতে হবে,
তা'র কিছু-না-কিছু
নিষ্পন্ন কর—
যোগাড়ে ক্ষিপ্রহস্ত হ'য়ে,
যা'তে তা' তোমার ও অন্যের
তৃপ্তিপ্রদ হয় এমনতরভাবে,
ঐ তৃপণাই
তোমার আগ্রহ বাড়িয়ে দেবে ;
ক্রম-পদক্ষেপে,
আগ্রহদীপ্ত সম্বেগে
তুমি আরোর দিকে এগিয়ে যাও—
যা' ধরবে
তা'র সমাধানী তৎপরতা নিয়ে ;
দেখবে—
কৃতী হ'তে
বড় বেশী কাঠখড় পোড়াতে হয় না। ৭০৬১।
১৩।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৪৫

তোমার প্রিয়পরম যিনি,
ইষ্ট যিনি,
তাঁ'র ভিতর সর্ব্বদেবতারই
দ্যুতি-মূর্চ্ছনাকে দেখতে—
অনুভব করতে—
যত্নশীল হও,
বুঝবে—
তিনি সর্ব্বদেবতারই
সার্থক অন্বিত অভিব্যক্তি,—
তাই, তিনি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গুরুদেরও গুরু,
কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হ'য়েও ;

'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ
কালেনানবচ্ছেদাৎ।' ৭০৬২।
১৩।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৩০

বিশ্বাসিত বৈশিষ্ট্যের
উদ্‌গমই হয়—
বর্ণানুগ আভিজাত্য, কুলাচার
ও সাংস্কৃতিক সার্থক সঙ্গতিশীল
সুবিনায়িত ব্যক্তিত্বের ভিতর-দিয়ে,
এর বিকৃতি যেখানে
বিশেষত্বও বিকৃত সেখানে ;
তাই, পরিণীত হও—
বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত ক'রে নয়,
বরং বজায় রেখে,
উন্নীত ক'রে,
বিশেষত্ব ব্যাহত হওয়াই পাপ। ৭০৬৩।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৩০

যা' সত্তাপোষণী শুভ-সম্বর্দ্ধনার
দ্যোতন-প্রেরণা,
তাই সুনীতি,
আর, তা'কে যা' ব্যাহত করে,
দুষ্ট ক'রে তোলে,
তাই দুর্নীতি,
অমনতর চলনশীল যা'রা—
তা'রাই কিন্তু দুরাচার। ৭০৬৪।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৪০

যা' সত্তাকে পরিপোষণ করে না,
বর্দ্ধনাকে উজ্জয়িনী ক'রে তোলে না—

নিজের মতন ক'রেই অন্যের—
বাস্তবে,
সঙ্গতিশীল অর্থনায় অন্বিত হ'য়ে,—
তা' কিন্তু ধর্ম্ম নয়,
অন্য যা' কিছু হ'তে পারে,
আর, তা' বিদ্যাও নয়,
বা তদনুশ্রয়ী কৃষ্টিও নয় ;
আর, বিদ্যা তা'ই,—
যা' বিদ্যমানতাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে—
ধারণে, পোষণে,
আপূরণী তৎপরতায়,
অন্তরায়কে নিরোধ ক'রে। ৭০৬৫ ।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-১০

অবিদ্যা
যা' বিদ্যমানতাকে নাকোচ করতে চায়,
তা'কেও জান,
তা' হ'তে যদি কিছু
সত্তাপোষণী উপকরণ
সংগ্রহ করতে পারা যায়,
বিহিত বিবেচনার সহিত
তা'ও গ্রহণ কর,
তা'র বিপরীত যা'—
বিহিত বিধানে
তা'কেও নিরোধ করতে
কসুর ক'রো না। ৭০৬৬ ।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-২৫

ব্যভিচার বা দুর্নীতিকে
সদাচার ও সুনীতিতে
পরিণীত করতে যদি পার,

তাইই তোমার মহত্ত্ব ;
ওদিগকে পরিপুষ্ট ক'রো না,
দুষ্ট তা'
যা' দুঃস্থিকেই আবাহন ক'রে থাকে। ৭০৬৭।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৩০

শ্রেয়-আশ্রয়-আসক্তি
তোমার জীবনে যেন
অদম্য অটুট হ'য়ে থাকে,
তোমার অশ্রেয় আচরণ
কখনও যেন তা'কে
ক্ষুব্ধ ক'রে না তোলে ;
শ্রেয়তমে পুরশ্চরণ কিন্তু
শ্রেয়-বর্জ্জন নয়কো,
বরং তাঁ'র আপূরণীই হ'য়ে থাকে তা' ;
ওঁতে তোমার অন্তঃস্থ যোগাবেগকে
সুনিবদ্ধ ক'রে ফেল,
যে-নিবন্ধনা কেউ কিছুতেই
ছিন্ন করতে না পারে—
স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ প্রবৃত্তিকে
উস্‌কে দিয়ে
সটান বা ক্রূর কুটিল সংঘাতে। ৭০৬৮।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৪০

তাঁ'রাই বরেণ্য,
ধন্যবাদের পাত্র তাঁ'রাই,
যাঁ'রা সব থেকেও
বাস্তবভাবে অকিঞ্চন ;
স্বর্গসুষমা তাঁদের অন্তরেই
বিরাজ ক'রে থাকে। ৭০৬৯।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-১০

পুণ্য তাঁরা,
যাঁরা প্রেয়মুগ্ধ শুভ-সক্রিয়,
কারণ, তাঁরা অনেককেই
আপূরিত ক'রে তুলতে পারেন। ৭০৭০।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-১৫

বদান্য তারাই—
যা'রা কাউকেই প্রবঞ্চিত করে না,
বরং পর্য্যাপ্ত ক'রে তোলে—
শুভে, সম্বর্দ্ধনায়। ৭০৭১।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-১৯

প্রেমী সেই—
সর্ব্বতঃ সন্দীপনায়
সক্রিয় অনুচর্য্যী উপচয়ী আবেগ নিয়ে
যে প্রিয়কে ভালবাসে,
আর, সেই প্রীতি-উৎসারণায়
পরিবেশকেও পরিতৃপ্ত ক'রে তোলে—
পোষণ-পূরণী অনুচর্য্যা নিরতি নিয়ে। ৭০৭২।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-২৬

আয়ই যদি করতে চাও,
মিতচলনে চল—
মিতব্যয়ী হ'য়ে,
আর, উদ্বৃত্ত যা'
তা'কে উচ্ছল ক'রে তোল। ৭০৭৩।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৩১

সংযত হও,
কিন্তু সঙ্কীর্ণ হ'য়ো না,

ক্ষুদ্রহৃদয় হ'তে যেও না—
বলায়, করায়, ব্যবহারে,
অনুচর্য্যী অনুবেদনায়। ৭০৭৪।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৩২

যা' অবশ্য করণীয়,
তা'তে বদ্ধপরিকর হও,
বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হ'তে যেও না,
অতি আবশ্যকীয় যা', তা' ক'রে
যেমন পার, তা' ক'রো। ৭০৭৫।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৩৫

শুভ কিছু করবে ব'লে—
তা' না ক'রে
সংকল্পকে বিধ্বস্ত ক'রে তুলো না,
বিধ্বস্ত সংকল্প
বিকল্পের সৃষ্টি করতে করতে
তোমাকে ব্যত্যয়ে
বিশোষিত ক'রে তুলবে। ৭০৭৬।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৪০

তোমাকে যা'রা ঘৃণা করে,
আক্রোশ-সংক্ষুব্ধ, বিরক্ত
তোমার প্রতি যা'রা,
সন্ধিৎসু তালিমে
নজর রেখো তাদের প্রতি,
ফাঁক পেলে
শুভ-পরিচর্য্যায়
তাদিগকে ফুল্ল করতে
ত্রুটি ক'রো না—

সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে বজায় রেখে—
বিহিতভাবে। ৭০৭৭।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৪৫

বৃদ্ধোপসেবনায় শ্রদ্ধোচ্ছল থেকো,
সুবিধা পেলেই সাগ্রহে
তাঁর অনুচর্য্যায়
কসুর ক'রো না,
আর, তাঁর বহুদর্শিতার প্রসাদ-লাভের
তৃষ্ণাকে বজায় রেখো,
সুবিধা পেলেই নিয়ো তা',
ইষ্টার্থ-অনুনয়নে
তা'কে যেখানে যেমনতর
ব্যবহার বা বর্জ্জন করতে হয়,
তা' ক'রো। ৭০৭৮।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৪৬

স্বস্তিপোষণায় যা' নিশ্চিত
উপাদেয় বলে জেনেছ,
তাইই গ্রহণ ক'রো,
অনুশীলনও ক'রো তা'ই,
অর্জ্জনও ক'রো তা'ই—
যা' প্রতিকূল তা'কে বর্জ্জন ক'রে ;
বাস্তব জীবনকে যা' স্পর্শ করে না,
বা যা'র সার্থকতা নেই,
তা'র ধান্ধায়
বাঁধা প'ড়ে থাকতে যেও না। ৭০৭৯।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৫০

চতুর হও,
যা'র ফয়দা নেই

এমনতর বেকুব চাতুর্য্যে
বাহাদুরি নিতে যেও না,
বরং তা' অসৎ-নিরোধে নিয়োগ ক'রে
শুভে কৃতার্থ ক'রে তোল। ৭০৮০।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৫৫

বিরোধকে নিরোধ করতে যেয়ে
নিরোধের সঙ্গে
বিরোধ পাকিয়ে ব'সো না,
মিলন-উৎসারণী অনুচর্য্যায়
বিরোধকে বিনায়িত ক'রে
পরস্পরকে পরস্পরের কাছে
হৃদ্য ক'রে তোল,
আর, তোমার পারগতার
শ্রেয়-আশীর্ব্বাদ এইই। ৭০৮১।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-১১

বস্তুই বল,
বিষয়ই বল,
আর ব্যাপারই বল,
আগে বোঝ—
বেশ ক'রে খুঁটিনাটি নিয়ে ;
শুভশালিনী অনুনয়নায়
যা' বলবার ব'লো,
যা' করবার ক'রো,
না-বুঝে বেকুবের মতন
অন্যের কল্যাণকর কৃতি-চলনকে
ব্যাহত করতে যেও না,
তা' অশুভকেই সাহায্য করবে,
যদি সাহায্য করতেও হয়,
সে যা' করছে,

ঐ তালে তাল রেখে ক'রো,
যা'তে ব্যর্থ না হ'য়ে ওঠে সে। ৭০৮২।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-১৫

উপকার পেয়েও
যা'রা অপকার করতে
কসুর করে না,—
তা'দের হ'তে সাবধান থেকো,
কৃতঘ্নতা তাদের অন্তঃকরণে
ওত পেতেই থাকে প্রায়শঃ ;
দেশের ও দশের বড় শত্রু তা'রাই—
যা'রা কৃতঘ্নতার অনুশীলনাতেই
নিজেদের মর্য্যাদা-বিভূষিত মনে করে। ৭০৮৩।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-২৫

যা'রা তোমার দোষ-ক্ষালনে
অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে চলেছে,
তা'দিগকে দোষ দিয়ে
মানুষের চক্ষে
দুষ্ট পরিগণিত ক'রে
কৃতার্থ হ'তে যাচ্ছ—
লাভের লোভে,—
তা' কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতারই
অনুশীলন করা,
বান্ধবতাকেই অবদলিত করা,
বিপর্য্যস্ত হওয়াকেই তুমি আবাহন করছ—
বান্ধবতাকে বিদলিত ক'রে। ৭০৮৪।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৩০

ঠগ্‌বাজী ক'রে
ঠিক হ'তে যেও না,

ঠগী চলন ঐ ঠিককে
ঠিকরে দেবে কখন—
তা'র ঠিক নেই। ৭০৮৫।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৩৫

তুমি শাতনী অনুচলনায়
এতই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছ,
কঠিনকেই এমন সহজ করে তুলেছ—
নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ক'রে,—
যে, প্রীতি-উৎসারণায়
শ্রেয়শ্রদ্ধ কর্ম্মনিরত হ'য়ে চলা
তোমার পক্ষে
দুষ্কর বলেই মনে হয়,
কারণ, তা'তে তোমাকে
সব যা'-কিছুকে কুড়িয়ে
সার্থক সঙ্গতিশীল বিন্যাসে এনে
স্বস্তি-বিধায়নী উৎসর্জ্জনায়
তাঁতে নিয়োজিত করতে হয়;
তাঁকে আপ্রাণ আবেগে ধর,
আর, যা'-কিছুকে
তদনুচর্য্যী ক'রে বিনায়িত কর—
অনুকূল উৎসারণায়
ও প্রতিকূল-বর্জ্জনায়
প্রখর হ'য়ে;
দেখবে, বিচ্ছিন্ন যা',
বিকীর্ণ যা',
সুসংস্থ হ'য়ে
সুবিনায়নী তৎপরতায়
তোমাকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলছে—
অভ্যাসের তপ-তাপদীপনায়
ব্যক্তিত্বকে শুভচর্য্যী

চারিত্রিক দ্যুতি-সম্পন্ন ক'রে ;
স্বস্তি
প্রসাদ-পরিতৃপ্ত হ'য়ে
তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবে। ৭০৮৬।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৫০

সুখী হও,
স্বস্তিমান হও,
শ্রেয়-নিষ্ঠ সুকর্ম্মা হ'য়ে চল,
নজর রেখো—
ঐ সুখ-স্বস্তি যেন
তোমার দুঃখের ইন্ধন হ'য়ে না ওঠে—
প্রবৃত্তির ডাইনী ডাকের লুব্ধ প্রলোভনে। ৭০৮৭।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ১০-২৬

ইষ্টীপূত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হও,
বিশ্বাসী হও,
তোমার ব্যক্তিত্ব
বিশ্বস্ততায় যেন ভরপুর থাকে—
কথা ও কাজের কল্যাণ-মিলনে,
শুভপ্রসু অনুচর্য্যী অনুনয়নে,—
এমনতর ভাবে—
যা'তে পরিবেশের সকলেই
শ্রদ্ধোচ্ছল শুভকর্ম্মে অনুনীত হ'য়ে
ইষ্টার্থ-প্রতিষ্ঠ অনুপ্রেরণা-প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। ৭০৮৮।
১৪।৯।১৯৫৫, সকাল ১০-৩০

ভক্তি বা শ্রদ্ধা স্বতঃ-উচ্ছল,
ভক্তি তা'র সন্ধিৎসু চক্ষু দিয়ে
বিধিকে উদ্ঘাটিত করতে পারে,

কিন্তু বিধি ভক্তিকে
সৃষ্টি করতে পারে না,
বরং বৈধী চলন
ভক্তির পথকে
মুক্ত ও পরিশুদ্ধ করতে পারে। ৭০৮৯।
১৪।৯।১৯৫৫, বেলা ১০-৪৫

ভক্তি যা'কে বরণ করে,—
ভক্তিলাভ তা'রই হয়,
ভক্তির অঙ্কেই
তোমার জৈবী-সংস্থিতি নিবিষ্ট,
আর, ঐ ভক্তির যোগাবেগেই
তা' পরিস্ফুরিত হ'য়ে থাকে ;
ভক্তিকে যদি
কামকামনায় নিয়োজিত কর,—
তুমি দুরাচার হ'য়ে উঠবে,
আর, ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যায়
রাগদীপনা নিয়ে
তাঁতেই যদি অনুবদ্ধ ক'রে রাখ,—
ঐ ভক্তিই তোমার
পরমার্থের পরম পাথেয় ;
অনুচর্য্যী যোগদীপনাই
ভক্তির ঐশ্বর্য্য। ৭০৯০।
১৪।৯।১৯৫৫, বেলা ১০-৫০

কামের ফল প্রবৃত্তি,
আর, তোমার কামনা যদি
ইষ্টার্থে নিয়োজিত হয়—
আসক্তির দুরত্যয় অনুবন্ধনে,—
ভক্তির আগম তখনই। ৭০৯১।
১৪।৯।১৯৫৫, বেলা ১১টা

ভক্তিই বল বা শ্রদ্ধাই বল,
প্রেয়-মনোজ্ঞ হবার আভিজাত্য
তা'র দুর্নিবার,
সে কিছুতেই ঐ প্রলোভন
ত্যাগ করতে পারে না,
অনুকূল-পরিচর্য্যা,
আর, প্রতিকূল-বর্জ্জন বা নিরাকরণই
তা'র মহৎ পরাক্রম। ৭০৯২।
১৪।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-১

পরাবর পুরুষ শ্রদ্ধাময়,
যা'তে তোমার শ্রদ্ধা—
তুমি তা'ই। ৭০৯৩।
১৪।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-২

ভাব-বিহ্বল মুগ্ধ অন্তঃকরণে
লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে
তাঁকে স্মরণ কর,
তাঁর দিকে তাকাও,
তাঁর উপচয়ী অনুচর্য্যাই
তোমার জীবনকে
পরিপ্লাবিত ক'রে তুলুক,
আর, সব উপাসনাই
সংন্যস্ত হো'ক তাঁতেই,
কিছুতেই বিফল বিযোজনায়
ব্যর্থ হবে না। ৭০৯৪।
১৪।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-১০

সন্ধ্যা যা'র সর্ব্বক্ষণ—
তা'র সন্ধ্যার ক্রম বা কোথায়
আর ক্ষণই বা কোথায় ?

যদি কেউ ঐ ভাঁওতায়
নিজেকে প্রতারিত করতে চায়,
সে স্বতন্ত্র কথা। ৭০৯৫ ।
১৪।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-১৫

সন্ধ্যা মানেই
সর্ব্বতোভাবে তাঁকে ধারণ করা—
ধ্যানে, চিন্তনে, সংযোজনায়,
তোমার যা'-কিছু আছে, সব নিয়ে—
স্বতঃ-নিয়ত,
উপচয়ী ক্রিয়মাণ তাৎপর্য্যে। ৭০৯৬ ।
১৪।৯।১৯৫৫, বেলা ১১-২০

তোমার ইষ্টার্থ-অনুনীত চালচলন,
বাক্য ও ব্যবহার
মানুষকে যেন
অবশ-উদ্যম ক'রে না তোলে,
তোমার সৌজন্য ও ওজদীপ্ত অনুপ্রেরণা
মানুষকে আপ্যায়িত ক'রে
উদ্যোগীই যেন ক'রে তোলে,
ঐ প্রবোধনা যেন এমনতর
আগ্রহ সৃষ্টি করে,—
যাতে মানুষ শুভ-সম্বর্দ্ধনী
কর্ম্মচর্য্যানিরত হ'য়ে
যোগ্যতার অনুশীলনে
প্রবৃত্ত না হ'য়েই পারে না,
আর, যুত যোগ্যতায়
অভিদীপ্ত হ'য়ে
ইষ্টার্থকে নিজের জীবনে
সার্থক ক'রে তুলতে পারে ;

—আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে
পরিবার-পরিবেশের
ভরণশীল হ'য়ে ওঠায়
নিজেকে ধন্য ব'লে অনুভব করে ;
—তোমার ব্যক্তিত্বের প্রভাবই
যেন এমনতর হ'য়ে ওঠে। ৭০৯৭।
১৪।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-২২

তুমি যা' চাইবে—
উপযুক্ত কৃতী অনুনয়নে,—
অন্তর-পুরুষও তা'ই মঞ্জুর করবেন। ৭০৯৮।
১৪।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-২৫

অভাবমুষ্ট থেকো না,
শ্রদ্ধোষিত ইষ্টার্থ-অনুনয়নে
ভাবকে উপযুক্ত করার ভিতর-দিয়ে
হওয়ায় মূর্ত্ত ক'রে তোল—
শ্রদ্ধা, চিত্ত ও শরীরের
স্বাস্থ্য-সঙ্গতি বজায় রেখে ;
তোমার এই সক্রিয় ভাব-অভিব্যক্তিতে
কত লোকের অভাবমুষ্টতা
পালাবে কোথায়—
ইয়ত্তা নেই। ৭০৯৯।
১৪।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-৪৫

তুমি যা চাইবে—
করার মাধ্যমে,—
ঈশ্বরও তা'ই মঞ্জুর করবেন,
তুমি ভজবে তাঁকে যেমন,
পাবেও তুমি তেমনি ;

নিখুঁত ভজনা
পাওয়াকেও নিখুঁত ক'রে তোলে। ৭১০০।
১৪।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-৫০

ইষ্টবেদীমূলে
ঈশ্বর-উপাসনা করলেই
যে সব হ'ল,
কেবল তাই নয় কিন্তু ;
শ্রদ্ধোচ্ছল ইষ্টানুসৃত
ধৃতি-অন্বিত চলনে
সবার হৃদয়েই
ইষ্টপ্রতিষ্ঠা কর—
সংহতির সামছন্দে ;
ঐ প্রতিষ্ঠিত বেদীতে
তোমার শুভ-আমন্ত্রণী
নৈবেদ্য নিবেদন কর,
সবিতার মতন
তোমার ইষ্টদেবতা
বিকীর্ণ হ'য়ে উঠুন সবাতে—
বাস্তবে,
আর, ঘটে-ঘটে সেই পূজারতিতে
তুমি সুক্রিয়, তৎপর হ'য়ে ওঠ—
প্রত্যেকটি জীবনকে যোগ্যতর ক'রে ;
তোমার ইষ্টপূজা সার্থক হ'য়ে উঠুক,
ব্যক্তিত্বে ঐশী-আশিস্
অবতীর্ণ হো'ক। ৭১০১।
১৪।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-৫৫

ইষ্টার্থ-পরিপূরণী প্রবৃত্তি নিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
তোমার চিত্তকে হামেশাই

লোলুপ রেখো—
এমনতরভাবে,
যে, তুমি যেমন থাক বা চল—
ঐশ্বর্য্যের পরিবেষ্টন নিয়ে,
প্রত্যেকেই যেন ঐ পন্থাতেই
তোমার চাইতে আরো ভাল থাকে,
আর, তোমার থাকা ও চলা যেন
তেমনতর উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে—
বাস্তবভাবে ;

আর, তোমার দায়িত্ব,
চেষ্টা ও যত্নও যেন
তেমনতরই হয় ;

তোমার অনুপ্রেরণায়
তোমার অর্জ্জনে নির্ভরশীল না হ'য়ে
প্রচেষ্টাপরায়ণ প্রক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকে যেন নিজের পায় দাঁড়িয়ে
উচ্ছলতায় অবস্থান করে,
আর, উপভোগ করে সবাইকে নিয়ে ;

এই লোলুপ চাহিদা
তোমার অন্তরে
এমনতর প্রেরণা ও বোধনার সৃষ্টি করবে,
যা'র ফলে, সবাইকে
ঐ প্রেরণা-উদ্দীপিত ক'রে
সক্রিয়-নিয়োজনায়
নিয়োজিত করবেই কি করবে,
আরো, ঐ লোলুপতা
তোমার মস্তিষ্ককে
বোধ-অনুসৃত পরিকল্পনারও
আমদানি করতে থাকবে—
কত সহজে অমনতর করতে পারা যায় ;
আর, এ এক-এ চারিয়ে গিয়ে

তা' হ'তে অন্যেও
প্রচারিত হ'তে থাকবে,
অল্পাবিস্তর করতেও থাকবে
তা'রা তেমনি ;
তা'রা করার ভিতর-দিয়ে
বাস্তবতাকে যত আয়ত্ত করতে পারবে,—
আত্মপ্রসাদ-মণ্ডিতও তেমনতর হ'তে থাকবে। ৭১০২।
১৪।৯।১৯৫৫, রাত ৮-১৫

একনিষ্ঠ শ্রেয়শ্রদ্ধ হ'য়ে
বুঝ নিয়ে
হাতেকলমে না করলে
বোধ বাড়ে না,
আবার, এই বোধ-অনুসৃত
করার অনুশীলনায়ই
যোগ্যতা বেড়ে ওঠে,
যোগ্যতা যেমন,—
আয় ও ঐশ্বর্য্যও তেমনি,
আর, এই ঐশ্বর্য্যই হ'চ্ছে
তোমার জীবন-চোঁয়ানো শ্রেয়-অর্ঘ্য,
আর, তাই দিয়ে সার্থক হ'য়ে ওঠ—
শ্রেয়তে। ৭১০৩।
১৪।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৪৫

ইষ্টভৃতি তোমার দৈনন্দিন জীবনে
মঙ্গল-অর্ঘ্য,
আর, তা' যত শ্রদ্ধোচ্ছল অনুচর্য্যায়
নিখুঁতভাবে করতে পারবে,—
তুমিও মঙ্গল-বিনায়িত হবে তেমনতর ;
এই ভরণ-নৈবেদ্য
যা' ইষ্টকে নিবেদন করেছ,

তা তাঁরই ভরণ-পোষণার জন্য
তাঁকেই দান করেছ ;
তোমার জীবনপোষণা যদি
তা'তে নির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে,
তা'র চাইতে মর্য্যাদাহানিকর
তোমার কাছে কিছু নয়কো,
ঐ লোলুপতা পাতিত্যেরই স্রষ্টা,
নেহাৎ অপারগ না হ'লে
তোমার পূরণ-পোষণের জন্য
তা' গ্রহণ করতে যেও না ;
ঐ পোষণ-প্রলোভন-মুষ্টতা
তোমার সাত্ত্বিক বর্দ্ধনাকে
ক্লীবই ক'রে তুলবে,
তুমি ইষ্ট-অনুজ্ঞাবাহী
হ'তে পারবে কমই—
তাঁর অস্তিত্বকে আপনার ক'রে নিয়ে,
স্বার্থ-চাহিদাই প্রবল হ'য়ে উঠবে—
একটা লুব্ধ নিরতি নিয়ে ;
—ঐ পূতিমুষ্টতা কিন্তু
অভাবেরই স্রষ্টা । ৭১০৪ ।
১৪।৯।১৯৫৫, রাত ৯টা

তোমার প্রিয়পরম যিনি,
যিনি তোমার ইষ্টদেবতা,
ক্লেশবাহী অনুক্রিয়া-তৎপর
অর্জ্জনা হ'তে
যা' তোমার পক্ষে সম্ভব,
তা' তাঁকেই ভিক্ষা দিও ;
যদি পার,
তাঁর কাছে ভিক্ষা নিতে যেও না ;
ধৃতি-পরিচর্য্যী এই দান

তোমার বদান্য প্রেরণায়
আপূরিত হ'য়ে
সামগ্রিক কল্যাণে
বিভূতি রচনা করবে ;
তাঁর হ'তে নেওয়াই মানে
ঐ রচনাকেই ছিন্ন ক'রে তোলা ;
চর্য্যানিরত অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে
তাঁদনুচর্য্যী তৎ-প্রতিষ্ঠ কর্ম্ম-নিয়োজনায়
ব্যয়িত অর্থ
সার্থকতায় উন্নীত হ'য়ে
বিভবেরই স্রষ্টা হ'য়ে থাকে ;
বিহিত চলনে বিভবের অধিকারী হও—
তোমার অন্তর-বাহিরে
সার্থক সঙ্গতি সম্পন্ন বিভবে
অধিষ্ঠিত থেকে,
এই এমনতর বিভবেই
বিভু অনুস্যূত থাকেন। ৭১০৫।
১৪।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৫

প্রিয়পরমে প্রীতিপ্রদীপ্ত হও—
অচ্যুত আনতি নিয়ে,
এই আনতি-অনুধায়িতা
তোমাকে তাঁদনুচর্য্যী কর্ম্মে
নিয়োজিত করুক,
ঐ নিয়োজনার ভিতর-দিয়ে
তুমি সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন
বিহিত অর্থনায় অন্বিত হ'য়ে
পরিবার, পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে
দ্যোতন-দীপনায় ছড়িয়ে পড়,
আর, ঐ প্রত্যেকটি দ্যুতি
প্রত্যেকের হৃদয়কে

উচ্ছল ক'রে তুলে
যোগ্যতায় উজ্জ্বল ক'রে তুলুক—
ধৃতিনির্ঝরে অভিষিক্ত রেখে,
বিভূতির উচ্ছল বিভবে
অনুক্রিয় বিভাবনাকে
বাস্তবায়িত ক'রে। ৭১০৬।
১৪।৯।১৯৫৫, রাত ৯-১৪

বিভূতি যা'ই হো'ক না কেন,
বিভুই যদি তা'তে
অনুস্যূত না থাকেন,—
সে-বিভব
অভাবেরই ইন্ধন ছাড়া আর কি? ৭১০৭।
১৪।৯।১৯৫৫, রাত ৯-১৬

সুখ চাও তো
ভরদুনিয়ায় একটিমাত্র উপায় আছে,
তা' ইষ্টার্থপরায়ণতা;
আত্মোৎসর্জ্জনী অনুক্রিয়তা নিয়ে
তাঁকে স্বার্থ ক'রে তোল,
সেই স্বার্থ-সন্দীপনার
উপচয়ী চলনে
সক্রিয় চাতুর্য্যে নিজে উপচয়ী হ'য়ে
উপচয়ে তাঁকে অর্ঘ্যান্বিত ক'রে তোল—
তাঁরই মনোজ্ঞ অনুচলনে
নিজেকে পরিচালিত ক'রে—
অনুকূল যা'-কিছুর উৎসারণে,
প্রতিকূল যা'-কিছুকে
নিরোধ ক'রে,
প্রতিবাদ ক'রে,
বিনায়িত ক'রে,

তৎ-প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গীকৃত ক'রে নিজেকে ;
এতে লাখ জঞ্জালের ভিতরও
সুখ ও স্বস্তি-বিনোদনা
তোমাকে বিভূতি-মণ্ডিত ক'রে তুলবে,
শান্তি
ঈষৎ-হাসির শুভ নন্দনায়
সামগীতিকায়
সাম্যে সন্দীপ্ত ক'রে রাখবে তোমাকে ;
সুখী হবার ঐ একই পন্থা। ৭১০৮।
১৪।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৩০

তোমার হুকুমদারী কে সহ্য করবে ?
—যদি প্রীতিপ্রসন্ন তামিলদার না হও !
তামিলী অনুচলন,
আগ্রহ-উদ্দীপিত অনুচর্য্যা,
প্রিয়-প্রতিষ্ঠ অনুনয়নী তৎপরতা
মানুষের অন্তঃকরণকে
আকৃষ্ট ক'রে তোলে—
শ্রদ্ধাবনত বিনীত অভিবাদনে,
আর, হুকুম তখন
মানুষকে কৃতার্থ ক'রে তোলে ;
দাবী-বা দাপটের তোড়ে
হুকুম মানানো যায় না কাউকে,
—যদি সত্তাপোষণী তামিলী অনুচর্য্যা না থাকে ;
ইষ্টানুচর্য্যী অনুক্রিয় তৎপরতায়
তুমি তামিলদার হও,
হুকুম করতে হবে কমই ;
এতটুকু হুকুম যদি কখনও কর—
তা' তামিল ক'রে
মানুষ কৃতকৃতার্থ হ'য়ে উঠবে ;

ভেবো না—
লেগে যাও। ৭১০৯।
১৪।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৪০

শ্রদ্ধাবিগলিত আবেগ নিয়ে
তোমার সত্তাকে
যদি ইষ্টীপূত ক'রে না তোল—
সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কর্ম্ম
ও সমস্ত চাহিদার
বিহিত ইষ্টার্থ-অনুনয়নী তৎপরতায়,
প্রবৃত্তিগুলিকে
ইষ্টীপূত উৎসর্জ্জনায়
ইষ্টানুচর্য্যী উদ্যমে
উদাত্ত ক'রে তুলে,—
দেখবে—
তোমার জীবন জঞ্জালাকীর্ণ হ'য়ে উঠেছে,
বিক্ষুব্ধ বিরক্তি নিয়ে
কোলাহলময় হ'য়ে উঠেছে,
ঐ কোলাহল-কুণ্ডলী
অর্থ-প্ররোচনায়
বিক্ষুব্ধ কর্ম্মে নিয়োজিত হ'য়ে
অবসন্নতায়
মরণকেই আবাহন ক'রে তুলেছে ;
—পরিবেশের ক্ষুব্ধ সংঘাতে
নিদারুণ যন্ত্রণায়
ব্যর্থ জীবন-যজ্ঞ
মরণ-আহুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে ;—
বাঁচা তখন মরণের কোলে,
বেঁচে থেকেও বলছ—
'মরলেই বাঁচি' ;
ফেরো—

অমৃতপিপাসী হও,
নিজের যা'-কিছু সব নিয়ে
উদ্দামকর্ম্মা তপতাপদীপনায়
উচ্ছল হ'য়ে
বলতে থাক—
'ঈশ্বর! সবাইকে অমর ক'রে তোল,
তোমার সেবানিরতি নিয়ে
আমরা সবাই অমৃত উপভোগ করি।' ৭১১০।
১৪।৯।১৯৫৫, রাত ১০টা

কথার ফাঁকেই হো'ক
আর, করার ফাঁকেই হো'ক,
একবারও যদি
বিশ্বাসঘাতকতা বা কৃতঘ্নতা
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
তা'কে কোন দায়িত্বশীল কাজে
নিয়োজিত করতে সাবধান!
কোন কাজের কৈফিয়ত দিতে
বা কোন ব্যাপারের
হিসাব-নিকাশ দিতে
যা'দের শৈথিল্য,
তা'রাও কিন্তু সন্দেহের। ৭১১১।
১৪।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৫০

আমি জোরের সঙ্গে বলছি—
প্রিয়পরম বা সদ্‌গুরু হ'তে
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
তুমি সন্ন্যাসীই হও,
বা যে-কোন আচার্য্য-অনুধ্যায়িতায়
আত্মনিয়ন্ত্রণ কর না কেন,

তোমার ব্যক্তিত্ব
মন্দার-কণ্টকক্লিষ্ট হবেই কি হবে। ৭১১২।
১৪।৯।১৯৫৫, রাত ১১-৫

তোমার আচার্য্য যিনি,
তিনিই আচরণ-দক্ষ,
জ্ঞানবৃদ্ধ,
স্নেহস্রোতা,
কল্যাণ-মূর্ত্তি,
তিনি তোমার পরম আশ্রয় তো বটেই,
তা ছাড়া তোমার আশ্রয় যিনি,
যাঁর উপর তুমি দাঁড়িয়ে আছ,
চলছ,
করছ,
পাচ্ছ,
পেয়ে পরিপুষ্ট হ'চ্ছ,
সত্তাকে বজায় রেখে
দুনিয়াকে উপভোগ করছ,
তাঁর সংরক্ষণাই তোমার প্রথম কর্ত্তব্য ;
তাঁর পোষণ-বর্দ্ধনাই
প্রধান লক্ষণীয় ও করণীয় তোমার ;
তা' যদি না কর,—
তুমি কৃতঘ্ন,
স্বার্থপ্রত্যাশা তোমাতে
যেমনতরই ব্যতিক্রম আনুক না কেন,—
সে-ব্যতিক্রম যদি তাঁকে
সংক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
সে তোমার গুরুতর অপরাধ ;
তাহ'লেই বুঝে দেখ—
যিনি তোমার পরম আশ্রয়,
তাঁর প্রতি কী দায়িত্ব তোমার,

কী করা উচিত ঃ

নিজের যা'-কিছু সব নিয়ে
তাঁতে যদি
উৎসর্গ-অন্বিত হ'য়ে না ওঠ—
ভাবায়, বলায়, করায়, আচারে, ব্যবহারে,
তোমার ভালমন্দ
অন্তর-বাহিরের যা'-কিছু আছে
সবগুলিকেই যদি
তাঁ'র শুভ-অনুচর্য্যী ক'রে না তোল,
ব্যতিক্রম-দুষ্ট হও,
তোমার স্থান কি শাতন-নিলয়ে নয়কো ? ৭১১৩ ।
১৫।৯।১৯৫৫, সকাল ৮টা

উর্জ্জনা-দীপ্ত শ্রদ্ধা বা ভক্তিই—
কৃতির ওর্জাস্বিনী প্রসূতি,
অনুচর্য্যার আরতি-সম্বেগ,
অনুক্রিয় সম্বর্দ্ধনার
সন্দীপ্ত প্রেরণা,
আগ্রহের দার্ঢ্য-শক্তি,
সুকেন্দ্রিকতার সার্থক সন্ন্যাস। ৭১১৪ ।
১৫।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-২০

যেখানে প্রণয় নেই,
সর্ব্বতোভাবে অনুগতি নেই,
প্রীণন অর্থাৎ প্রীত করার
অনুচর্য্যা নেই,—
প্রীতিও সেখানে প্রকৃত নয়। ৭১১৫ ।
১৫।৯।১৯৫৫, বিকাল ৪-৪২

শ্রেয় বা প্রেয়-নির্দেশ
পাওয়া বা শোনামাত্র

তুমি আগ্রহোদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠছ না,
সমাধানী তৎপরতায়
নিজেকে তৎক্ষণাৎ
নিয়োজিত করতে পারছ না,
তা'র মানেই হ'চ্ছে
তোমার অন্তঃস্থ আবেগ-আগ্রহ
তোমারই চাহিদা-পূরণায়
এতখানি অবশ আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে,
যা'র ফলে, ঐ নিদেশ তোমাকে
অমনতর আগ্রহোদ্দীপ্ত ক'রে
নাড়া দিতে পারল না,
বা তুমি অমনতরভাবে নড়ে উঠলে না ;
তাই, নিষ্পাদনী আবেগও
উপ্‌চে ওঠেনি তোমাতে,
এক কথায়,
তুমি তাঁ'র হ'য়ে উঠতে পার নি—
সব দিক দিয়ে,
সব ভাবে ;
তাই, তোমার প্রাপ্তিও
সব দিক দিয়ে, সব ভাবে
সমাধানে এসে
তোমাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে না ;
মোট কথায়,
তুমি উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
উন্নীত হ'য়ে উঠতে পার না ;
ভাব নেই—
তা' অভাব মিটবে কি করে? ৭১১৬ ।
১৫।৯।১৯৫৫, রাত ৭-৩৫

আগ্রহের আবেগে
উদাত্ত অনুবেদনা নিয়ে

তোমার শ্রেয় বা প্রেয়ের
উপচয়ী হ'য়ে ওঠ—
সক্রিয় তৎপরতায়,
এই হওয়াই
পাওয়ায় পরিতৃপ্ত করবে তোমাকে ;
ক'রে চল—
ভাবতে হবে না। ৭১১৭।
১৫।৯।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৪০

আত্মসুখভোগ-চাহিদাগুলিকে
মিস্‌মার ক'রে দাও,
ইষ্টার্থ-উপচয়ী অনুক্রিয় তৎপরতাই
তোমার উদ্দাম ভোগলিপ্সা হ'য়ে উঠুক—
একটা উর্জ্জী সমাধানে
সিদ্ধকাম হ'য়ে,—
তোমার জন্য
তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না ;
তাঁরই সেবানিরতি নিয়ে
বেঁচে থাকতে পার,
বেড়ে উঠতে পার যা'তে
তাইই ক'রে চল,—
উদাত্ত উচ্ছলতায়
ঐশ্বর্য্যের পুষ্পবৃষ্টি হ'য়ে
তোমাকে অভিনন্দিত করবে,
সেই উপভোগ তোমাকে
সার্থক ক'রে তুলুক—
তাঁ'তেই উৎসর্গীকৃত ক'রে,
আর, প্রিয়-প্রসাদভোজী হ'য়ে
তোমার জীবনকে

তাঁতেই সংন্যস্ত ক'রে তোল,
তুমি সন্ন্যাসী হও। ৭১১৮।
১৫।৯।১৯৫৫, রাত ৭-৪২

ভক্ত হও—
একাগ্র কৃতিসম্পন্ন হয়ে,
ভজনদীপনী অনুচর্য্যী অনুক্রিয়তায়
সুবীক্ষণী সন্ধিৎসা নিয়ে,—
জ্ঞান
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
আপনিই তোমার সেবা করবে,
ভাবতে হবে না। ৭১১৯।
১৫।৯।১৯৫৫, রাত ৮টা

জানা যতই তোমাতে জীয়ন্ত,—
জানার অস্মিতা ততই তোমাতে
অবচেতনশীল,
তাই, 'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি'। ৭১২০।
১৫।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৫

তোমার দেশের ঐতিহ্যই হ'চ্ছে—
বিশ্বকর্ম্মাপূজা,
শ্রমিক ও শিল্পীরাই
তাতে উৎসাহান্বিত বেশী,
আমি বলি—
তোমার বিশ্বকর্ম্মা যিনি,
বিশ্বকর্ম্মার মূর্ত্ত প্রতীক যিনি,
তিনি জীয়ন্ত ব্যক্তিত্বই হো'ন
আর যাই হো'ন না কেন,
তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে
তুমি সেদিন যে-কাজ ধরবে,—

তা' সমীচীন পরিশুদ্ধির সহিত
নিষ্পন্ন করা চাইই,
আর, ঐ পূত-নিষ্পন্ন কর্ম্ম—
ঐ বিশ্বকর্ম্মার প্রতীক যিনি বা যা'
তাঁতে উৎসর্গ করাই চাই ;
এই উৎসর্জ্জনী আগ্রহ-অনুবেদনা নিয়ে
কর্ম্মকে
তাঁতে অর্ঘ্যান্বিত করার অনুশীলনাই
অন্তরকে অনুপ্রেরিত ক'রে
দক্ষ নিষ্পন্নতায়
তোমাকে আরো আরো
যোগ্যতার অধিকারী ক'রে তুলবে,
ঐ যোগ্যতাই হ'চ্ছে জীবন-অর্ঘ্য,
ঐশ্বর্য্যের পরম প্রসূতি ;
তেমনি তোমার দেবতা
ও দেবপ্রভ যাঁ'রা—
তাঁদের যখন পূজা কর,
সে-বেলায়ও তাঁদের বৈশিষ্ট্যানুগ কর্ম্ম
নিষ্পন্নতায় সুসাধিত ক'রে
তাঁতেই অর্ঘ্যান্বিত ক'রো ;—
যোগ্যতার অনুচর্য্যায়
দ্যুতিমান যোগ্য হ'য়ে উঠবে তখনই। ৭১২১।
১৫।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৪৮

ছুটির দিন মানে
বিশ্রামের দিন নয়কো,
স্বাধীনভাবে কর্ম্মচর্য্যার দিন,
অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে
কর্ম্ম করার দিন ;
প্রবৃত্তিগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়ার
দিন নয় কো,

স্বীয় কর্ম্মতৎপরতায়
ওগুলিকে সহচর্য্যী ক'রে তোলবার দিন ;
স্বাধীনভাবে শুভকর্ম্মে নিয়োজিত হবার
ফুরসুৎ-এর দিন। ৭১২২।
১৫।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৫৫

বিহিত বিশেষত্বের ভিতর-দিয়ে
বিশিষ্টভাবে পরস্পর পরস্পরের
হৃদয় জয় করার উৎসবই হ'চ্ছে—
বিজয়া। ৭১২৩।
১৫।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৩০

শুভ অভ্যাসকে ভুল ক'রে
যদি কখনও পরিহার কর,
ঐ ভুল তোমার ব্যক্তিত্বে
সংক্রামিত হ'য়ে
স্থিতিলাভ করার সম্ভাবনা
কম নয় কিন্তু। ৭১২৪।
১৫।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৪৫

সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় না রেখে
যতই সস্তা হ'য়ে উঠবে,
তোমাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করার প্রবৃত্তি
মানুষের ভিতর
তুমিই ঢুকিয়ে দেবে ততই,
তা'তে তোমারও সুবিধা নয়,
অন্যের পক্ষে তো নয়ই,
কথায় বলে, সস্তার তিন অবস্থা। ৭১২৫।
১৫।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৫০

মানুষের সাথে যদি
সম্ভ্রমাত্মক আপ্যায়না নিয়ে
বিনীত বান্ধব-অনুচর্য্যার সহিত
মেলামেশা না কর,
তবে কিছুতেই আশা ক'রো না,—
অন্যেও তোমার সাথে
অমনতর আপ্যায়না নিয়ে এগিয়ে আসবে ;
তাই, সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
প্রয়োজন হ'লে
বিহিত আপ্যায়না নিয়ে
লোকের কাছে যেও,
উপকৃত হবে তুমি,
উপকৃত হবে সে-ও ;
শুভ ও সমীচীন আপ্যায়ন-সঙ্গতিতে
উভয়েই তৃপ্তিলাভ ক'রে থাকে প্রায়শঃ,
এতে পরস্পরের মধ্যে ভাবও বজায় থাকে,
আর, ভাব যদি ব্যক্তিত্বকে
হওয়াতে উদ্ভিন্ন ক'রে না তোলে,—
তবে তা' বন্ধ্যা বা মিথ্যা,
যেমন ভাব,
তেমন লাভ। ৭১২৬।
১৫।৯। ১৯৫৫, রাত ৯-৫৫

তুমি যা'ই কিছু কর,
তা' ধর্ম্মকে আপোষিত করবে
যতখানি—
অন্বিত সার্থকতায়,—
তোমার সত্তা ধৃতিশীল হ'য়ে উঠবে ততটুকু ;—
এ অতিনিশ্চয়। ৭১২৭।
১৫।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৫

যে ভঙ্গী, রকম বা কথা
সরাসরিভাবে সবারই হৃদ্য ও শুভপ্রসূ,
তা' সবার ভেতরেই ব'লো,
আর, যে কথা বা আচরণ
কা'রও পক্ষে ভাল,
আবার, কা'রও পক্ষে মন্দ,
তা' সুকৌশলে
যেমনতর বললে বা করলে
শুভপ্রসূ হয়,
তাই ক'রো,
বলাবলিতে যোগ দিয়ে
বিরোধ সৃষ্টি করতে যেও না ;
আবার যে-কথা বললে
কা'রও পক্ষেই শুভপ্রসূ হয় না,
সে-কথা কারও কাছেই বলতে যেও না,
সংশুদ্ধির জন্য যদি বলতেই হয়,—
যিনি তোমার পক্ষে প্রেয়
ও তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী,
বেতালিম কথা বা কা'রও মন্দ কথা
কা'রও কাছে
শুভ-নিয়মনী ক'রে ছাড়া
যিনি বলেন না,—
এমনতর যদি কেউ থাকেন,
তাঁ'র কাছেই ব'লো,
না বলতে পার তো
ভেবেচিন্তে চেষ্টা ক'রে
যেমন ক'রে,
যেমনতরভাবে
সংশুদ্ধিলাভ করা যায়,
তা'তেই প্রযত্নশীল হ'য়ো । ৭১২৮ ।
১৫।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৫৫

যদি যতিই হ'তে চাও,
আচার্য্য-অনুশাসন-অনুশীলনায়
যত্নশীল হও—
কথায়, কাজে, আচারে, ব্যবহারে
তোমার ব্যক্তিত্বকে অনুরঞ্জিত ক'রে
সত্তায় সংস্থিত ক'রে তুলে
সেগুলিকে—
ইষ্টানুগ আত্মনিয়মন-তৎপরতায় ;—
তোমাকে দেখেই যেন
সবাই বুঝতে পারে—
তোমার অন্তরে আচার্য্য
উজ্জীবিত হ'য়েই আছেন ;
শ্রদ্ধা-উৎসারিত উচ্ছল হৃদয়ে
অর্ঘ্য-অঞ্জলি হস্তে
তোমার অন্তরস্থ
আচার্য্য-অনুস্যূত ঈশ্বরে
অর্ঘ্য-অঞ্জলি দিয়ে
কৃতার্থ হ'তে
সবাই যেন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ওঠে,
তবে তো যতি। ৭১২৯।
১৫।৯।১৯৫৫, রাত ১১-২৫

যা'রা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার
দুর্ব্বার আগ্রহ-উন্মাদনায়
তা'তে নিয়োজিত হয়,
তাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ
দুষ্করই হ'য়ে ওঠে ;
কিন্তু অদম্য আগ্রহমুগ্ধ হ'য়ে
সক্রিয় তৎপরতায়,
ইষ্টানুরতি নিয়ে যা'রা চলে,
তাদের ব্রহ্মজ্ঞান অনায়াসলব্ধ

হ'য়েই ওঠে প্রায়শঃ ;
যেমন শুধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার
আগ্রহ নিয়ে
যা'রা পড়ে বা করে,
তাদের পক্ষে তা' দুঃসাধ্যই হ'য়ে ওঠে ;
কিন্তু পড়া বা করার
বিলাস-নেশায় যা'রা চলে,
নিষ্পন্ন করা তো তাদের হয়ই,
আরো তা'রা উত্তম কৃতিত্বের সহিত
জ্ঞানকে আয়ত্ত ক'রে চলতে থাকে। ৭১৩০।
১৬।৯।১৯৫৫, সকাল ৬টা

মন্দিরে যাও
আর মঠেই যাও,
বা সভা-সমিতি, পূজা-উৎসবাদিতেই যাও,
সাধারণের চাইতে
যেই একটু এগিয়ে যাচ্ছ—
কোন ডাকের প্রয়োজন ছাড়া,
তখনই বুঝে নিও—
অভিমানী আত্মমর্য্যাদার
প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী হ'য়ে
তুমি তা' করছ। ৭১৩১।
১৬।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-২৫

তুমি শ্রেয়নিষ্ঠ আছ—
উত্তাল ভাব-গদগদ হ'য়ে,
যে-মুহূর্ত্তে কেউ তাঁর সম্বন্ধে
তোমার সম্মুখে নিন্দাবাদ করল,
তোমার উত্তাল গদগদভাব
তখনই মিইয়ে যেতে বসল,
পরাক্রম-উদ্দীপ্ত হ'য়ে

তা'র প্রতিবাদও করলে না
নিরোধও করলে না,
নিরাকরণও করলে না,
বরং মুষড়েই পড়লে—
কৃতি-প্রসাদ-প্রতিষ্ঠ না হ'য়ে,—
তোমার ঐ ভাব-বিহ্বল
প্রীতি-উৎসারণা
কতখানি বাস্তব—
তা' সমীচীনভাবে খতিয়ে দেখো। ৭১৩২।
১৬।৯।১৯৫৫, সকাল ৯টা

একদিন তুমি কোনপ্রকারে
আচার্য্য-সান্নিধ্য লাভ ক'রে
তাঁরই অনুশাসন
বা উপদেশ-প্রণোদনায়
তাঁরই কর্ম্ম-নিরতির ভিতর-দিয়ে
ঈশ্বরোপাসনায় লেগে গেলে,
করতে এক-আধটু চেষ্টাও করলে,
বললে 'এতদিন না ক'রে ভুল করেছি',
পরেই একদিন প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট
ভোগদীপ্ত দাম্ভিক অন্তঃকরণে
সঙ্কীর্ণ-স্বার্থ-সেবনার
উপাসনায় লেগে গেলে—
যেখানে যেমন সুবিধা হয়—
নিন্দাবাদ,
ধাপ্পাবাজি
বা বান্ধবতার ভাঁওতা নিয়ে
তা' করতে কসুর করলে না,
আর, ঘোষণা করতে লাগলে—
ঐশী-অনুশ্রয়ী-অনুকর্ম্মা হ'য়ে চলা
একটা বেকুবী ছাড়া কিছু নয়,

এতদিন ভুল করেছি',—
তুমি কি তখনও বুঝছ না—
তোমার ঈশ্বর আর কেউ নয়—
ঐ ভুল ?
আর, স্বার্থসংকীর্ণ অনুক্রিয় হ'য়ে চলাই
তোমার উপাসনা !
বস্তুতঃ ব্যক্তিত্বেই তুমি ঐরকমই !
ফল কথা, সংকীর্ণ স্বার্থ-প্রতিষ্ঠা-লুব্ধতাই
তোমার নিয়ন্তা। ৭১৩৩।
১৬।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-১৫

তুমি আচার্য্য বা ঈশ্বরকে
ভালবাস,
অথচ তোমার পিতামাতা, ভাই
এবং শ্রেয় ও স্নেহল-সম্বন্ধান্বিত যা'রা,
তা'দের প্রতি যা' যা' করণীয়,
তা' তো কর না,
এবং সে-করাগুলি যা' কর,—
তাও ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে ওঠে না,—
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তুমি তখনও
আচার্য্য-প্রীতি-প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠতে পার নি,
তাই, পরিবেশেও
তোমার প্রীতি-প্রভাব
বিচ্ছুরিত হ'য়ে ওঠে নি,
সক্রিয় চর্য্যা-নিরতি নিয়ে
ইষ্টার্থকে উপচয়ী ক'রে তুলতে পার নি
সেইজন্য ;
চল,
কর বিহিত করণীয়গুলিকে—
কৃতিদীপ্ত হ'য়ে,—

পারবে,
হবেও সবই ;
স্মরণ রেখো—
ঐ আচার্য্যই তোমার জীবন-কেন্দ্র। ৭১৩৪।
১৬।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-২৭

ঈশ্বরের অনুগ্রহ
তোমার ধীকে বিনায়িত ক'রে
কর্ম্মে যেন স্বতঃস্রোতা হ'য়ে
প্রবাহিত হয়,
তোমার কর্ম্মচলনের প্রতিটি পদক্ষেপ
যেন এমনতরই শুভ-বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
অশুভকে নিরোধ ক'রে,
নিরাকরণ ক'রে
বা প্রতিবাদে স্তম্ভিত ক'রে,—
যাতে শুভ স্বতঃ-স্রোতা হ'য়ে
তোমার ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকে
স্বস্তি-সম্পন্ন ক'রে তোলে ;
তা ছাড়া, যতই তুমি
অলৌকিকভাবে
তাঁর অনুগ্রহকে চাইবে,
তোমার চলনও তেমনি
অন্ধ চলনের মতন
থমথমে হ'য়ে চলতে থাকবে ;
কোন্ পথে কোথায়
কেমন ক'রে চলছ,
তা'র ফলই বা কী—
তা' তোমার বোধিতে
স্পষ্টই হ'য়ে উঠবে না ;
এই স্পষ্ট না হওয়ার কারণ হ'চ্ছে
তাঁতে অলস প্রীতি নিয়ে

তোমার শুভপ্রসূ ক'রে
তাঁকে ব্যবহার করতে চাও ;
দুর্ব্বল প্রীতি দক্ষ হ'য়ে ওঠে না,
তাই, ঊর্জ্জী-প্রীতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠ,
সমস্ত কর্ম্মকে
তেমনি ক'রেই নিয়ন্ত্রিত কর,
যেন তা'তে শিবসুন্দর অঙ্কিত থাকেন ;
শুভ প্রসাদ
সৌন্দর্য্যমুখর হ'য়ে
তোমাকে সুদীপ্ত ক'রে তুলুক। ৭১৩৫।
১৬।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৫

তোমার আশ্রয় যিনি,
যিনি তোমার পরম দেবতা,
প্রিয়পরম,
যাঁকে তুমি ঈশ্বরের মূর্ত্তপ্রতীক ব'লে
গ্রহণ ক'রে সুখী হও,—
তাঁর উপচয়ী অনুচর্য্যাই
তোমার জীবনে প্রথম ও প্রধান করণীয় ;
তিনি যা'তে যেমন ক'রে
সাশ্রয়ী হন,
শুভদীপ্ত হন,
তা'ই করাই তোমার প্রথম
ও প্রধান সম্বেগ হওয়া উচিত ;
অন্য যা'-কিছু
ঐ অবকাশের ভিতর যতটা পার
ক'রো—
তোমার নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য,
আর, সে করাও যেন
তদর্থকেই বহন করে—
তৎ-প্রতিষ্ঠ হ'য়ে ;

প্রতিটি কর্ম্মে,
প্রতিটি কথায়
আচারে, ব্যবহারে, চালচলনে
তোমার জীবন তাঁরই
অর্ঘ্য হ'য়ে উঠুক,
উৎসর্গীকৃত হও তুমি তাঁতে ;—
শিবসুন্দরকে ঘোষণা করুক
প্রতিটি পদক্ষেপ তোমার। ৭১৩৬।
১৬।৯।১৯৫৫, রাত ৮-১২

তোমার ইষ্টই হো'ন
বা আদর্শই হো'ন,
শ্রেয় বা প্রেয়ই হো'ন,
কোন ব্যাপারে বা বিষয়ে
'বাত্‌কে বাত্‌'ও যদি বল—
'তিনি যদি নিষেধ করেন,
তাও আমি শুনব না'
বা 'তিনি যদি নাও করতে বলেন,
তা'ও আমি থামব না'—
এমনতর বলার ভঙ্গী
করার ভঙ্গী
তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে
ভাল নয় কিন্তু ;
ঐ রকমের উক্তি ব্যবহার করলে
সেগুলি মাঝে-মাঝে
বলতে বলতে বা কইতে কইতে
তোমার মস্তিষ্কে এমনতর নিবেশ
সৃষ্টি করবে,
বা অপ্রীতিকর হ'লে
তা' বিনায়িত বা নিয়ন্ত্রিত করার ঝোঁককে
এমনতর অবশ ক'রে তুলবে,

যা'র ফলে, তোমার অজ্ঞাতসারে
তাঁর আদেশই বল,
অনুজ্ঞাই বল,
সেগুলিকে বহন করা
বা সক্রিয় ক'রে তোলা
তোমার পক্ষে সম্ভবপর হ'য়ে উঠবে কমই ;
তোমার চলন, যুক্তি ও বিবেচনা
ওকেই সমর্থন ক'রে চলবে ;
ফলে, হঠাৎ এমন ক্ষতির মহড়ায়
প'ড়ে যাবে,
যে-ক্ষতি তোমার পক্ষে
অপনোদন করা
দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠবে ;
তাই সাবধান ! ৭১৩৭ ।
১৬।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৫

শ্রদ্ধা, বোধ ও কর্ম্মের
বিন্যাস-বিভূতি-লব্ধ ব্যক্তিত্ব দিয়েই
মানুষের মেকদার
পরিমাপিত হ'য়ে থাকে । ৭১৩৮ ।
১৬।৯।১৯৫৫, রাত ১১-৬

বরেণ্য তা'রাই—
যারা প্রিয়পরম
বা শ্রেয় কোন কিছু হ'তে
প্রতিনিবৃত্ত না হয়,
বরং অনুকূল-অনুধায়িনী
সুসন্ধিৎসু অনুক্রিয়ায়
নিজেদের নিয়োজিত করে—

প্রতিকূল যা'-কিছুতে
নিরোধ-তৎপর থেকে। ৭১৩৯।
১৭।৯।১৯৫৫, রাত ৬-৫০

যিনি তোমার প্রিয়পরম,
তিনি মহাভিক্ষু,
তাঁর জন্য যোগ্যতার অনুশীলন কর,
সামর্থ্যকে উচ্ছল ক'রে তোল,
দৈনন্দিন প্রস্তুতি নিয়ে বসবাস কর ;
তাঁ'র ভিক্ষা যদি কখনও
সৌভাগ্যক্রমে উপস্থিত হয়,
তোমার সামর্থ্যের পূত-অঞ্জলি
তাঁকে উৎসর্গ ক'রে
তাঁ'তে অর্ঘ্যান্বিত ক'রে
যা'তে ধন্য হ'তে পার,
উল্লাস-সম্বেগী হ'তে পার—
এমনতর হ'য়েই অপেক্ষা কর ;
—ঐই তোমার মঙ্গল-যজ্ঞ,
আর, ইষ্টভৃতি তা'রই পূত-স্থণ্ডিল। ৭১৪০।
১৭।৯।১৯৫৫, রাত ৭-৩৫

তুমি অবগুণ-অভিভূত—
বারংবার এমনতরভাবে
ভাবতে যেও না ;
অবগুণ থাকলেও
তা'কে অতিক্রম ক'রে
গুণান্বিত হ'তে পার কতখানি
তা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে,
তা'ই অনুশীলনীয়
ও প্রার্থনীয় ;
অবগুণ বুঝতে পারলেই

তা' নিরাকরণ ক'রে
গুণে অন্বিত হ'য়ে ওঠ,
তুমিও সুখী হও,
ঐ গুণমুগ্ধ হ'য়ে অন্যেও সুখী হো'ক । ৭১৪১ ।
১৭।৯।১৯৫৫, রাত ৮-১৫

সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধায় ভরপুর হ'য়ে
শ্রেয়ে যুক্ত হ'য়ে থাক—
উপচয়ী অনুচর্য্যা-তৎপরতায়,
আর, অমনতর থাকাই হ'চ্ছে
যোগযুক্ত হ'য়ে থাকা,
এই যোগজীয়নী অনুচলনই
প্রজ্ঞা ও অমৃতের পথ । ৭১৪২ ।
১৭।৯।১৯৫৫, রাত ৮-২০

নানা জাতীয় ধর্ম্মচর্য্যার ফেরে
নিজেকে বিব্রত ক'রে তুলো না,
আচার্য্যই তোমার
একমাত্র ধর্ম্ম হ'য়ে উঠুন,
তাঁরই অনুশাসন ও অনুচর্য্যা-অনুশীলনে
নিজেকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত কর,
ঈশ্বরলাভের এইই নিরালা পথ । ৭১৪৩ ।
১৭।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৩২

অভিবাদন কর সবাইকে
সশ্রদ্ধ অনুচর্য্যা নিয়ে,
যেখানে যেমন প্রয়োজন
ও সমীচীন তোমার পক্ষে ;
মাথা বিকিয়ে দিও
তাঁরই চরণে—
যিনি তোমার প্রিয়পরম—

পুরুষোত্তম যিনি ;
আর, তিনিই তোমার জীবন-যষ্টি,
তাঁরই অনুশাসন-তপা হ'য়ে
সেই অনুশীলনে চলতে থাক তুমি,
যা'র কাছে যতটুকু সাহায্য পাও,—
কৃতজ্ঞতার সহিত অভিবাদন কর
তা'কে ;
মনে যেন থাকে—
যে-মাথা তাঁ'র চরণে বিকিয়ে দিয়েছ,
সে মাথা তাঁরই,
আর, যখনই তিনি আসুন তাঁরই,
আর, তিনিই পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুদেরও গুরু। ৭১৪৪।
১৭।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৪০

পুরুষোত্তম যিনি,
তিনিই পৌরুষ-দীপনা,
পূরণ-প্রেরণা তিনিই,
প্রকৃতি তাঁর কৃতি-সম্বেগ
বা কৃতি-শৌর্য্য। ৭১৪৫।
১৭।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৪৫

তোমার সঙ্কল্প যদি
সর্ব্বতোভাবে
শ্রেয়ন্যস্ত না হয়,
তাহ'লে তুমি যোগী হ'তে পারবে না,
আর, যোগী হওয়া মানে
শ্রেয়ার্থে সুযুক্ত হ'য়ে চলা ;
উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যহারা সঙ্কল্প যা'দের—
তা'রা যোগযুক্ত কোথায় ? ৭১৪৬।
১৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৪৫

উদ্দেশ্যে সংন্যস্ত-সঙ্কল্প হ'য়ে
করার পরিচর্য্যায়
তা'কে হইয়ে তোলা বা হওয়ান—
এই হ'চ্ছে সবারই জীবনগতি,
সম্বর্দ্ধনী অনুচলন ;
উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যহারা যা'রা,
তা'রা ন্যস্ত-সঙ্কল্প হ'তে পারে না,
তাই, সঙ্গতিহারা বিচ্ছিন্নকর্ম্মা
হ'য়েই থাকে প্রায়শঃ,
আর, তা'রাই দোদুল-চিত্ত। ৭১৪৭।
১৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৫০

কোন ব্যাপার-বিড়ম্বনায়
কোন কেউ যদি
তোমার সঙ্গে কথা না বলে,
'হ্যাঁ' 'না'র উপর দিয়ে
নিষ্পত্তি ক'রে দেয়,
তখনই বুঝবে, তা'র অন্তঃকরণে
বেদনা বা গলদ আছে ;
সে কথা বলুক বা না বলুক,
শুনুক বা না শুনুক,
তুমি আপ্যায়না নিয়ে
তার সাথে কথা ব'লো,
নীরব থেকো না,
সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক-অনুচর্য্যী
যেমন হওয়া উচিত,
তা' হ'য়ো ;
যদি নেহাৎই অবজ্ঞা করে,
অপেক্ষা কর,
আর সুযোগ খোঁজ—

কোন্ ফাঁকে কথা বলতে পার,
মিশতে পার—
ঐ অমনতর আপ্যায়না নিয়ে ;
মনে রেখো—
কেউ যদি খারাপও হয়,
সে খারাপ এ কথা শুনতে ভালবাসে না,
তুমিও অমনতর কথা ভালবাস না,
তাই, সুকৌশলে নিরাকরণ-প্রয়াসী হও ;
সে দুঃখিত না হয়,
ব্যথিত না হয়,
বিরক্ত না হয়—
আপ্যায়নার সহিত
এমনতর বল ও কর,
এতে মানুষের অন্তরের ভার
অনেকখানি লাঘব হ'য়ে ওঠে । ৭১৪৮ ।
১৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৩০

কোন পুরুষ বা স্ত্রীকে
শুধুমাত্র কাম-কামনার ইন্ধন ক'রে নিয়ে থাকাই
পতি বা পত্নীত্বের পরিচয় নয়কো,
বা তা'কেই স্বামী বা স্ত্রী বলে না ;
স্বামী মানেই হ'চ্ছে—
স্ত্রীর স্ব-এর প্রতীক পুরুষ—
আর তিনিই তা'র প্রভু,
পত্নী মানেই পালয়িত্রী ;
স্বামী স্ত্রীর পরিপূরক,
আর, স্ত্রী স্বামীর পরিপোষক,
এই পারস্পরিক পরিপূরণা ও পরিপোষণার
ভিতর-দিয়েই
উভয়ের সত্তা স্বস্তি লাভ করে ;

স্বাভাবিকভাবে স্বামীর
অনুপূরণী অনুচর্য্যায়
সক্রিয় হ'য়ে ওঠা,
বা তা'র পক্ষে যা' প্রতিকূল
বা অমনঃপূত,
তা'র প্রতিবাদ করা, বর্জ্জন করা
বা নিরোধ করা,
সর্ব্বতোভাবে তা'র মনোজ্ঞ হ'য়ে চলা,
পরিচর্য্যা-পরিবেষ্টিত হ'য়ে
পরিশোভিত হ'য়ে থাকা—
স্ত্রীত্বের সার্থকতা ওতেই ;
তা' যেখানে সার্থক হ'য়ে ওঠে নি,
তা'র ব্যক্তিত্বও সেখানে ব্যর্থ । ৭১৪৯ ।
১৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-৫১

দয়া পরিস্ফুরিত হয়,
বা ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে সেখানে
তেমনি ততই,
দয়ী কর্ম্ম-নিরতি যেখানে
যতই নিখুঁতভাবে নিষ্পন্ন । ৭১৫০ ।
১৮।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-১

কামিনী-কাঞ্চনের যুগল-আরাধনা
যে করে,
সে জাহান্নমেই নষ্ট পায় ;
নারায়ণের সেবা কর,
ইষ্ট-সেবা কর,
লক্ষ্মী তোমার পিছন পিছন থাকবেন । ৭১৫১ ।
১৮।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-৩৫

তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে চল,
নষ্টের হাত থেকে রেহাই পাবে
অনেকখানি। ৭১৫২।
১৮।৯।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৪০

যাঁর আনুকূল্যে
তুমি উদ্দাম হ'য়ে উঠতে পারবে না,
প্রতিকূল যা'-কিছুকে
প্রতিবাদ, নিরোধ, নিরাকরণ
বা বর্জ্জন করতে পারবে না,
যাঁর মনোরঞ্জন করতে পারবে না—
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে,
আত্মনিয়মনায় তৎপর থেকে,
সুসন্ধিৎসু চলনে নিজেকে
নিয়োজিত রেখে,—
তাঁর স্ত্রী হ'তে যাওয়া
তোমার পক্ষেও একটা ঝকমারি,
আর, তাঁর পক্ষেও
একটা দুর্দ্দান্ত পীড়নে নিপীড়িত হওয়া—
অন্তরে, বাহিরে ;
এতে জাতকও
শক্ত-সমর্থ হ'য়ে উঠবে কমই,
কারণ, অমনতর স্থলে
তা'র দৈহিক নিরোধ-ক্ষমতা
প্রায়ই দুর্ব্বলই হ'য়ে থাকে ;
তাই, পরিণীত হবার আগেই
প্রস্তুত হ'য়ো,
যা'তে ভাল-মন্দ সব যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে
তাঁকে আগলে ধরতে পার। ৭১৫৩।
১৮।৯।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৫৫

পরমপিতা চান না
যে মানুষ দণ্ডিত হো'ক,
তিনি দানে ভরিয়ে দিতে চান মানুষকে—
অমৃতময় জীবনীয় ঐশ্বর্য্যে,
কিন্তু শাতন
বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতায়
মানুষকে মৃত্যুপথযাত্রী ক'রে তোলে। ৭১৫৪।
১৮।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৩০

যতক্ষণ তোমার চাহিদা, প্রয়াস,
আরাম ও উপভোগ
সঙ্গতি-সংযোজনায়
তোমার ইষ্টে বা প্রেয়তে
ঐকতানিক অনুকম্পনে
কম্পান্বিত না হ'চ্ছে,
ততক্ষণ বা ততদিন
তাঁতে তোমার সমীচীন অনুগতিও
সুসম্পূর্ণ হ'য়ে উঠবে না,
তাঁর চাহিদামাফিক
তুমি সব সময় তাঁ'র নিয়োজনায়
আসতে পারবে না,
তাঁ'র চাহিদা ও তোমার সুবিধার
সঙ্গতি হবে না ;
কিন্তু তাঁ'র স্বার্থ ও সুবিধা
যখন তোমার স্বার্থ ও সুবিধা হ'য়ে উঠবে—
সহজভাবে,—
তোমার প্রাণন-বেদনা,
আন্তরিক আকূতি,
শারীরিক স্বাস্থ্য,
ও কর্ম্মনিয়োজনাও
স্বাভাবিকভাবে

তাঁরই সঙ্গে ঐকতানিকই হ'য়ে উঠবে

প্রায়শঃ । ৭১৫৫ ।

১৮।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৩০

তোমার প্রেয়-অনুচর্য্যী কোন কর্ম্মে
নিজেকে যদি নিয়োজিত কর,
আর, প্রেয়ের নিজস্ব কোন উপকরণ
যদি ঐ কর্ম্মে ব্যবহার করতে যাও,
যে হৃদয় ও চক্ষু নিয়ে
প্রেয়কে দেখ,
তাঁর উপকরণ বা সামগ্রীও
ঐ অমনতর চোখেই দেখা উচিত ;
সমাধানী তৎপরতা নিয়ে দেখবে—
তা' নষ্ট না হয়,
অপচয়ের আওতায় না পড়ে,
হারিয়ে না ফেল,
চুরি না যায়,
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে—
সমীচীনভাবে,
এমন-কি, তা'তে একটা আঁচড়ও না লাগে,
একটা দাগও না পড়ে ;
আর, ঐ কাজের জন্য
যে খরচ-খরচা লাগে
তা'ও খুব মিতি-বিবেচনায় করা উচিত,
পার তো আহরণ ক'রে
খরচ করলেই ভাল হয় ;
এগুলির অর্থই হচ্ছে—
তাঁর প্রতি তোমার যেমন দরদ,
সেই দরদেই যদি তা' না দেখ,
বোঝা যায় এই—
তুমি তাঁর প্রীতি-পরবশ হ'য়েই চলছ,

তোমার প্রীতি-পরবশতায়
তাঁকে অবলম্বন কর নি তখনও ;
যাই হো'ক না কেন,
তাঁ'র কোন জিনিষের এতটুকু
অপচয় বা নাশ,
যদি দরদ হ'য়ে না লাগে তোমার কাছে,—
তাঁর প্রতি তোমার দরদে
যে অতটুকু খাঁকতি,
তা'ই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়,
এক কথায়, তুমি অতটুকু বা অতখানি
দায়িত্বহীন। ৭১৫৬।
১৯।৯।১৯৫৫, সকাল ৭টা

মিতি-চলন তো ভালই—
সব দিক দিয়ে,
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
ঐ মিতি-চলন যেন
শিবসুন্দরকে ব্যাহত না করে ;
তবে তো তা' সার্থক হ'য়ে উঠবে
তোমার জীবনে। ৭১৫৭।
১৯।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-১৫

যখন যে-কোন কাজেই নিয়োজিত
হও না কেন,
যেখানে যেমনতর প্রয়োজনের
ডাকই আসুক না কেন,
যথাসম্ভব সর্ব্বতঃ প্রস্তুতি নিয়ে যেও,
যা'তে তা'র সম্মুখীন হ'তে পার
সমীচীনভাবে,

নয়তো, অনেক সময় সুবিধা পেলেও
তা'কে আয়ত্তে আনা দুষ্কর হ'য়ে উঠবে । ৭১৫৮ ।
১৯।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫টা

মানুষের বোধানুভাবিতা
ও খেয়ালপ্রবণতার দিক—
বেশ ক'রে খুঁটে-খুঁটে
নজর দিয়ে রেখো ;
কিসে কেমনতরভাবে কোন্ ফাঁকে
কি অনুবেদনার ভিতর-দিয়ে
খেয়ালগুলির আবির্ভাব হয়—
তা' ভালই হো'ক
আর মন্দই হো'ক,—
সেগুলিকে বুঝো,
জেনো ;
শুভ-সন্দীপনী তৎপরতায়
যথাসম্ভব সেগুলিকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রো—
ঐ বোধানুভাবিতাকে উস্‌কে দিয়ে,
শুভ-প্রণোদনায় অনুপ্রাণিত ক'রে ;
এতে শুভ-সন্দীপনী প্রেরণা
সঞ্চার ক'রে
মানুষকে সক্রিয় ক'রে তোলবার
অনেকখানি সুবিধা হয়,
এবং তা'র উপর ভর দিয়েই
সে যোগ্যতা আহরণ করতে পারে
ও ক্রিয়াকুশল হ'য়ে ওঠে । ৭১৫৯ ।
১৯।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-১০

তুমি যাই হও
আর যাই কর,
যে-আদর্শের ব্যক্তমূর্ত্তিতে

অর্থাৎ ব্যক্তিত্বে
তুমি নিজে উৎসর্গীকৃত হ'য়েছ,—
অটল, অচল, স্থির সঙ্কল্পে
যে বিষয়েই তুমি নিয়োজিত থাক না,
তার ভিতর-দিয়ে
তাঁ'রই আপূরণী তৎপরতা নিয়ে চলবে,
আর দেখবে—
তোমার কৃতি-অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
তাঁতে কতখানি
উপচয়ী অর্থান্বিত হ'য়ে উঠলে
বাস্তবভাবে ;
দৃঢ়ীভূত কেন্দ্রায়িত অনুচলনই হচ্ছে
কৃতার্থতার কল্পতরু,
এর ব্যতিক্রম যেখানে যেমনতর—
বিকৃতিও সেখানে তেমনতর,
আর, মনুষ্যত্বও
মলিন সেখানে তেমনি ;
অযুক্ত চলন
বিচ্ছিন্ন বোধ ও ব্যক্তিত্বের
ডাইনী মূর্ত্তি । ৭১৬০ ।
১৯।৯।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৫

তোমার চাহিদা বা দায়িত্বের আওতায়
করণীয় কিছু এলেই,
প্রথমে ভেবে দেখ—
কী কী উপকরণের প্রয়োজন,
সে উপকরণগুলি কোথায়
কেমনতরভাবে পাওয়া যায়,
বা তা' সুবিধাজনক কোথায়,
কার কাছে গেলে
সেগুলি তুমি সহজেই পেতে পার,

বিহিত আপ্যায়নী
অনুচর্য্যী অনুনয়নে
পারম্পর্য্যানুপাতিক সেগুলি যা'তে পেতে পার
তা'র ব্যবস্থা কর,
সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহ করতে থাক ;
যে ব্যাপার বা বিষয়ের জন্য
অমনতরভাবে যা'র কাছে গেলে
যা'র অনুগ্রহের ভিতর-দিয়ে
তা'র সমাধান হ'তে পারে,
সেখানে গিয়ে সেগুলির সমাধান ক'রে
সামগ্রিকভাবে ঐ কাজ যা'তে
হাসিল করতে পার,
যথাসম্ভব ত্বারিত্যের সহিত তা' কর ;
এমনি ক'রেই
লাগোয়া থেকে
ক'রে নিষ্পন্নতায় উপনীত হও ;
সমীচীন সময়ে
সমীচীনভাবে
সমীচীন বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যায়
সমীচীন বিবেচনায়
বিহিতভাবে যেখানে যা' করণীয়—
তা' যদি না কর,
কাজের ডাক এলেই
চোখে ধোঁয়া দেখবে । ৭১৬১ ।
১৯।৯।১৯৫৫, রাত ১০-১০

শ্রেয়ার্থ-স্বার্থী আগ্রহ-উদ্দীপ্ত
প্রীতি নিয়ে
সন্ধিৎসার সহিত
ধী-চক্ষুকে বিস্ফারিত ক'রে
যখন কেউ

অন্তরাসী অনুবেদনায়
শ্রেয়-চর্য্যা-নিরত হ'য়ে
অনুকূল অভিনিবেশে
নীতিচলন-বিদীপ্ততায় চলে—
সুযুক্ত অন্বয়ী অনুবেদনার সহিত,—
ঐ শ্রেয়-বিষয়ক
যে-কোন ব্যাপারে
হৃদ্য শুভ-সন্দীপী কৈফিয়ত
তা'র হস্তামলকবৎ হ'য়েই থাকে ;
যে-কোন অবস্থায় তা'র কাছে
যে-কোন বার্ত্তার অবতারণা হো'ক না কেন,—
যেখানে যেমন প্রয়োজন
প্রতিকূল যা'-কিছুকে
নিরোধ বা নিরাকরণ ক'রে,
সমীচীন তৎপরতায়
সমস্ত সমস্যার সুসমাধানে
বোধনার সহিত
হৃদ্য পরিবেষণে
সে সবাইকে মুগ্ধ ক'রে দিতে পারে ;
আর, এর অভাব যেখানে যতখানি—
তার অন্তশ্চক্ষু, বোধ, বিবেচনা
ও পরিবেষণে
খাঁকতি তেমনতর,
কারণ, ব্যক্তি, বিষয়, ব্যাপার
ও অবস্থার সম্বন্ধে
তা'র সুসমঞ্জস অবহিতি ও ধারণার
অভাব ঘ'টে থাকে,
সে যা' ব'লে থাকে,
তা' স্ব-কল্পিত ধারণার অনুমিতি ছাড়া
কিছুই নয়কো । ৭১৬২ ।
১৯।৯।১৯৫৫, রাত ১০-৪০

তোমাকে সর্ব্বতঃ-সমীচীনভাবে
অস্বীকার কর,
নিজেকে আপনার ভেবো না,
আর, ওর 'পরেই তুমি দাঁড়াও,
দাঁড়িয়ে ইষ্টার্থী, উদ্‌গ্রীব উদ্যম নিয়ে
নিজেকে নিয়োজিত কর—
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠ—
নিজেরই মতন তাঁর স্বার্থ-সন্ধিৎসু
অনুচর্য্যী হ'য়ে ;
এই হ'য়ে চলাই হ'চ্ছে নিজত্ব,
শিক্ষায় দক্ষ হ'য়ে ওঠবার পন্থাই এই । ৭১৬৩ ।
২০।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৩৫

স্মরণ রেখো—
তোমার ব্যক্তিত্ব শুধু তোমারই নয়,
তা' যেমন তোমার,
তেমনি তুমি জাতীয় সম্পদ,
শুধু জাতীয় কেন—
সমস্ত বিশ্বের জীবনীয় ব্যাপারের,
বিশেষতঃ সাত্ত্বিক অন্বয়ী তৎপরতায়
ইষ্ট বা আদর্শে
যখন অন্বিত হ'য়ে উঠেছ,
তখন তো আরও ;
তুমি প্রতিপ্রত্যেকেরই জীবনীয় হোতা—
অসৎ-নিরোধী অনুনয়ন-তাৎপর্য্যে ;
ইষ্ট মানেই হ'চ্ছে—
কল্যাণের ব্যক্তমূর্ত্তি,
আর, তিনিই আদর্শ,
আদর্শের তাৎপর্য্য হ'চ্ছে—
যাঁকে দেখে
যাঁর চলন অনুসরণ ক'রে

কল্যাণের অভিযাত্রী হ'তে পারি ;
যে-মুহূর্ত্তেই তাঁকে গ্রহণ করেছ—
আনুষ্ঠানিক সাংস্কৃতিক শুচিতায়,
তোমার জীবনীয় যাগ-দীপনার
আগ্রহ-আলিঙ্গনে,—
তখন থেকেই তোমার ব্যক্তিত্ব কল্যাণধর্ম্মী,
কারণ, তোমাকে ঐ কল্যাণ-ব্যক্তিত্বে
আহুতি দিয়ে ফেলেছ—
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
নিজেকে শুভানুচর্য্যী ক'রে,
তা' যেমন নিজের জন্য,
তেমনি অন্যের জন্য ;
তুমি সত্তাধর্ম্মের জীয়ন্ত হোতা,
তোমার তপ-তাপনাই হচ্ছে
লোক-কল্যাণ,
ঐ আরতি-অনুক্রিয়
কৃতী-তৎপরতাই হ'চ্ছে
তোমার আত্মপ্রসাদ ;
ইষ্টভৃতির মঙ্গলযাগভূমিতে দাঁড়িয়ে
যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,
দান, প্রতিগ্রহের সাংস্কৃতিক সুকর্ষণায়
নিজ ব্যক্তিত্বকে ক্রমোন্নীত ক'রে তুলে
প্রতিপ্রত্যেককে যতই
অমনতর গ'ড়ে তুলতে পারবে,
ক'রে তুলতে পারবে—
প্রত্যেককে প্রত্যেকের জীবনস্বার্থে
অনুক্রিয় অনুভাবিত ক'রে—
ইষ্ট-অনুবন্ধনায়,
তোমার সব যা'-কিছু নিয়ে,
উপযোগী সমীচীনতায়,
সামর্থ্যের উপযুক্ত অনুনয়নে,—

ততই যুত জীবনের অধিকারী হ'য়ে উঠবে—
কল্যাণ-তপা হ'য়ে ;
আর, এই বাস্তব কল্যাণ
ভরদুনিয়া স্বর্গদ্যুতিসম্পন্ন ক'রে তুলবে,
আর, স্বার্থও হ'য়ে উঠবে তোমার তখন
সিদ্ধকাম। ৭১৬৪।
২০।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৫০

শ্রেয়-অনুজ্ঞা-নিষ্পাদনী আগ্রহ
যা'র যেমনতর দুরত্যয়,
উপযুক্ত লোকচর্য্যা অনুবেদনা
তা'র তো কম নয়ই,
বরং তা'র পোষণ-পূরণী প্রচেষ্টা
সামর্থ্য-অনুপাতিক যথেষ্ট,
কৃতার্থতাও তা'র পূজারী হ'য়ে থাকে—
স্বতঃ-স্ফূর্ত্তিতেই। ৭১৬৫।
২১।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৫৬

স্বার্থান্ধ অর্থলিপ্সু দহরম-মহরম
অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিকে
আবাহন ক'রে থাকে কমই। ৭১৬৬।
২১।৯।১৯৫৫, সকাল ১০-১৫

বিদ্রোহকে সাম্যে আন—
শুভ বিপ্লবে,
সমীচীন হৃদ্য নিরোধে। ৭১৬৭।
২১।৯।১৯৫৫, রাত ৭-৫

ধারণা-রঙ্গিল বৃত্তি-বশ হ'য়ে
প্রত্যয়ের ধুয়ো নিয়ে যা'রা চলে,
তা'রা যা' শোনে বা যা' দেখে

তা'কে নিজ প্রবৃত্তি-মাফিক ধ'রে নিয়ে
তেমনতর বিবেচনায় বিনায়িত করতে থাকে ;
এমন যা'রা—
তা'রা আবার বাস্তবিকতাকে
নির্দ্ধারণ করবে কি ক'রে ? ৭১৬৮ ।
২২।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৫০

যা'রা নিজের বৃত্তির শেখান কথায়,
বা লোকমুখে শোনা
বৃত্তিমাফিক শেখা-কথায়
আস্থাপ্রবণ –
দাম্ভিকতা নিয়ে,—
তা'রা বাস্তব শুভ-সম্বর্দ্ধনী শিক্ষা নেওয়ার
ধার ধারে কমই ;
তা'দের মিথ্যা-প্রলুব্ধতা
সত্যনিষ্ঠার দম্ভ নিয়েই চ'লে থাকে
সাধারণতঃ । ৭১৬৯ ।
২২।৯।১৯৫৫, সকাল ১০টা

বড় লোক অর্থাৎ মহৎ লোক তাঁ'রাই—
যাঁ'দের প্রচেষ্টা ও অনুধ্যায়িতা
অনুন্নত যা'রা
তাদিগকে নিজের মত ক'রে তুলতে চায়
উন্নত ক'রে তুলতে চায়—
বৈধী অনুশাসন-নিয়মনায় ;
আর, তা'তেই তাঁ'রা প্রযত্নশীল—
শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-অনুচর্য্যা
অটুট রেখে ;
আর, যা'রা দাম্ভিক—
তা'রা অল্পবুদ্ধিদিগকে
ব্যতিক্রম ও ব্যভিচারী চলনে

প্ররোচিত করে,
তাদের ব্যক্তিত্ব
পাপ-মূর্ত্তই দেখতে পাওয়া যায়
প্রায়শঃ। ৭১৭০।
২২।৯।১৯৫৫, সকাল ১০-২০

তা' তোমার লোভনীয় হওয়া উচিত নয়—
যা' সত্তাকে স্বস্তি-প্রসন্ন ক'রে না তোলে। ৭১৭১।
২২।৯।১৯৫৫, বিকাল ৪-৩০

আদর্শে সংযুত থেকে
সংযত হও—
আত্মনিয়মন-তৎপরতায় ;
আসনে সুসংস্থিত থাক,
অর্থাৎ উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যে
অটুট হ'য়ে থাক ;
এমনি ক'রেই তোমার প্রাণন-প্রদীপনাকে
আয়ামযুক্ত ক'রে তোল—
সংযমে, নিয়ন্ত্রণে, ব্যাপ্তিতে ;
আর, সাত্ত্বিক সম্পোষণায়
সুবিবেকী তৎপর হ'য়ে
পরিবেশ ও পরিস্থিতির যা'-কিছুকে
সুবিনায়নে বিন্যস্ত ক'রে তোল—
প্রত্যাহারে, প্রতি-আহরণে,
প্রত্যাবর্ত্তনে ;
মননে, ধ্যানে, ধারণায়,
ধৃতি-দীপনায়
সার্থক সঙ্গতিশীল হ'য়ে
শ্রেয়ার্থ-বিনায়নী
বিশাসন-বিন্যাসে
সম্যক ধৃতিমান হ'য়ে ওঠ,

অর্থাৎ ধারণে, পোষণে, দানে
স্বতঃ-সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ ;
তপশ্চর্য্যা যা'ই কর না কেন,
তা'কে এমনভাবেই নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল,
তোমার জীবন-চলনার সহজ সমাধি
এমনতরই হ'য়ে উঠুক,
আর, সবাইকে অমনতর অনুপ্রেরণায়
নিয়মন-তৎপর ক'রে তুলুক। ৭১৭২।
২২।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-৪৫

সেবা কর,
সম্বর্দ্ধনা আসবেই। ৭১৭৩।
২২।৯।১৯৫৫, রাত ৭-৩৫

প্রাচীনকে যদি
বর্ত্তমান প্রিয়পরমে
সমাহিত করতে না পার—
সার্থক সঙ্গতিশীল অনুক্রমণায়,
কিংবা ঐ বর্ত্তমানকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
ইষ্ট বা আদর্শ-অন্তর যদি সৃষ্টি কর,
তোমার দ্বৈধ-নিষ্ঠা
বোধ-বিন্যাসে ফাটল সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে বিপর্য্যস্ত করবেই কি করবে—
তা' যে দিক দিয়েই হো'ক। ৭১৭৪।
২২।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৪৫

সুনিষ্ঠ ইষ্টার্থীপূত অনুবেদনায়
স্থিতিলাভ ক'রে,
কখন কোথায় কী করবে
বা কী বলবে,—
সুবিবেকী বিবেচনার ভিতর-দিয়ে

হৃদ্য সাত্ত্বিক অনুনয়নে,
যেখানে যেমন সমীচীন
অনুচর্য্যা-তৎপরতায়
হাতেকলমে ক'রে,
সে সম্বন্ধে যতই অবহিত হ'য়ে উঠতে পারবে
তুমি,—
তোমার ব্যক্তিত্বও মিষ্টি হ'য়ে উঠবে ততই,
লোক-হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে উঠবে ততই। ৭১৭৫।
২২।৯।১৯৫৫, রাত ১০টা

তোমার হবে—
এমনতর অনুজ্ঞার ভিতর
স্বতঃই নিহিত থাকে—
'কর, হবে',
করাকে বাদ দিয়ে
হওয়ার প্রতীক্ষায় যদি ব'সে থাক,
আর, হওয়ার ঝুড়িও যদি
তোমার কাছে উপস্থিত করা যায়,—
তা' তুমি পাবে না,
কারণ, অনুশীলন ক'রে
তুমি এমনতর হওনি—
যে-হওয়াটা পাওয়াতে সার্থক হ'য়ে ওঠে। ৭১৭৬।
২২।৯। ১৯৫৫, রাত ১০-৩০

পথে পদক্ষেপ ক'রেই
যে বা যা'রা,
আশ্রয়কে নিন্দাবাদ করে
অবদলিত করে—
স্বার্থগৃধ্নুতার রৌরব-আক্রোশে,
বিশ্বাসঘাতক তো বটেই তা'রা,
তা ছাড়া, আত্মহত্যার

পাপ-প্রেরণা-পরামৃষ্ট,
কারণ, জীবন-চলনার পথকে তা'রা
কণ্টকাকীর্ণ ক'রে থাকে—
আশ্রয়কে বিষাক্ত ক'রে। ৭১৭৭।
২৩।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫টা

পাও তো পথ খুঁজে নাও—
যে-পথে তোমার উৎক্রমণ—
আশ্রয়ের স্তবন-গীতি নিয়ে,—
যা'কে অর্থাৎ যে-আশ্রয়কে অবলম্বন ক'রে
তুমি পথ পেয়েছ। ৭১৭৮।
২৩।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-১৪

আভিজাত্যানুগ বৈশিষ্ট্যে
যা'রা হানা দেয়—
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অনুচর্য্যাকে
অগ্রাহ্য ক'রে,—
তা'রা নিজের শত্রু তো বটেই,
তা' ছাড়া, জাতিরও ঘৃণ্য শত্রু। ৭১৭৯।
২৩।৯।১৯৫৫, বিকাল ৫-৩০

তোমার আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অনুশীলন-উৎসৃষ্ট আভিজাত্যে গোঁড়া থাক—
উৎসৃতি-তৎপর হ'য়ে,
আর, সাত্ত্বিক অনুবেদনী তৎপরতায়
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
লোকবর্দ্ধনী অনুচর্য্যী অনুক্রিয়তায়
উদার হ'য়ে ওঠ তুমি—
সমীচীন বিন্যাস-তৎপর হ'য়ে ;
মনে রেখো—

প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মত সম্বর্দ্ধনশীল—
আভিজাতিক কৃষ্টি-কর্ষণায়। ৭১৮০।
২৩।৯।১৯৫৫, রাত ৮-২৩

তোমার শ্রেয় বা প্রেয়ের প্রতি
কেউ যদি কটু কটাক্ষ করে,
এবং তা' সত্ত্বেও তোমার পরাক্রম যদি
গ'র্জ্জে না ওঠে,
সমীচীন বিবেকী তৎপরতায়
সেখানে বিহিত যা'
সক্রিয়ভাবে তা' যদি না কর,—
বুঝে নিও—
যা'কে শ্রেয়-প্রেয় বলছ—
সেটা তোমার ভড়ং মাত্র,
তাঁতে প্রীতি-নিবদ্ধ নও,
স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ প্রত্যাশা-পূরণী
শোষক ছাড়া
আর কিছু নও তুমি ;
আর, এতেই বলে দেয়—
তোমার ব্যক্তিত্ব উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
সুব্যবস্থ হ'য়ে তো চলবেই না—
রূপায়িত উদ্বর্ত্তনে,
বরং বিধ্বস্তিরই শিকার হ'য়ে চলবে ;
ভাঁওতাবাজির কৃতীচলন
বঞ্চনাকেই আবাহন ক'রে থাকে। ৭১৮১ !
২৩।৯। ১৯৫৫, রাত ১০-৪০

শ্রেয়-প্রীতি-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
স্বতঃ-সন্দীপী আগ্রহ-অনুরাগ-আবেগের সহিত
কা'রও কিছু করবে না—
পালন-পোষণী অনুচর্য্যায়

তা'কে ধারণ করতে—
তোমার স্বাভাবিক যে বোধ-বিবেচনা আছে
সন্ধিৎসার সহিত তা'কে খাটিয়ে,
এক কথায়, কাউকে তোমার
স্বার্থ-প্রতীক ক'রে
ঐ স্বার্থ-সংরক্ষণার জন্য
পোষণ-পূরণের জন্য
কী করবার আছে তোমার
তাই তোমার বোধে আসে না,
করবার প্রবৃত্তিও এলোমেলো,
এমনতর যা' কর,
তা' উপচয়ী কিছু হ'য়ে ওঠে না—
অপচয়ী ছাড়া ;
এমনতর চলনে
তোমার অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে কি ক'রে ?
যে অন্যকে উপচয়ী ক'রে তুলতে পারে না,
সে নিজেকে উপচয়ী করবে কি ক'রে ?
আর, সে অধিকারই বা লাভ করবে কিভাবে ?
তাই বলি—
যা'র উপর অধিকার চাও,
উপচয়ী অনুবেদনা নিয়ে
তার জন্য কর—
যেখানে যেমন ক'রে যা' করতে হয়,—
অধিকার আপনিই তোমার
সেবা ক'রে চলতে থাকবে । ৭১৮২ ।
২৪।৯।১৯৫৫, রাত ৭-২৫

শ্রেয়-প্রীতি-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
একদম তাঁকেই তোমার স্বার্থ ক'রে নাও ;
ভাবও তেমনি,
করও ঐই,

চলও ঐ পথে—
তাঁর প্রতিকূল যা'-কিছুকে
বর্জ্জন ক'রে,
অনুকূল যা'-কিছুর সক্রিয় উদ্দীপনা নিয়ে ;
তোমার ধর্ম্মকর্ম্ম যা'-কিছু
তাঁরই উপচয়ী অনুসেবনায়
নিয়োজিত হো'ক,
তাঁকেই পরিপালন ক'রে চল—
তাঁর প্রতিটি কথা,
প্রতিটি চলন,
প্রতিটি চাহিদা—
সার্থক উপচয়ী সঙ্গতিতে ;
একমাত্র তিনিই তোমার জীবনে
সত্য হ'য়ে উঠুন,
তদুপচয়ী পরিচর্য্যাই
তোমার তপস্যা হ'য়ে উঠুক—
বিরুদ্ধ যা'-কিছুর
নিরোধ ও নিরাকরণ-তৎপরতায় ;
নিশ্চয় ক'রে বলছি—
প্রাপ্তি তোমাকে মহান আলিঙ্গনে
সমৃদ্ধ ক'রে তুলবে—
সব প্রবৃত্তির মুক্ত-নন্দনায়। ৭১৮৩।
২৪।৯।১৯৫৫, রাত ৭-৪০

সুকেন্দ্রিক কৃতি-তপা হও—
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী অনুক্রিয় হ'য়ে,
বিরুদ্ধ যা'-কিছুকে এড়িয়ে ;
পাওয়ার বিলাসিতা
প্রাপ্তিকে আবাহন করবে না—
ঠিক জেনো। ৭১৮৪।
২৪।৯।১৯৫৫, রাত ৭-৫০

যে শ্রদ্ধানিবিষ্টচর্য্যা-বিহীন,
যে অনুজ্ঞাবাহিতায়
মর্য্যাদাহানি মনে করে,
যে কড়া কথা বললে
দাম্ভিকতা নিয়ে
কুটিল তথ্যের অবতারণা করে,
যে শাসন করলে
সহ্য করতেই পারে না
ও তদনুপাতিক চলতেও পারে না,
অনুশীলনে ক্রমাগতিহীন,
আলস্য ও জড়তা-সম্পন্ন যে,
গালমন্দ-ভর্ৎসনায়
বিরূপ হ'য়ে ওঠে যে—
নিবিষ্টমনা হওয়া তো দূরের কথা,—
এমনতর লোকের ছাত্র বা ছাত্রী হওয়া
বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
আর, এতে শিক্ষকও
বিড়ম্বিত হ'য়ে ওঠেন প্রায়শঃ। ৭১৮৫।
২৪।৯।১৯৫৫, রাত ১০টা

আদর্শ, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের
সার্থক সঙ্গতি-অনুসৃত
অভ্যাস, আভিজাত্য, ঐতিহ্য ও কুলাচারের
যতখানি পরাভব হয়,
ততখানি অন্যের প্রভাবও
আমাদের ওপর স্থায়ী হ'য়ে দাঁড়ায়,
এমন-কি, বিজাতীয় ভাব, ভাষা, বোধ,
রীতি, নীতি, পদ্ধতিও
অন্বিত সঙ্গতিহারা রকমে
প্রভাবিত করে আমাদের—

ঐ আদর্শ, কৃষ্টি ও ধর্ম্ম-সম্মত আভিজাত্যে
পরিপাচিত না হ'য়ে। ৭১৮৬।
২৫।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৫

যদি সুসিদ্ধান্তেই এসে থাক,—
জোগাড়ে লেগে যাও,
কর এমনতরভাবে
যা'তে ত্বরিত সুনিষ্পন্নতায় উপনীত হ'তে পার,
সিদ্ধান্তকে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার—
লাগোয়া চলনে চ'লে ;
করবে কি করবে না—
তা'র ভাবনা নিয়ে
মিছেমিছি আন্দোলিত হ'তে যেও না। ৭১৮৭।
২৬।৯।১৯৫৫, সকাল ৮-২৫

কারও সাথে বিরোধ রেখে
যদি মন্দিরে যাও,
দেবতার মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠবে। ৭১৮৮।
২৬।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৩০

প্রীতি অবজ্ঞাত হয়—
এমনতর কোন কথা বলতে নেই,
করতেও নেই তা'। ৭১৮৯।
২৬।৯।১৯৫৫, সকাল ৯-৪৫

তোমার শ্রদ্ধার্হ যিনি,
শ্রেয়-প্রেয় যিনি,
তাঁর অমনঃপূত কিছু করা সত্ত্বেও
তোমার তৃপ্তি ও প্রবোধনার উদ্দেশ্যে
তিনি যদি তোমার দিকে

এগিয়ে আসেন—
আপ্যায়িত ক'রে,—
আর, তুমি যদি তাতে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠ,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে
বিশেষ লাভজনক নয়কো ;
কারণ, তুমি তাঁর সান্ত্বনার জন্য
অনুসেবনার সহিত
অনুচর্য্যী বাক্য-ব্যবহার নিয়ে
তাঁর নিকটে গিয়ে
তাঁকে তৃপ্ত ক'রে তুলতে পার নি,
তাঁর মনোজ্ঞ হওয়ার
আগ্রহ-উদ্দীপনায়
তাঁতে তুমি সুবিন্যস্ত হ'য়ে উঠতে পার নি,
আর, তদনুচর্য্যী কর্ম্ম
তোমাকে তাঁর প্রতি
শ্রদ্ধায় উপনীত ক'রে তুলতে পারে নি ;
ঐ না-করার জন্য
মোটের উপর তুমি
লোকসানেই দাঁড়িয়ে থাকবে,
তোমার দম্ভই পরিচর্য্যিত হ'য়ে উঠবে,
অন্তর-বিন্যাস-বোধ-বর্ত্তনায়
উদ্বর্ত্তিত হওয়ার
খাঁকতিকেই প্রশ্রয় দিতে রইবে। ৭১৯০।
২৬।৯।১৯৫৫, রাত ৭-১৫

যদি শ্রদ্ধা ও স্নেহের
অধিকারী হ'তে চাও,
অভিমানশূন্য বিনীত হও—
তা' যতই ছোট বা বড় হও না কেন ;
আর, প্রভুত্বের গৌরব নিয়ে
শাস্তা হ'তে যাবে যতই,—

সংঘাতকেও আমন্ত্রণ করতে থাকবে
ততই কিন্তু। ৭১৯১।
২৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৫-৫০

মূর্ত্ত কল্যাণই
তোমার আদর্শ হ'য়ে উঠুন,
তাঁর প্রীতি-বন্ধনার ভিতর-দিয়ে
তোমার বোধগুলি
সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন হ'য়ে উঠুক—
অন্বিত বিনায়নে,
চরিত্রে তাঁরই দ্যুতি বহন ক'রে ;
বোধের গণিকাবৃত্তি
বোধনার নিষ্ঠুর অভিঘাত। ৭১৯২।
২৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৬-৪০

কল্যাণপ্রসূ সমীক্ষা,
সহানুভূতিসূচক আপ্যায়না
ও বিনীত বোধনা নিয়ে
ব্যাপারকে সুসার্থকতায়
বিন্যাসই যদি না করতে পার,
ব্যাপারে বিড়ম্বনা
অনেকই জুটে যেয়ে থাকে। ৭১৯৩।
২৭।৯।১৯৫৫, সকাল ৭-৩০

অকৃতী জাত্যভিমানের দাম্ভিকতা নিয়ে
যারা অপকৃষ্টদের
তাচ্ছীল্য বা ঘৃণা করে—
আত্মবৈশিষ্ট্য-অনুচর্য্যা-হারা হ'য়ে,
তা'রা অন্যের বৈশিষ্ট্যকে
শ্রদ্ধা করতে তো জানেই না,
বরং নিজের হীনত্বের প্রতিক্রিয়ায়

অন্যের প্রতি অভিঘাত সঞ্চারিত ক'রে
তা'দিগকে অপকর্ষ-পরামৃষ্ট ক'রে
রাখতে চায়,—
এমনতর যা'রা—
তা'রা যেই হো'ক আর যাই হো'ক না কেন,
আত্মমর্য্যাদাকেই অভিঘাত ক'রে থাকে ;
তাই, নিজের বৈশিষ্ট্যকে
সমীচীন পরিপালনায়
পরিপুষ্ট ক'রে তোল,
অন্যের বৈশিষ্ট্যতেও শ্রদ্ধাবান হ'য়ে
তা'র উৎকর্ষী অনুচর্য্যা-পরায়ণ হ'য়ে ওঠ ;
ইতরপনা
ইতরামিকেই আবাহন ক'রে থাকে । ৭১৯৪ ।
২৭।৯।১৯৫৫, সকাল ১০টা

যা'রা শ্রেয়-পুরুষের অনুচর্য্যায়
অন্বিত হ'য়ে
বিহিতভাবে তাঁর মনোরঞ্জন করতে
পারে না,
হৃদ্য হ'য়ে উঠতে পারে না,
উপচয়ী হ'য়ে উঠতে পারে না—
বাক্যে, ব্যবহারে, সক্রিয় শুভ-তৎপরতায়,
তাঁর অমনঃপূত যা'-কিছুকে বর্জ্জন ক'রে
প্রতিবাদে, নিরোধে বা নিরাকরণে,—
বা অনুচর্য্যী হ'য়েও
নিজেকে উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলতে পারে না
প্রীতি-প্রসাদে,
তা'দের বহুদ্বারস্থ হ'তেই হবে ;
তা'দের প্রবৃত্তিই তা'দিগকে
অমনতর বিচ্ছিন্নতায়
ব্যাপৃত রেখে

সংগতিহারা কঠোর দৈন্যে
নিক্ষিপ্ত ক'রেই তুলবে—
বিক্ষিপ্ত বঞ্চনায় ;
কারণ, তাদের একের জন্য
বহুর প্রয়োজন নেই
যা'তে তা'রা সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে,
তাই, একহারা বহুর
অনুসেবী হ'য়ে উঠতে
তা'রা বাধ্য হয় । ৭১৯৫ ।
২৭।৯।১৯৫৫, রাত ৮-৩০

তুমি যদি লাখ দৈন্য-জর্জ্জরিতও হও,
তবুও সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ
অনুরতি-উচ্ছল হ'য়ে থাক—
তোমার যা' জোটে
তা'র উপর দাঁড়িয়ে ;
চল, কর, বল—
তাঁরই উপচয়ী অনুবর্ত্তনায়
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে ;
দেখবে—
তোমার হৃদয় ভরপুর রইবে,
কষ্ট তোমাকে জর্জ্জরিত ক'রে
তুলতে পারবে না,
তুমি উচ্ছল লাস্য-নন্দনায়
উচ্ছ্বসিত হ'য়েই চলতে থাকবে
উপচয়ী অনুক্রিয় তৎপরতায় ;
ঐশ্বর্য্য
তোমাকে সেবা করতে
আগ্রহ-উদ্দীপনায় অনুসরণ করতে
একটুও কসুর করবে না । ৭১৯৬ ।
২৯।৯।১৯৫৫, রাত ৯-৫৫

তোমার জীবনকে সুকেন্দ্রিক ক'রে তোল—
তোমার ভিতর-বাহিরে যা'-কিছু আছে
সব নিয়ে,
সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতায় ;
সতর্ক বোধবিধায়িত ত্বারিত্য
তোমার চরিত্রে সহজ হ'য়ে উঠুক
সমীচীনভাবে ;
যা'ই কর, যেখানেই যাও,
আর যেমনই চল,—
প্রতিটি পদবিক্ষেপ যেন
এমনতরই হয় । ৭১৯৭ ।
৩০।৯।১৯৫৫, বিকাল ৪-৩০

সামর্থ্যে যদি সম্ভব হয়,
ঋত্বিকী-অর্ঘ্য-অবদানে
নিজেকে বঞ্চিত ক'রো না ;
ঋত্বিক-পালনী অনুচর্য্যা
তোমাকে যেন
আগ্রহ-বিদীপ্তই ক'রে রাখে—
যা'তে ঋত্বিক, অধ্বর্য্যু, যাজক
তোমাকে ও তোমার পরিবেশকে নিয়ে
সক্রিয় অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে থাকতে পারে ;
আর, তা'দের সাংসারিক পেছটানগুলি
তোমরাই বহন করতে পার ;
সেইদিকে যদি সজাগ থাক,
ঐ ওরাও তোমার
উন্নয়নী যজ্ঞের হোতা হ'য়ে
নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মনিয়োগ ক'রে
চলতে পারবে—
মাঙ্গলিক মহান স্থৈর্য্যের সহিত
সহ্যের সহিত

অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যা নিয়ে ;

যেমন পার—

হয় পাঁচটি ফলই দাও,

না হয় পাঁচটি পয়সাই দাও,

না হয় পাঁচটি আনাই দাও,

না হয় পাঁচটি সিকিই দাও,

বা পাঁচটি টাকাই দাও,

তোমার সঙ্গতিতে যেমন কুলায়

তেমনতর অবদান হ'তে

তুমি নিথর হ'য়ে থেকো না ;

মনে রেখো—

এই তোমার জীবন-চলনায় পাঞ্চজন্য ;

শুভ-নির্ঝরিণী জীবনযজ্ঞের হোতাকে

অর্ঘ্যান্বিত ক'রে

শুভ-উদ্দীপনায়

তোমার ও তোমাদের

অনুচর্য্যানিরত ক'রে রাখতে

ত্রুটি ক'রো না একটুকুও ;

বলে,

বর্ণে,

আয়ুতে

যা'তে ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়ে চলতে পার,

সপরিবেশ নিজে তো তা' করবেই,

আর, তা'র উত্তরসাধক হোতা ক'রে

রাখতে চেষ্টা ক'রো—

তোমার ঐ ঋত্বিক, অধ্বর্য্যু ও যাজককে ;

এই অবদান যেন তোমাদিগকে

যোগ্যতায় অনুরঞ্জিত ক'রে

প্রাপ্তিকে অবাধ ক'রে তোলে,—

এই তাঁদের মঙ্গলময়ের নিকট

অনুক্রিয় অযুত প্রার্থনা

ও ইষ্টার্থ-অনুক্রিয় আকৃতি হ'য়ে উঠুক ;
স্বস্তির অধিকারী হ'য়ে ওঠ তোমরা ;
এই অর্ঘ্য-অবদান
তোমার ইষ্ট, আদর্শ, প্রিয়পরম
বা তৎস্থলাভিষিক্ত যিনিই থাকুন না কেন,
তাঁরই জীবনবেদীতে নিবেদন ক'রো,
আর, তিনি যা'কে যেমনতর দেন,
তা'ই নিয়েই তা'রা চলতে থাকুক। ৭১৯৮।
৩০।৯।১৯৫৫, বিকাল ৪-৫০

তোমার শ্রেয় যিনি
বা কোন গুরুজন
তোমার সাথে যদি কেবলই
তোমার খোস-মেজাজী কথাই
বলেন বা ব্যবহার করেন,
ভুলত্রুটিগুলিকে দেখিয়ে না দেন,
আর, দেখিয়ে বিহিত নির্দ্দেশ দিলেও
শ্রদ্ধাবনত বিনয়ের সহিত
সেগুলিকে গ্রহণ ক'রে
যদি অনুশীলন না কর,
তাতে অভ্যস্ত হ'য়ে না ওঠ,—
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে
বিশেষ সুবিধাজনক নয়কো ;
এর ফলে, তুমি যা'ই কর না কেন,
তা' যদি ভুলত্রুটিসম্পন্নও হয়,—
তুমি তা'কে সমর্থনই ক'রে চলবে,
তোমার দাম্ভিক দীপনাই বেড়ে চলবে,
শ্রদ্ধাবনত বিনয় প্রায়শঃই
তিরোহিত হ'তে থাকবে
তোমার অন্তর হ'তে ;
তাই শোন,

অমনতর প্রত্যাশা নিয়ে
কখনই চ'লো না,
ভুলত্রুটি যদি কেউ দেখিয়ে দেয়—
তা' বেশ ক'রে বুঝে
বাক্য, ব্যবহার ও চলনের সাথে
মিলিয়ে দেখ,
আর, উচিত যা'
তা'তে অনুশীলন-অভ্যস্ত হ'তে
এতটুকু ত্রুটি ক'রো না,
নয়তো সিন্ধুকূলেও
তোমার জলাভাব ঘুচবে না কিন্তু। ৭১৯৯।
৩০।৯।১৯৫৫, রাত ৯টা

যে-জীবন বরেণ্য জীবনকে—
যা' ব্যক্তিত্বে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে
চারিত্রিক দ্যুতি নিয়ে,—
তা'কে বরণ করে—
সার্থক সঙ্গতির সহিত,
—সে বরণীয়ই হ'য়ে থাকে। ৭২০০।
১।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-২

তোমাকে দোষী বিবেচনা ক'রে
কেউ যদি তোমাকে মন্দ বলে,
তুমি দোষী হও বা না হও,
বিনীত হ'য়ো,
বিনীত সৌজন্যের সহিত
যা' বলবার তা' ব'লো,
বিনয়হারা অনেক যুক্তিবত্তাও
হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে ওঠে না অনেকেরই। ৭২০১।
১।১০।১৯৫৫, বেলা ১১টা

তোমার বিহিত করণীয় যা'
তা'কে উপেক্ষা ক'রে
অন্যকে যতই বিশ্বাস কর
বা ভালবাস না কেন,
বা তোমাতে বিশ্বস্ত ও প্রীতিসম্পন্ন
মনে কর না কেন,
ঐ বৈধী-চলনের প্রতি অবহেলা
অন্যের প্রীতি ও বিশ্বাসকে
অবদলিত ক'রে
প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে তোমাকে—
তা' যে-রকমেই হো'ক না কেন,
আর, এই-ই হওয়া স্বাভাবিক। ৭২০২।
১।১০।১৯৫৫, রাত ১১-৫

শুভ-সঙ্গতিশালী বিবাহ
সুজাতকেরই স্রষ্টা হ'য়ে থাকে,
আর, এমনতর সুজাতকই
স্বস্থ আভিজাত্য-বাহী হ'য়ে থাকে,
আর, এই আভিজাত্যতেই
সংগর্ভিত হ'য়ে থাকে—
পূর্ব্বপুরুষের অভ্যস্ত অনুশীলনার
অন্বিত সংস্কার ও গুণরাজি,
যা' দীক্ষা ও শিক্ষার ভিতর-দিয়ে
ব্যক্তিত্বে ফুটন্ত হ'য়ে থাকে,—
যে-স্ফোটনা মানুষকে
যোগ্যতায় সুসজ্জিত ক'রে তোলে—
শ্রদ্ধা, জ্ঞান ও কর্ম্মের
বিচক্ষণ বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তা'র জীবনে সক্রিয়, তৎপর
প্রবণতার সৃষ্টি ক'রে ;
তাই, পবিত্র আভিজাত্য

সকলের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়,
এই আভিজাত্য কিন্তু
জাত্যাভিমান নয়কো । ৭২০৩ ।
১।১০।১৯৫৫, রাত ৭-৩০

কী অবস্থায়
কোন্ সংঘাত
কোন্ প্রবৃত্তিকে কোন্ পথে
আলোড়িত ক'রে
কেমনতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে—
ধাতু ও বৈশিষ্ট্যানুপাতিক,—
সন্ধিৎসাপূর্ণ সুবীক্ষণায়
সেগুলিকে উপলব্ধি কর,
জান,
জেনে
বিহিতভাবে যে-বিনায়নে
যা' ক'রে
সক্রিয়তায় সেগুলিকে
শুভপ্রসূ ক'রে তুলতে পার,
তাইই কর ;
আর, যতখানি তা' করতে পারবে,
তোমার চলনাকেও তেমনি
বিধায়িত ক'রে তুলতে পারবে,
আর, তা'র ব্যতিক্রম যেমনতর,
দুর্ভোগ ও জঞ্জালও
তেমনতরই হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে । ৭২০৪ ।
১।১০।১৯৫৫, রাত ৮-৩০

ঋত্বিকই বল,
অধ্বর্য্যুই বল,
যাজকই বল,

যেই হো'ক না কেন,
নজর ক'রে দেখো—
সে ইষ্টীপূত শ্রেয়কর্ম্মতৎপর কিনা,
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থ-উপচয়ী কিনা,
শ্রেয়মর্য্যাদাহানিকর এমনতর কিছুতে
তা'র অন্তঃস্থ ব্যক্তিত্ব
গর্জ্জে ওঠে কিনা,
প্রতিবাদে, নিরোধে বা নিরাকরণে
সে তা'র বিনায়ন-তৎপর কিনা,
অন্যের ধাপ্পা বা নিন্দামুখর আপ্যায়নায়
তা'র নিষ্ঠা
দোদুল্যমান হ'য়ে ওঠে কিনা,
দায়িত্বশীলতা তা'র স্বভাবে সহজ হ'য়ে
সহজভাবে ফুটন্ত কিনা—
তা' অল্পই হো'ক
বা বিস্তরই হো'ক ;
স্বার্থলোলুপতার ভাঁওতাবাজিতে
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ধাপ্পা নিয়ে
নিজের কাজ হাসিল করাই
তা'র উদ্দেশ্য কিনা,
বা স্বার্থলোলুপতায়
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির বিরুদ্ধতা করে কিনা ;
লোকচর্য্যী অনুবেদনায়
পোষণ-প্রদীপ্ত শ্রমমুখরতা নিয়ে
বাস্তবভাবে সে কল্যাণকে
আবাহন করে কিনা,
কথায়-কাজে মিল রাখার জন্য
সে সহজভাবে সচেষ্ট কিনা ;—
যদি দেখ, এইসব ব্যাপারে
সে নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য,

সে যেমনই হো'ক না কেন,
সে কিন্তু অর্ঘ্যনীয়,
শ্রদ্ধার পাত্র তোমার,
আর, যা'রা তা' করে না,
তাদিগকে অর্ঘ্যান্বিত করার মানেই হ'চ্ছে
অকল্যাণেরই উপাসনা করা । ৭২০৫ ।
১।১০।১৯৫৫, রাত ৮-৪৫

মনে ভেবো না—
তুমি লোকের ভুলত্রুটি বা দোষ
দেখতে পাও,
অন্যে তোমার ভুলত্রুটি বা দোষ
কিছু দেখতে পায় না,
সবারই মনোজ্ঞ তুমি ;
সাধারণতঃ দোষ-দেখা মানেই হ'চ্ছে—
অন্যে যখন তোমার মনোমত না চলে,—
তা'তে ক্ষুব্ধ হওয়া,
অলস মনোবৃত্তি নিয়ে
অন্যের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে
নিজে ফাঁকে থেকে
দোষের কথা ব'লে ছড়িদারী করা ;
তা' কিন্তু লাভজনক কিছু নয়কো,
বরং লোকসানেরই বেশী ;
যতদিন মানুষের দোষত্রুটি
নজরে পড়া সত্ত্বেও
তার প্রতি বিহিত, বিনীত শ্রদ্ধা
বা স্নেহল সৌজন্যে
তা'র হৃদ্য হ'য়ে
তা'কে ঐ দোষ বা ত্রুটি বুঝিয়ে
তা'রই নিরাকরণী আগ্রহকে
মোক্ষম ক'রে না তুলতে পারছ,

ঐ দোষত্রুটি দেখা
তোমার স্বভাবের কুণ্ডতি ছাড়া
কিছুই নয়কো ;
তা ছাড়া, তুমি
যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজেকে বিনায়িত ক'রে
অন্যকে ঐ অমনতর বিনায়নে
নন্দিত ক'রে তুলতে না পারছ,
লোকের কাছে তাকে দুষ্ট ব'লে
প্রতীয়মান ক'রে
আত্মম্ভরী বাহবায়
নিজেকে ধন্য ক'রে তুলছ,
ততদিন কিন্তু
মনুষ্যত্বের ভূমিতেই তুমি দাঁড়াওনি,
উন্নতি তো অনেক দূরের কথা। ৭২০৬।
১।১০।১৯৫৫, রাত ১১-৩৫

ভালবাসা বা প্রীতিতে আছে আগ্রহ—
অনুচর্য্যী পরাক্রম,
তা'তে ঈর্ষ্যা নাই—
প্রিয়ের পক্ষে অশুভ যা'
তা'র প্রতিবাদ, নিরোধ
ও নিরাকরণ ছাড়া ;
আর, যে ভালবাসায় ঈর্ষ্যা আছে,
শুভ অনুচর্য্যা নেই,
তা' প্রীতি-প্রসন্ন নয়কো,
কাম-কামনারই দুষ্ট অনুশাসন। ৭২০৭।
২।১১।১৯৫৫, বেলা ১১-৫৮

পারলে
তোমার জীবনচলনার একটি মুহূর্ত্তকেও
অবজ্ঞা ক'রো না—

শুভপ্রসূ কৃতী নিষ্পন্নতায় বিনায়িত করতে ;
এখন যা'কে অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে করছ,
হয়তো সময়ে সেইটুকুই
তোমার জীবন-ভাগ্যের
একটা উত্তাল উন্নতির কারণ হ'য়ে উঠতে পারে। ৭২০৮।
২।১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-২০

এমন কি বিনাদোষেও
তোমাকে যদি কেউ
দোষী সাব্যস্ত ক'রে থাকে,
বা তুমি দোষী
এমনতরই ইঙ্গিত ক'রে
তোমাকে কিছু বলে,
তুমি বিনীত সশ্রদ্ধ
বা স্নেহল আপ্যায়না নিয়ে
যদি তা'কে কিছু বলতে চাও তো ব'লো ;
যদি দোষও ক'রে থাক,
বিবেচনা-সহকারে বুঝে
তা' স্বীকার ক'রো ;
আর, এমনতর চলনে চ'লো,
যা'তে অমনতর ভুলত্রুটিতে
তোমার পদবিক্ষেপ করতে না হয় ;—
জঞ্জাল অনেক এড়াবে। ৭২০৯।
২।১০।১৯৫৫, রাত ৮-৫

অচ্যুত প্রেয়নিষ্ঠ সম্বেগ-সন্দীপনায়
সুদর্শন-তৎপর হ'য়ে
বেপরোয়া হিসাবী চলনে
যত চলতে পারবে,
জীবনকে উপভোগও করবে তুমি তেমনি ;
আর, প্রত্যেক করাটি যেন

প্রত্যেক চলাটি যেন
সার্থক চলনে চলতে থাকে,
একটা শিকলও যেন না ছেঁড়ে,
একটা বাঁধনও যেন না টোটে ;
ক্ষিপ্র তৎপরতায়
একটা সুনিষ্ঠ উদ্দাম উদ্যোগ নিয়ে
করার পথে চলতে থাক—
যা'তে কৃতার্থ হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে
—এমনতর নির্ঘাত অনুনয়নে ;
আর, ঐ ত্যে জীবনের কৃতী উপভোগ । ৭২১০ ।
২।১০।১৯৫৫, রাত ৮-৩০

অবকৃষ্ট সমাজ ও জাতির ভেতরেও
যোগ্য পরিণয়ের ভিতর-দিয়ে
যে-জাতকের আবির্ভাব হয়,
তা'র কাছেও
পরিবার, পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র
অনেক প্রত্যাশা করতে পারে—
বৈশিষ্ট্যপালী শুভ-সম্বর্দ্ধনী অনুদীপনার ;
কিন্তু উৎকৃষ্ট সমাজ ও জাতির ভিতরে
অযোগ্য বা অবৈধ পরিণয়ের ভিতর-দিয়ে
যে-সন্ততির আবির্ভাব হয়,
তা' দুনিয়াকে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে—
বিকৃতির বিক্ষুব্ধ চারণ-চর্য্যায়,
পরিবার, পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
সংক্রামিত ক'রে । ৭২১১ ।
৩।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৪০

তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে
উপচয়ী ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
যোগ্যতাকে বাড়িয়ে চল,

আর, তদনুগ মিতি-উপভোগে
নিজেকে বিনায়িত কর,
তোমার জীবন-চলনাকে
আড়ম্বরপূর্ণ ক'রে তুলতে যেও না,
স্বচ্ছন্দতা হ'তে বিচ্যুত হবে কমই। ৭২১২।
৩।১০।১৯৫৫, সকাল ৭টা

ভালবাসা ভালবাসে সবাইকে,
কিন্তু তা' প্রেয়-প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনে
প্রেয়ার্থকে উপচয়ী করবার জন্য ;
প্রিয়কে যে ভালবাসে—
ভালবাসা তা'তেই আনত হ'য়ে ওঠে,
কিন্তু প্রিয় যেখানে দ্বিত্ব লাভ করে,
সেখানে সে নারাজ,
নিভে যায় ;
আর, মানুষ ঐ হিসাবেই ব'লে থাকে
ভালবাসা ঈর্ষ্যা-পরায়ণ। ৭২১৩।
৩।১০।১৯৫৫, বিকাল ৫-২০

যে অন্যের হৃদ্য হ'য়ে
তা'র অন্তঃকরণকে জয় করতে পারে—
ইষ্টীপূত বিচক্ষণ-তৎপরতায়,
বীর কিন্তু সেই। ৭২১৪।
৩।১০।১৯৫৫, রাত ৭-৩০

জীবন যা'র
একটানা অন্বয়ী নিয়মনায় চলে না—
অনুক্রিয় তৎপরতায়,
সব যা'-কিছুর মাধ্যমে,—
সে কিন্তু বিচ্ছিন্ন, বৃত্তি-পরামৃষ্ট। ৭২১৫।
৩।১০।১৯৫৫, রাত ৭-৩২

যাদের জীবন
শ্রেয়রাগান্বিত নয়কো,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
একটানা অনুচর্য্যী অনুক্রিয় নয়কো,
তাদের প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট অহং-এর উস্‌কানি
সব করণীয়ের মধ্যেই
বিক্ষোভ সৃষ্টি ক'রে
সার্থকতায় অনর্থই সৃষ্টি ক'রে থাকে,
তাই, তাদের চলনাও হয় বিচ্ছিন্ন। ৭২১৬।
৩।১০।১৯৫৫, রাত ৯টা

আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিকে
ভূমি ক'রে
যে বর্ণ ও কর্ম্মের বিনায়িত বিভাগ
নির্ণীত হয়,
সেই নির্ণয়ী অনুজ্ঞা ও অনুশাসনের
অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
সমস্ত জাতির সংহতি
সার্থক-হ'য়ে ওঠে ;
তা'র ভিতর থাকে পারস্পরিক অনুচর্য্যা,
অবকৃষ্ট, অপকৃষ্ট বা নিকৃষ্টের
ক্রমানুশীলনী উন্নয়নী অনুবর্ত্তনা—
যে-বর্ত্তনায় দাঁড়িয়ে
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে উঠে থাকে,
উচ্চকে নীচ করার
বা কোন বৈশিষ্ট্যকে অবদলিত ক'রে
বিকৃতি সৃষ্টি করার প্রবৃত্তি
ক্রম-খর্ব্বতায় নিঃশেষ হ'য়ে চলতে থাকে ;
থাকে—
অনুশীলন-মাধ্যমে

নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্টে উন্নীত করার
পারস্পরিক আকূতি,
দাবী নয়,
অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
গুণ ও কর্ম্মের উন্নতি,—
যে-উন্নতিকে জনসাধারণ
শ্রেয় ব'লেই মনে ক'রে থাকে,
সুখের ব'লেই মনে ক'রে থাকে,
যোগ্যতা'র জীয়ন্ত মূর্ত্তি ব'লে মনে ক'রে থাকে,
যা' ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অমৃত-অবদান,
যা' আদর্শে সার্থক সংগতি নিয়ে
প্রতিটি ব্যক্তিত্বকে
উৎকর্ষ-মণ্ডিত ক'রে
সার্থকতায় সমাহিত ক'রে তোলে ;
—যা'র ফলে
থাকে না দ্বন্দ্ব,
থাকে না ভয়,
থাকে না হীনম্মন্যতার দন্তকড়মড়ি,
থাকে না কর্ম্মে অনভ্যস্ত
দাবী-দাওয়ার কুটিল ভঙ্গিমা,
থাকে—
আগ্রহ-আবেগ-উদ্দীপ্ত
অনুশীলনী অনুক্রমণা,
পারস্পরিক আলিঙ্গন-উদ্দীপ্ত
মর্য্যাদাশীল উৎক্রমণী আহ্বান ও অনুচর্য্যা,—
যা'র ফলে
পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র
সুসংহতির শুভদীপনায়
উৎকর্ষ-মণ্ডিত হ'য়েই চলতে থাকে ;
ক্লেশসুখপ্রিয়তার
অদম্য উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে

অৰ্জ্জনপটু হ'য়ে ওঠে প্রতিপ্রত্যেকে—
অভাব, অনটন, জরা ইত্যাদিকে
অতিক্রম করতে করতে ;
তাইই তো মানুষের অমৃত পথ—
যেখানে অস্ত্রসজ্জিত বিদ্রোহের
বা সামরিক অভ্যুত্থানের
অতি ক্ষীণ প্রাদুর্ভাবও
কমই দেখা যেয়ে থাকে,—
যতক্ষণ না
ঐ সংহতিতে কোন আকৃষ্ট সংঘাত
বিক্ষেপ এনে দিতে পারে,
এমন-কি, বিদ্রোহের উত্থানও
কমই দেখা যায় ;
মানুষ ব্যক্তিগত পরাক্রমে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
অৰ্জ্জনার ঊর্জ্জী-সম্বেগে
নিজেকে সব দিক দিয়ে
নিয়োজিত ক'রে রাখে—
অসৎকে নিরোধ ক'রে ;
জীয়ন্ত যুত ব্যক্তিত্বের আবাহনে
প্রতিপ্রত্যেকেই
ধীমান উদ্দাম চলনে
কৃতার্থতালোলুপ অমরদীপনায়
পারস্পরিক পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যোগ-যজ্ঞের
কৰ্ম্মপ্রসন্ন হোম-আহুতি-অনুশীলনে
উদাত্ত হ'য়েই চলতে থাকে ;
ব্যক্তির যদি শুভ চাও,
পরিবারের যদি শুভ চাও,
সমাজের যদি শুভ চাও,
রাষ্ট্রকে যদি অটুট মর্য্যাদায়
উন্নতি-উৎস্রবা ক'রে তুলতে চাও,

এখনও মুখ ফিরাও,
নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ,
পরিবারের দিকে তাকিয়ে দেখ,
সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখ,
রাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে দেখ,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক সঙ্গতিতে
অনুশীলন-তৎপরতায়
ঐ সবগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল ;
প্রতিপ্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব
স্বর্গ-সুষমা-সুরভিত হ'য়ে
বিরাজ করুক—
বৈজয়ন্তীর বিজয়-প্রতিভা নিয়ে,
ঈশ্বরে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
পরমার্থে প্রদীপ্তি লাভ ক'রে,
শান্তি, স্বস্তি ও স্বধার
উৎক্রমণী অনুধ্যায়িতায়
সুতৎপর হ'য়ে ;
ওঠ,
জাগো,
বরেণ্যকে বুকে আঁকড়ে ধর—
শ্রদ্ধার স্ফীত আসনকে অনুরঞ্জিত ক'রে । ৭২১৭ ।
৪।১০।১৯৫৫, সকাল ৬-৪৫

অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ একস্রোতা
অনুচর্য্যী অনুক্রিয় জীবন-চলনা
মানুষকে বিহিতভাবে
ইষ্টানুচর্য্যী আরতিসম্পন্ন ক'রে
আগ্রহোদ্দীপ্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ
ক'রে তো রাখেই,
তা ছাড়া, কর্ত্তব্যপরিপালন-নিরতির

ভিতর-দিয়ে
আনুষঙ্গিক যে-সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্ম
তা'র নিয়ন্ত্রণে
সুক্রিয় হ'য়ে চলে—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,—
তা'র ব্যক্তিত্বের স্রোত-অনুচলনকে
নানাপ্রকার কারুখচিত ক'রে
চরিত্রকে উচ্ছলতায়
স্বচ্ছলই ক'রে রাখে—
সার্থক সন্দীপনী অনুপ্রেরণায়,
উদ্দীপ্ত আগ্রহ-অনুক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে ;
এমনি ক'রেই—
সে না চাইলেও
তা'র ব্যক্তিত্ব পরিপূরিত হ'য়ে
পরিবেশে
প্রসন্ন উল্লাস-উদ্দীপনায়
অর্ঘ্য-অবদান-মণ্ডিত হ'য়ে চলে ;
আর, তা'র এই সার্থকতা
ইষ্টার্থকে উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
অঞ্জলি-উৎসর্গে
পরিপূরিত ক'রে থাকে। ৭২১৮।
৪।১০।১৯৫৫, সকাল ৯-৩৯

যে যেমন প্রবৃত্তির আধিপত্যে
বসবাস করে,
তা'র ধারণা, বোধ, বুদ্ধি
ও চলন-চরিত্রও
তেমনি হ'য়ে থাকে—
'যাদৃশী ভাবনা যস্য
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। ৭২১৯।
৪।১০।১৯৫৫, সকাল ১০টা

অনুশাসনের ছদ্মবেশে
যা'রা অপকর্ম্ম ক'রে থাকে,—
অশুভের অত্যাচারই
তাদের উপঢৌকন। ৭২২০।
৪।১০।১৯৫৫, বিকাল ৫-৪৫

মেয়েদের
সুনিষ্ঠ শ্রেয়প্রাণা হওয়া চাই,
ঐ শ্রেয়ই শিবসুন্দর,
তাই, তাদের তদনুচর্য্যী আগ্রহ-আবেগ
পাবন-প্রদীপ্ত হ'য়ে
হৃদ্য আত্মনিয়মনায়
অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠ হওয়া চাই—
আভিজাত্যের উদাত্ত গৌরবে,
মানসিক রুচি
সুন্দর ও পবিত্র হওয়া চাই,
শরীর ও সজ্জা পবিত্র হ'য়ে
চিত্ত-বিনোদক হওয়া চাই,
তা'দের বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যা
সম্ভ্রমাত্মক, পবিত্র, হৃদ্য,
মনোজ্ঞ হওয়া চাই,
ধী-ময়ী শুভ-সন্ধিৎসাপূর্ণ হওয়া চাই,
কারণ, মেয়েদের উপরই দাঁড়ায়
নারী-পুরুষ উভয়েই,
বিশেষ ক'রে তাদের উপর ভর দিয়েই
বেড়ে ওঠে সবাই। ৭২২১।
৫।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-২৫

ভাব, ভাষা, যুক্তি, ছন্দ ও অনুরণন
যতই সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে
আদর্শ-উল্লোল হ'য়ে ওঠে—

জীবনীয় সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনায়,—
রচনা জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে সেখানে তেমনি ;—
এই হ'ল রচনার পঞ্চপ্রাণ। ৭২২২।
৫।১০।১৯৫৫, সকাল ৯-৫৫

যদি সুবিধা চাও,
বা ঐ সুবিধায় দাঁড়িয়ে
কিছু অর্জ্জন করতে চাও,
তা হ'লেই আগে প্রস্তুত হ'য়ে থেকো—
সুবিধা ও অর্জ্জনের পথে
যেগুলি অসুবিধা আসবে,
সেগুলিকে বহন ও বিনায়ন ক'রে
সহ্য ও ধৈর্য্যের সহিত
যা'তে ঐ সুবিধা ও অর্জ্জনকে
আয়ত্ত করতে পার ;
নচেৎ তোমার চাওয়া কিন্তু
পাওয়াকে আমন্ত্রণ করবে না। ৭২২৩।
৬।১০।১৯৫৫, সকাল ৭টা

শ্রদ্ধা মানেই নেশা,
এই শ্রদ্ধা বা নেশা
যা'র অন্তরে
অচ্যুত নিরতি নিয়ে
কোথাও লেগে থেকে
তদনুচর্য্যী আগ্রহ-উদ্দীপনায়
তা'র সার্থকতাকে পরিপুষ্ট করতে থাকে—
প্রতিকূল যা'-কিছুকে বর্জ্জন ক'রে,
অনুকূল সক্রিয় আগ্রহ-উদ্দীপ্ততা নিয়ে,
ক্লেশসুখপ্রিয়তাকে উপভোগ করতে করতে,—
তা'র ব্যক্তিত্ব ততই বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
ঐ চরিত্রে অনুরঞ্জিত হ'য়ে,

—তাই, সে তাইই হ'য়ে যায় ;
শিক্ষাই বল, দীক্ষাই বল,
গবেষণাই বল,
বা অর্থ-বিত্তই বল,
সবটার মূলেই হ'চ্ছে
নেশা বা শ্রদ্ধা,
বা অচ্যুতভাবে তা'কে আঁকড়ে ধ'রে চলা,
এক কথায়, তদর্থ-অনুসেবনায়
নিজেকে হারিয়ে ফেলা ;
আর, এই নেশার চলনেই
সে দ্বিজায়িত হ'য়ে ওঠে
অমনি ক'রে,
তা' শুভতে নিয়োজিত হ'লে
শুভপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব,
অশুভতে নিয়োজিত হ'লে
অজ্ঞ-তমসাবৃত হ'য়ে ওঠে সে ;
—তাই, 'শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো
যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' । ৭২২৪ ।
৬।১০।১৯৫৫, সকাল ৯-৩০

শ্রদ্ধা ও বিনায়িত উপলব্ধপ্রত্যয়
তোমার যেমনতর,
তোমার মত, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বও
তেমনতরই হবে,
যে শ্রদ্ধা ও উপলব্ধির সাথে
এগুলির মিল নাই,—
তা' অলীক ব'লেই জেনে রেখ । ৭২২৫ ।
৬।১০।১৯৫৫, বিকাল ৩টা

কত হাজার-হাজার বছর ধ'রে
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির

সুসংগত অনুসরণের ভিতর-দিয়ে
উন্নীতি-তপস্যার যে-স্রোত
পিতৃপিতামহের জীবনে,
বংশগতিতে
প্রবাহিত হ'য়ে
সংস্কার-সংন্যস্ত বিন্যাস লাভ ক'রে
তোমাতে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে,
তুমি তা'রই একটি সংস্করণ ;
এই সংস্করণের ভিতর
সার্থক অন্বয়ী সঙ্গতিতে
যে বৈধানিক বিভা বিনায়িত হ'য়ে
জীবনে ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে,
সেই হ'চ্ছে তোমার সত্তা ;
এই সত্তায় নিহিত আছে আভিজাত্য,
আর, আভিজাত্যে সংগর্ভিত হ'য়ে রয়েছে
তোমার ঐ সংস্কার ;
বুঝে দেখো—
তোমার এই আভিজাত্য ও সংস্কার
কতখানি শ্রেয় ও প্রেয়—
যা' লাভ করতে হয়
কত কত জীবনপ্রবাহের ভিতর-দিয়ে,
ঐ আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অন্বিত চলনে,
কুলাচারের তাপস-অনুনয়নায়,
অস্তিবৃদ্ধির তাপস-পরিচর্য্যা নিয়ে ;
আর, তোমার ব্যক্তিত্ব
প্রবৃত্তির পরামর্ষণী দাপটে
যখনই ঐ আভিজাত্যের মাথায়
কুঠারাঘাত ক'রে
পরপদলেহী কুক্কুরের মতন
অন্য বুলি,
অন্য বেশ—

খাদ্য, চালচলন উপভোগ ইত্যাদিতে
আত্মবিক্রয় করে,
তা' যে কতখানি মর্য্যাদাহানিকর,
কতখানি অপমানের,
আর কতখানি দৈন্যের—
তা' বলাই বাহুল্য ;
অভিশাপ-বিমর্দ্দিত হ'য়ে
যখনই ঐ প্রবৃত্তিকে আলিঙ্গন করলে,
নিজের যা'-কিছুকে পদদলিত ক'রে
এতটুকু নিষ্ঠীবনের জন্য
পরপদলেহী হ'য়ে চলতে লাগলে,
ঐ লেহন-গৌরবে ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রে
চলতে লাগলে,
ভেবে দেখ—
সে কী নারকীয় ব্যক্তিত্ব তোমার ;
ভর-দুনিয়া হ'তে
ঐ সংস্কৃতির পোষক যদি কিছু পাও,—
তা' গ্রহণ কর,
আর, পরিপুষ্ট কর—
তোমার ঐ সংস্কৃতিকে,
যে-সংস্কৃতির সংস্করণ তুমি নিজে :
তুমি আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির অনুবর্ত্তনায়
অনুপোষণ-তৎপর হ'য়ে
যা'-কিছু নেবার নাও,
কিন্তু ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যের মাথায়
পদাঘাত ক'রে নয়,
নিষ্ঠীবন ত্যাগ ক'রে নয় ;
মর্য্যাদায় আরো উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
অযুত জীবনের অজচ্ছল ধারায়
যে সাংস্কৃতিক চলন
তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে

তোমাকেই তা'র সংস্করণ ক'রে তুলেছে,
পিতৃপুরুষের তর্পণে
তা'কে তর্পিত করে তোল
প্রতি মুহূর্ত্তে—
পোষণ-প্রদীপ্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি-অভিষিক্ত ক'রে ;
তোমার কৃতীচলন
অর্থান্বিত হ'য়ে উঠুক,
তুমি কৃতার্থতা লাভ কর,
তোমার ব্যক্তিত্ব
বিশ্বমঙ্গল ব্যক্তিত্বে
বিভোর হ'য়ে উঠুক ;
আর, ঐ বিভোর বিভা
বিশ্বের প্রতিটি যা'-কিছুকে
বিভান্বিত ক'রে তুলুক—
জীবনে, বর্দ্ধনে,
সম্বেগ-উৎসারণী অনুচলনে ;
তুমি পরমার্থে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রে
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠ—
আভিজাত্যের যুত পুষ্পাঞ্জলিতে,
উৎসর্গের সামসঙ্গীত নিয়ে। ৭২২৬।
৬।১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৪০

কা'রও প্রতি শ্রদ্ধাশীল তৎপরতায়
তা'র চাহিদা বা পছন্দ-অনুযায়ী
কী বর্জ্জন বা ত্যাগ করেছ—
সুখ-তর্পিত অন্তঃকরণে,—
তা'ই হ'চ্ছে
তুমি তা'র প্রতি কতখানি শ্রদ্ধান্বিত,
তুমি তা'র কতখানি,—
তা'রই বাস্তব পরিচয় ;
ঐ ত্যাগ বা বর্জ্জনই ব'লে দেয়—

তা'র প্রতি তোমার অনুরাগ
কতখানি সক্রিয় শুভাকাঙ্ক্ষী ;
অতটুকুও যদি না থাকে,—
তোমার প্রীতি বা শ্রদ্ধা
যে সেখানে নাই,
তা' অতি নিশ্চয় ;
আর, জোর-জবরদস্তি ক'রে
যদি করও—
কিছুদিন পরে যে করবে না,
তা'ও ঠিক,
আর, তোমার আভিজাত্য বা বংশগতিতে
আস্থার অস্তিত্ব
যে কতখানি আছে,
তা'ও নির্ণীত হয় ওতেই ;
কে কেমন নির্ভরযোগ্য—
এসব দেখে যদি ঠিক কর,
খুব বেশী যে ঠকতে হবে,
তা' নয়কো । ৭২২৭ ।
৬।১০।১৯৫৫, রাত ৯-৪৫

যারাই কা'রও নিদেশ, অনুরোধ
বা অনুজ্ঞা শুনলেই
নিজের আত্মমর্য্যাদার
খাঁকতি মনে করে,
পরিপালনে বিরক্ত হয়,
তা'রা সংকীর্ণ আত্মম্ভরি,
বংশগতিও সংকীর্ণ হ'য়ে থাকে
প্রায়শঃ তাদের । ৭২২৮ ।
৬।১০।১৯৫৫, রাত ১০টা

অশুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করার
প্রয়াস যাদের নাছোড়বান্দা
কা'রও শুভ-সন্দীপী কিছু করতে
যা'রা শ্লথ-সম্বেগী,
তা'রা হীনম্মন্য তো বটেই,
অপকর্ষী প্রকৃতি-সম্পন্ন । ৭২২৯ ।
৬।১০।১৯৫৫, রাত ১০-২০

স্বভাবসিদ্ধ পেয়ে-বসা সংস্কার
যা'র যেমনতর,—
চরিত্রও তা'র তেমনি হ'য়ে থাকে,
আর, তা' বংশগতিরই লক্ষণ । ৭২৩০ ।
৬।১০।১৯৫৫, রাত ১০-২২

তোমার শ্রদ্ধা, যুক্তি, স্বভাব ও সহ্যশক্তি
হাতধরাধরি ক'রে
পারস্পরিক সমর্থনে
তোমার বাক্য, ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
করায় যা' প্রকাশ করে,
তুমি তাইই । ৭২৩১ ।
৬।১০।১৯৫৫, রাত ১১টা

প্রয়োজন যখন
নীতি বা নিয়মের ধার ধারে না,
তখন প্রকৃতিও হ'তে থাকে
বিড়ম্বনার প্রসূতি। ৭২৩২ ।
৭।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৪২

আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অনুধ্যায়ী অনুচলনে
শ্রেয়চর্য্যায়
তুমি যতই দক্ষ হ'য়ে উঠবে—

উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী অনুসেবনায়
আত্মনিয়োগ ক'রে,
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
বাক্য ও ব্যবহারের
উপযুক্ত নিয়মনী হৃদ্য পরিবেশনে,—
তোমার ব্যক্তিত্বও তেমনতর
কুশলকৌশলী দক্ষ হ'য়ে উঠবে—
স্বার্থপোষণী সঙ্কীর্ণতাকে ব্যাহত ক'রে,
স্বতঃ-উৎসারিত অনুশীলন-অভ্যস্ত অনুচলনে ;
এই অনাসক্ত সম্বেগের
সুতপা অনুক্রিয় অনুচলন
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
কৃতী দীপনায়
তোমাকে তো কৃতার্থ ক'রে তুলবেই,
তা' ছাড়া, অমনতরই
প্রাণন-সম্বেগী পরিবেদনায়
তোমার পরিবেশকেও
ঐ প্রেরণা ক্রম-ক্রিয়তায়
প্রতুল ক'রে তুলবে—
যোগ্যতার জীয়ন্ত সেবা-সন্দীপনায়। ৭২৩৩।
৭।১০।১৯৫৫, রাত ১১-২৫

যা'দের আত্মসম্ভ্রম আছে,
তা'রা নিজের উপরই দাবী ক'রে থাকে—
আদর্শ-অনুসেবনী আগ্রহ নিয়ে ;
আর, যাদের আত্মসম্ভ্রম নেই,
আদর্শ-অনুধ্যায়ী অনুচলন
তা'দের তো নেইই,
তা ছাড়া, তাদের দাবী
মেঙ্গে বেড়ায় লোকের কাছ থেকে। ৭২৩৪।
৮।১০।১৯৫৫, রাত ৭-৪৫

আন্তরিকতা চিরদিনই বাস্তবপন্থী,
তাই, সে সৎ-সম্বেগী—
তা' সামনেও যেমন,
পেছনেও তেমনি,
সে নানা জঞ্জালের ভিতর থেকেও
খুঁজেপেতে সৎকেই সংগ্রহ করে—
অন্যায্য আবর্জ্জনাকে বাদ দিয়ে ;
তা' যেখানে নাই, সেখানে গোড়ায়ই গলদ। ৭২৩৫।
৮।১০।১৯৫৫, রাত ৮-২০

আদর্শ যা'র নাই,—
তা'র ধৃতিই অন্ধ,
যুক্তিও তা'র কানা,
বোধও তা'র বিকৃতি-সম্পন্ন,
বুদ্ধিও তা'র বেকুব ;
এক কথায়, তা'র জীবনদাঁড়াই
ব্যভিচারদুষ্ট,
দোদুল্যমান,
বিচ্ছিন্ন,
মানস চলনও ব্যত্যয়ী ;
তা হ'লে—
তা'র মতই বা কোথায় ?
আর, তা'র মতের মানেই বা কী—
পাগলের প্রলাপ ছাড়া ? ৭২৩৬।
৮।১০।১৯৫৫, রাত ১০-২৮

ব্যত্যয়ী আভিজাত্য
বিকৃত বংশগতির সম্ভাব্যতাকেই
সূচিত করে। ৭২৩৭।
৮।১০।১৯৫৫, রাত ১১-২০

তোমার সন্দেহ যদি
কোন বিপর্য্যয়কেই অনুমান করে,
বরং নিরোধ-প্রস্তুতি নিয়ে চলতে থাক,
তাই ব'লে—
না-জেনে কা'কেও দোষারোপ করতে যেও না। ৭২৩৮।
৮।১০।১৯৫৫, রাত ১১-৪৫

পাপকে নিরোধ ক'রে
যদি পাপীকে মুক্ত করতে পার,
তবেই তো তুমি পরিত্রাতা। ৭২৩৯।
৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৬-৩৫

যা'দের আপালনী উৎসের
আয় ও উন্নতির প্রতি দরদী লক্ষ্য নাই,
তা'র পরিপোষণে
উপযুক্ত সম্বেগী উপচয়ী উম্মাদনা নাই,
শুধু পাওয়ার সাথেই সম্বন্ধ,—
লাখ দাও,
হাজার কর,
তা'দের দৈন্য কিছুতেই ঘুচবে না। ৭২৪০।
৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-১৫

ধর্ম্মের ফাঁকিবাজি অনুশীলন
সাত্ত্বিক ধৃতিকে যে
ফাঁকি-ঐশ্বর্য্যেরই অধিকারী ক'রে থাকে,
তা' কিন্তু অতি নিশ্চয়। ৭২৪১।
৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-৩০

প্রিয় ও প্রীতিতে
যা'রা অভিঘাত সৃষ্টি করে,
তা'রা কিন্তু আস্থার গণ্ডীর বাইরে। ৭২৪২।
৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-৫০

পূর্ব্বজাতিজ্ঞান আছে,
কিন্তু তদনুগ সাংস্কারিক বিন্যাস নেই,
তা'র মানে—
পূর্ব্বজাতিজ্ঞান যা', তা' অন্ধ—
কাপট্যেরই রূপ-কথা। ৭২৪৩।
৯।১০।১৯৫৫, বিকাল ৪-৪

সুকেন্দ্রিক কৃতী চলনে চল,
অনুশীলন-তৎপর হও,
নিষ্পন্নতায় সার্থক হ'য়ে ওঠ,
যুত যোগ্যতার অধিকারী হও,
অর্জ্জনকে স্বতঃস্রোতা ক'রে তোল ;
মিতি জীবনীয় চলনে চ'লে
নিজেরই সাধু উপার্জ্জনে
স্বর্ণ-পাত্রে
ঘৃতপ্রক্ষিপ্ত অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন কর—
স্বস্তি ও স্বাস্থ্যকে অব্যাহত রেখে ;
আর, পরিবেশের প্রত্যেককে
অমনতর ক'রে তোল,
যা'তে অমনি ক'রে
অন্নব্যঞ্জনাদি ভোগ করতে পারে তা'রা—
স্বস্তি ও স্বাস্থ্যকে অটুট রেখে ;
ঐশ্বর্য্য তোমাদের সেবা করুক,
কিন্তু অকিঞ্চন থাক তোমরা—
আয়ু, বল ও বর্ণের অধিকারী হ'য়ে। ৭২৪৪।
৯।১০।১৯৫৫, বিকাল ৫-২৫

শ্রদ্ধাই ধৃতিনেশা বা আগ্রহ—
যা' বিধানের কানায়-কানায়
প্রসারিত হ'য়ে

জীবনকে সংহত ক'রে তোলে—
সাত্ত্বিক ঔপাদানিক অনুবন্ধনায়,
আর, তাছাড়া
জীবনীয় উৎসকে কেন্দ্র ক'রে—
এক-কথায়, আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে
প্রীতি-সম্বেগে প্রসারিত হ'য়ে
পরিবেশকে আকৃষ্ট ও সংহত ক'রে তোলে
ঐ আদর্শজীবনে—
সুসন্ধিৎসু অনুচর্য্যার
উল্লোল পোষণক্রিয়তাকে
প্রকৃষ্ট ক'রে,
উৎস-উচ্ছ্রয়ী দ্যোতনায়
জীয়ন্ত ক'রে সবাইকে । ৭২৪৫ ।
৯।১০।১৯৫৫, রাত ৮-৪০

তোমার ইষ্টার্থ-অনুরঞ্জিত
অনুশীলন-তৎপরতা যদি
সুনিয়ন্ত্রিত বিন্যাসে
তোমার ব্যক্তিত্বে
বিনায়িত দ্যুতি সৃষ্টি ক'রে
চারিত্রিক বিকীরণায়
বাস্তব তাৎপর্য্যে
সামগ্রিকভাবে
একটা প্রভাবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে না উঠল,
আবার, সে-প্রভাব অন্যকে প্রভাবিত ক'রে
যদি অনুশীলনী আগ্রহ-দ্যোতনায়
অনুক্রিয়ই ক'রে তুলতে না পারল,—
বুঝে নিও—
তোমার আত্মনিয়মনী বিন্যাস
তখনও সার্থকতায় সঙ্গতিলাভ করে নি—
সত্তায় সংহত হ'য়ে

বাস্তবতাকে বিনায়িত ক'রে
সুযুক্ত সঙ্গতি নিয়ে ;
তোমার জীবন যতই
ইষ্টার্থ-অনুদীপনী অনুশীলনায়
অমনতর বিনায়িত হ'য়ে
সহজ সক্রিয় হ'য়ে উঠবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব ততই
ঐ দ্যোতনায় দ্যুতিমান হ'য়ে উঠবে,
আর, তোমার ব্যক্তিত্বের প্রভাবও
পরিবেশের অনেককেই
অমনতর বিভাবিত ক'রে তুলবে ;
তোমার হওয়া
ঐ বিভাবনার ভিতর-দিয়ে
অনেককেই হওয়ায় উদ্ভিন্ন ক'রে তুলবে,
যোগ্যতার যুতদীপনায় বিনায়িত ক'রে
সক্রিয় সার্থকতায়
সহজ ও শক্ত ক'রে তুলবে ;
এতে খাঁক্তি যতখানি,
তোমার প্রাপ্তিও
তেমনতর খাঁক্তি-সম্পন্ন হ'য়ে চলবে । ৭২৪৬ ।
১০।১০।১৯৫৫, বিশাল ৫-১৫

তোমার শুভ, স্বার্থ ও সমৃদ্ধিতে
যে বা যিনি সক্রিয়—
নিজেরই স্বার্থের মত,
তিনি তোমাকে ভালবাসেন বা স্নেহ করেন । ৭২৪৭ ।
১৩।১০।১৯৫৫, বিকাল ৩-৪৯

যে
আলাপ-আলোচনার ভিতরেও
আত্মপ্রতিষ্ঠা না ক'রে

থাকতেই পারে না,
সে যে অন্তরে দারিদ্র্যপূর্ণ,
তা' অনেকখানিই ঠিক। ৭২৪৮।
১৩।১০।১৯৫৫, বিকাল ৪-৫২

যে তা'র সামনে
অন্য কা'রও প্রশংসায়
উৎফুল্ল না হ'য়ে
নিজেকে অপমানিত বিবেচনা করে,
স্বার্থ-সঙ্কুল ক্রূর হীনম্মন্যতা
তা'র অন্তরে বসবাস ক'রেই থাকে। ৭২৪৯।
১৩।১০।১৯৫৫, বিকাল ৪-৫৪

যাঁর অনুজ্ঞা বা নিদেশের
ত্বরিত ও সুন্দর নিষ্পন্নতা
তোমার জীবনকে
সুবিনায়িত ও সুব্যবস্থ ক'রে তুলবে,
শ্রদ্ধানুসেবনার ভিতর-দিয়ে
তাঁর নিদেশ-পরিপালনই
তোমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য,
তারপর আর যা' সব। ৭২৫০।
১৩।১০।১৯৫৫, বিকাল ৪-৫৯

সৎ-আচার্য্যবিহীন—
অর্থাৎ সৎ-আচার্য্যে
সক্রিয় নিষ্ঠাবিহীন যা'রা,
এক কথায়, অযুক্ত যা'রা—
তা'রা উপযুক্ত সন্ধিৎসা ও বোধনার অভাবে
নিজের ভালমন্দ বুঝতে পারে না,
অন্যের বেলায় তো কথাই নেই ;
তাই তা'রা

নিজেকে সংস্কৃত ক'রে তুলতে তো পারেই না—
সার্থক সঙ্গত বিন্যাসে,
বরং তাদের আত্ম-সংস্কারবুদ্ধি
প্রায়শঃই ভালর ছদ্মবেশে
কু-এর সাংঘাতিক রূপকেই
আবাহন ক'রে থাকে,
আর, লোকের ভিতর চারিয়েও দিতে চায় তা'ই—
আত্মপ্রতিষ্ঠার দাম্ভিক গৌরব-লোলুপতায় ;
তা'রা ভালমন্দের জঙ্গলা জঞ্জাল থেকে
ভালকে বেছে নিয়ে চিনে
জীবনে প্রয়োগ করতে
একটা অনাসৃষ্টিরই আমদানি ক'রে থাকে ;
খুব সাবধানে থেকো
তা'দের থেকে ;
স্মরণ রেখো—
'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ,'
মোক্তাভাবে তাইই ভাল ;
আর, মহাজন মানেই হ'চ্ছে—
যিনি নিজে মহৎ
ও মানুষের মহত্ত্বকে যিনি
গজিয়ে তুলতে পারেন,
বড় তকমা দেখেই ঘাবড়ে যেও না,
বুঝে সুঝে যা' ভাল হয়,
তা'ই ক'রো। ৭২৫১।
১৩।১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬টা

তোমার প্রিয়পরমই হউন,
আচার্য্য বা সদ্‌গুরুই হউন,
পূজনীয় শ্রেয়ই হউন,
তাঁর সেবানুচর্য্যী কোন কাজে—
এক কথায়, তাঁ'র উপচয়ী

শুভ-অনুধ্যায়ী কোন কাজে
বিশেষ অভিনিবেশের সহিত
সতর্ক শুভ-সন্ধিৎসায়
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
সত্বর যা'তে নিষ্পন্ন করতে পার,
তা' করবেই কি করবে—
একটা কৃতি-সম্বেগ-সন্দীপ্ত আগ্রহ নিয়ে,
যা'তে ক'রে কৃতার্থ হ'তে পার—
তাঁকে প্রসাদ-প্রদীপ্ত ক'রে ;
এই অভ্যাস তোমার সব কাজেই
নিয়োজিত হ'য়ে উঠবে,
আর, কৃতি হবার পথও
প্রশস্ত হ'য়ে উঠবে সঙ্গে সঙ্গে ;
খেয়াল রেখো—
ভুল ক'রো না,
উপেক্ষা ক'রো না। ৭২৫২।
১৪।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-১৫

ভীতি মানুষকে অসহিষ্ণুই ক'রে তোলে,
সে কষ্ট সহ্য করতে সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে,
আর, প্রীতি মানুষকে
সহনপটুই ক'রে তোলে,
ক্রমাগতির ক্রমকে বাড়িয়ে
ক্লেশসুখপ্রিয়তায় উপচয়ী ক'রে তোলে। ৭২৫৩।
১৪।১০।১৯৫৫, সকাল ৯-৩০

যা'রা করে,
কৃতী চলনে চলে,—
মানুষে দোষও দেখে তাদের বেশী,
তাই, যা'র যেমন পছন্দ
তেমনই বলে থাকে তাদের ;

কিন্তু দোষ দেখে ব'লে
করায় নিবৃত্ত থাকা ভাল নয়,
বরং সমীচীন বিবেচনায়
দোষত্রুটিগুলিকে সংশোধন
ও বিনায়িত ক'রে
শুভ-নিষ্পন্নতায়
সম্বর্দ্ধনার পথে চলাই হ'চ্ছে
কৃতার্থতার সার্থক পন্থা ;
ঘাবড়ে যেও না,
নজর রাখ,
বিহিতভাবে চল। ৭২৫৪।
১৪।১০।১৯৫৫, সকাল ১০টা

অনুশাসন-নিগড়-আবদ্ধ ক'রে
তোমার বর্দ্ধনার পথ
ও আপদ-অব্যাহতির পথ
কখনও সংকীর্ণ ক'রে রেখো না
বা নিরুদ্ধ ক'রে রেখো না,
অসময়
সেই সুযোগ নিয়ে
তোমাকে গ্রাস ক'রে তুলতে পারে। ৭২৫৫।
১৪।১০।১৯৫৫, রাত ৭-৩০

লাখ ধর্ম্মের বুলি আওড়াও না কেন,
ভাববিহ্বল হ'য়ে ধর্ম্মের কথা শোন না কেন,
ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ কর না কেন,
যদি অনুশীলন না কর হাতেকলমে—
ইষ্টার্থ-অনুসেবনী সক্রিয় উদাত্ত আগ্রহ নিয়ে,—
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনী কিছুই হবে না তোমার ;
বাচাল ভাবালুতা,
অলৌকিকতার মোহ,

ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার বেকুব বোধনা
সাত্ত্বিক দারিদ্র্যে
তোমার,
তোমার পরিবার, পরিবেশ,
সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদির
সমাধিই রচনা করতে থাকবে—
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনাকে
বিদ্রূপ করতে করতে ;
তাই, ধর্ম্মকেই যদি চাও,—
আদর্শ-অনুসেবনী তৎপরতায়
অনুশীলন-প্রবণ হ'য়ে ওঠ,
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনা
তোমাকে উচ্ছল ক'রেই চলতে থাকবে। ৭২৫৬।
১৪।১০।১৯৫৫, রাত ৯-৩০

তোমার বিগত কর্ম্ম যা'—
তা'র যোগবাহী ফল যেমন
বর্ত্তমান সৃষ্টি ক'রে তুলেছে,
বর্ত্তমানের ভালমন্দ কর্ম্মও তেমনি
ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি ক'রে তুলবে—
তদনুপাতিক ;
তাই, ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
আত্মবিনায়ন কর—
যা'-কিছুকে
সত্তাপোষণী শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
বিনায়িত ক'রে। ৭২৫৭।
১৫।১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৩০

তোমার প্রিয়পরম যিনি,
বা শ্রেয় ও প্রেয় যিনি,
যিনি তোমার ব্যক্ত ঈশ্বর,

অন্তরের আগ্রহ-উদ্দীপনী
সক্রিয় রাগ-অনুচর্য্যায়
তাঁরই মনোজ্ঞ অনুগতি নিয়ে
উচ্ছল উপচয়ী সেবানিরতির ভিতর-দিয়ে
তুমি যদি তাঁকে
প্রসাদপ্রদীপ্ত ক'রে তোল—
নিজের কর্ম্মগুলির অর্থান্বিত নিয়োজনায়,
সেই প্রসাদ-নন্দিত অনুকম্পার
স্মিত স্নেহল অবদান যা' পাও তুমি,
বা তিনি দেন যা',
তোমার সেই পাওয়াই হ'চ্ছে—
তাঁ'র প্রসাদ-উপভোগ ;
তোমার ঐ অনুচর্য্যী নৈবেদ্য
আশিস্‌মণ্ডিত হ'য়ে
তাঁর দয়াকে দয়িত আহ্বানে
উচ্ছল ক'রে
তোমার সত্তাকে
স্বস্তিমণ্ডিত ক'রে তুলে থাকে—
আরো-আরোর নিরন্তরতা নিয়ে ;
ঐ অনুচারিণী করা যেমনতরভাবে
তোমাতে আবির্ভূত হ'য়ে
তোমাকে শুভ নিষ্পন্নতায় উচ্ছল ক'রে তোলে
তেমনই কর ;
নয়তো, নিজের সংকীর্ণ স্বার্থপ্রলুব্ধ প্রত্যাশার বশে
তাঁকে প্রসাদনন্দিত না ক'রে
তুমি যা' পাও,
তা' কিন্তু তাঁরই প্রদত্ত দয়া
যা' তোমার জীবনে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে,
তা'কেই খরচ ক'রে পাওয়া—
উচ্ছল ক'রে নয়কো ;
তাই, তা'তে দিন-দিনই

তুমি যোগ্যতাহারা অবসন্ন হ'তে থাকবে,
তোমার তমসাবৃত চক্ষু
উন্নত অধিগমনের
কোন পথই দেখতে পাবে না তখন আর,
তাই, ঐ পাওয়া
তাঁর দয়া পাওয়া নয়কো,
তাঁ'র দেওয়া দয়াকে ভাঙিয়ে
ভোগ করা মাত্র ;
প্রীতিপূর্ণ অন্তঃকরণ নিয়ে
যদি তাঁকে একগুণও দিয়ে থাক—
কোনরকম স্বার্থ-প্রত্যাশার রূপরেখা
না রেখে,
তাঁকে উপচয়ী ক'রে তোলার
প্রসাদনন্দিত ক'রে তোলার
আগ্রহ নিয়ে,—
তুমি কম পক্ষে
শতেকগুণ তো পাবেই,
আর, ঐ পাওয়াই ব'লে দেবে
তুমি তাঁকে প্রকৃতভাবে কি দিয়েছ—
তাঁরই পরিপোষণায়,
তাঁরই প্রসাদনন্দনায় । ৭২৫৮ ।
১৫।১০।১৯৫৫, রাত ৯টা

না ক'রে যা' হ'তে
যা' পেয়েছ বা পাচ্ছ,—
তা' কিন্তু ঈশ্বরের দয়ার অবদান নয়কো,
বরং তাঁরই প্রদত্ত দয়াকে ভাঙিয়ে
বা খরচ ক'রে পাওয়া ;
অনুচর্য্যী অনুনয়নে
কাউকে উপচয়ে উৎফুল্ল ক'রে
যা' পাও বা পেয়েছ,

যা' তোমার যোগ্যতায় মজুত আছে,
তাইই ঈশ্বরের দয়ার অবদান ;
অমনতরভাবে
মানুষকে উচ্ছলতায় অভিনন্দিত ক'রে
ঈশ্বরেরই প্রসাদস্বরূপ যে-পাওয়া
সেই পাওয়াই তোমার সার্থকতাকে
যুতদীপ্ত ক'রে তুলবে,
অমনতর একগুণ অবদান
বহুগুণে গুণিত হ'য়ে
তাঁরই আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ
তোমাকে নন্দনায় অভিষিক্ত ক'রে তুলবে। ৭২৫৯।
১৫।১০।১৯৫৫, রাত ৯-৩০

অনাচারদুষ্ট আয় বা উপার্জ্জন
অত্যাচারেরই হোতা। ৭২৬০।
১৫।১০।১৯৫৫, রাত ৯-৪০

যিনি অযাচিত আশীর্ব্বাদে
তোমার কৃতি-সম্বেগকে উচ্ছল ক'রে
অবদান-ঐশ্বর্য্যে
তোমাকে প্রতুল ক'রে তুললেন,
স্বার্থসংক্ষুব্ধ আত্মম্ভরিতায়
তুমি তাঁকেই অবলাঞ্ছিত ক'রে
তাঁরই অনুগতিহারা হ'য়ে
অনাচারের অনুচর্য্যায়
যতই ঐ শক্তি ও ঐশ্বর্য্যকে
উপভোগ করতে লাগলে,—
আশীর্ব্বাদ ম্রিয়মাণ হ'য়ে
দরদ-দীর্ণ হৃদয়ে
ক্রমশঃই ফিরে যেতে লাগলো ;

অন্ধ বেকুব !

এখনও কি তা' বুঝছ না ? ৭২৬১ ।

১৫।১০।১৯৫৫, রাত ৯-৫০

নিজের স্বার্থসেবী মতলববাজিকে
একটু শিথিল ক'রে রাখ ;
প্রিয়পরম বা শ্রেয়প্রেয় যিনি থাকুন না কেন,
তাঁতে একমনা অনুগতি নিয়ে
তাঁরই মনোজ্ঞ চলনে চল,
তাঁকেই নন্দিত করার আগ্রহে
স্মিতচিত্তে নিজেকে নিয়োজিত কর,
তিনি যেমন চান—
সেই চলনে নিজেকে বিনায়ন-তৎপর রাখ ;
যা' তাঁর ঈপ্সিত নয়,
তা'কে বর্জ্জন কর,
আর, ঈপ্সিত যা',
তা' করতে বদ্ধপরিকর হও—
অক্লান্ত অনুগতি নিয়ে ;
নিজের জীবনের পোষণ-পরিচর্য্যা যা'-কিছু
শোভনীয় ও তৃপ্তিপ্রদ হয় যা'তে তাঁ'র কাছে
সেইভাবেই চলতে থাক ;
হৃদ্য কৃতিরাগদীপনায়
নিজের অন্তঃকরণকে ভরপুর ক'রে তোল,
যেন তিনি অচ্যুতভাবে
সংস্থিত থাকেন তোমার অন্তরে,
আর, তোমার চারিত্র্যিক বিকীরণায়
তাঁরই দ্যুতি স্ফুরিত হ'য়ে উঠুক ;
ভাবালুতার ধার ধেরো না,
করার ভিতর-দিয়ে ভাবসিদ্ধ হও,
অর্থাৎ হওয়ায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠ,
আর, যা' প্রাপ্তি ঘটে

সেই প্রাপ্তি দিয়ে
তাঁরই মনোজ্ঞ সেবানন্দনায়
প্রসাদপ্রদীপ্ত ক'রে তোল তাঁকে ;
এই তো এতটুকু !
অটলভাবে এই চলনে চলতে থাক—
স্বস্তির সামগানে
পরিবেশকে মুখরিত ক'রে ;
স্বর্গের মন্দার-উপঢৌকনে
তুমি কৃতকৃতার্থ হ'য়ে ওঠ,
ঐশীবিজয়ব্যাপ্তি
তোমাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে তুলুক । ৭২৬২ ।
১৬।১০।১৯৫৫, রাত ৭-৩০

তোমাকে যদি
দেখতে চাও,
জানতে চাও,
তাঁতে হারিয়ে ফেল তোমাকে,—
দেখতে পাবে,
জানতে পাবে । ৭২৬৩ ।
১৭।১০।১৯৫৫, রাত ৬-৩০

সুবিধাবাদী সততা
দায়িত্বহীন স্বার্থসংকীর্ণতারই অগ্রদূত,
আস্থাহীন নিষ্ঠার স্থাবর ভূমি । ৭২৬৪ ।
১৭।১০।১৯৫৫, রাত ৭-১৫

শ্রদ্ধাবিহীন আদর্শপ্রাণতা,
অনুশীলনহারা ধর্ম্ম ও কৃষ্টি,
সুবিধাবাদী সততা,

আর আস্থাবিহীন নিষ্ঠা—
শয়তানেরই ছদ্মবেশী দূত। ৭২৬৫।
১৭।১০।১৯৫৫, রাত ৮টা

মানুষ কেন,
কেউই শুধুমাত্র
খাদ্য নিয়েই বেঁচে থাকে না,
বেঁচে থাকার পরম উৎসই হ'চ্ছে—
ঈশ্বর নিদেশ-পরিপালন,
আর, আগ্রহ-উৎসারণা নিয়ে
জীবনে তারই অনুশীলনা। ৭২৬৬।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৩৫

ঈশ্বরই হউন
আর প্রিয়পরমই হউন,
তাঁকে পরীক্ষা করতে যেও না,
লুব্ধ করতে যেও না তাঁকে,—
আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত হবে। ৭২৬৭।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৪০

তুমি যেই হও না কেন,
ঠিক জেনো—
ঈশ্বরই তোমার একমাত্র উপাস্য,
আর, তাঁরই জীয়ন্ত বেদীমূলে
প্রিয়পরমের চরণবেলাভূমিতে
তাঁকেই উপাসনা কর ;—
সার্থক হবে। ৭২৬৮।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৪৫

প্রিয়পরমে অনুক্রিয় অনুরাগদীপ্ত হও,
আর, এই ভবসাগরে যা'রা হাবুডুবু খাচ্ছে,

তোমার চারিত্রিক জাল বেষ্টন ক'রে
তাদের উত্তোলন কর—
বাক্য ও ব্যবহারের সুষ্ঠু সঙ্কর্ষণে ;
আর, তা' শিক্ষা কর—
ঐ প্রিয়পরম-নিদেশ-অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে। ৭২৬৯।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৪৬

যা'রা অন্তরে বিনীত,
দীনভাবাপন্ন,
তারাই ধন্য,
কারণ, ঈশ্বরের রাজত্ব সেখানেই। ৭২৭০।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৪৮

শোকসন্তপ্ত অনুতপ্ত যা'রা,—
তা'রা ধন্য,
কারণ, তা'রা সান্ত্বনার অধিকারী। ৭২৭১।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৫০

নম্র, বিনায়িত যা'রা,—
তা'রাই ধন্য,
উত্তরে তা'রাই দুনিয়াটাকে
উপভোগ করবে। ৭২৭২।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৫২

সৎ-সংক্ষুধ যা'রা,—
আশীর্ব্বাদ প্রস্রাবিত হবে সেখানেই,
আর, তারই অনুশীলনে
তুষ্টি পাবে তা'রা। ৭২৭৩।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৫৪

দয়ার্দ্র যারা,—
দয়া পেয়ে থাকে তা'রাই
সাধারণতঃ। ৭২৭৪।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৫৮

অন্তরে পবিত্র যা'রা—
একায়িত অন্তঃকরণ নিয়ে,—
তা'রাই ধন্য,
কারণ, ঈশ্বর অমনতর হৃদয়েই
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে থাকেন। ৭২৭৫।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৮টা

যা'রা শান্তি-সংস্থাপক,
মিলন-প্রবর্ত্তক যা'রা,—
ঈশ-সন্ততি ব'লে
অভিহিত হ'য়ে থাকে তা'রাই,
অভিবাদিত হ'য়ে থাকে তা'রাই,
আর, তা'রাই ধন্য। ৭২৭৬।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-১

মঙ্গল-অভিযানের জন্য
যা'রা নির্য্যাতিত হয়েছে,—
তা'রাই ধন্য,
কারণ, স্বর্গ-মর্য্যাদা
তারাই বহন ক'রে থাকে। ৭২৭৭।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-৫

পুরুষোত্তম-প্রীতির জন্য
যা'রা নির্য্যাতিত হ'য়ে থাকে,
নিন্দিত হ'য়ে থাকে,

কটূক্তির স্ফুলিঙ্গ-বিদগ্ধ হয়,—
তা'রা ধন্য,
কারণ, প্রেয়ার্থ-বিনায়নে
তাদের ব্যক্তিত্ব
শ্রেয়-উৎসারণায় উচ্ছল হ'য়ে চলবে। ৭২৭৮।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-১০

তোমরা জগতে
স্বাদন-সন্দীপনী লবণ,
তোমরা যদি স্বাদহীন হ'য়ে ওঠ—
বাক্যে, ব্যবহারে, চলনচরিত্রে,—
এমন কী আছে
যা' দুনিয়াকে স্বাদুতৃপ্ত ক'রে তুলবে? ৭২৭৯।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-১৫

যা'রা সক্রিয়ভাবে
অচ্যুত প্রিয়পরম-প্রীতিসম্পন্ন,
প্রিয়-মনোজ্ঞ হওয়াই
যা'দের জীবন-তপ,
তা'রা দুনিয়ার আলো,
সূর্য্যের দীপ্তি ঢেকে রাখা যায় না,
কিংবা অন্ধকারে প্রদীপের আলোও
হাঁড়িচাপা দিয়ে রাখে না কেউ,
তাই, তোমরা তাঁকে
সর্ব্বতোভাবে ভালবাস,
আর, তোমাদের চরিত্রের
সেই দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ুক,
আলোকিত হো'ক সবাই,
পুলকিত হো'ক সবাই,
আর, তোমাদের ব্যক্তিত্ব হ'তে

বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠুক
তাঁরই জয়-গৌরব । ৭২৮০ ।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-৩৫

ঠিক স্মরণ রেখো—
প্রিয়পরম কোন বৈধী অনুশাসনকে
ভাঙতে আসেন না,
বরং আপূরিতই ক'রে তুলে থাকেন,
তাই বলি—
যতদিন সৃষ্টিধারা
অবিরল চলনে চলতে থাকবে,
বৈধী অনুশাসনের
একচুল বা একতিলও
ব্যতিক্রম হবে না,
বরং একদিন প্রতিটি ব্যক্তিত্বকে
আপূরিত ক'রে
মূর্ত্তই হ'য়ে উঠবে তা';
এর পরিপালনে যদি কেউ
এতটুকু শৈথিল্য করে
ও মানুষকে তেমনতর শিক্ষা দেয়,
সে স্বর্গের আনাচে-কানাচেও
দাঁড়াতে পারবে কিনা সন্দেহ,
আর, যা'রা কাঁটায়-কাঁটায়
তা' পরিপালন করবে,
অনুশীলন করবে,
তা'রা স্বর্গ-নন্দনায় অধিষ্ঠিত
থাকবেই কি থাকবে । ৭২৮১ ।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-৪৫

তোমরা সততা-সিদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
সে সততা

যেন এমনতর জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে,—
যা' অন্যে কখনও কোথায়ও দেখে নি,
তোমার ভাই তোমার প্রতি
যদি ক্রুদ্ধ হ'য়ে থাকে,
এবং প্রার্থনার আসনে বসেও
যদি তা' মনে পড়ে,
প্রার্থনার পূর্ব্বেই তা' মিটিয়ে ফেল—
হৃদ্য অনুনয়নে ;
আর, তা' যদি অলীকও হয়
কিংবা অলীক ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে
হ'য়ে থাকে,
হৃদ্যতার সহিত
ঐ ভ্রান্তি বিমোচিত ক'রে
বান্ধবতায় সুনিবদ্ধ হ'য়ে ওঠ । ৭২৮২ ।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৯টা

ব্যভিচারদুষ্ট হ'তে যেও না,
এমন-কি, অন্তরেও না । ৭২৮৩ ।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৯-১০

শপথ বা দিব্য করতে যেও না,
আবার, অভিশাপও দিতে যেও না,
অমনতর করা মানেই
তোমার বা অন্যের ব্যক্তিত্বের বা সত্তার
বিপরীত অনুধ্যায়িতাকে
সূচনা ক'রে রাখা,—
যা' তোমাকে বা অন্যকে
ঐ বিরুদ্ধ অনুধ্যায়িতার
শিকার ক'রে তুলবে ;
'হ্যাঁ' 'না'-এর ভিতর-দিয়েই
যা'-কিছু বলবার তা' ব'লো,

আর, ক'রোও তেমনি—
শুভপ্রসূ ক'রে ;
এর বেশী বলা কিন্তু
অন্তঃস্থ গুপ্ত শাতন-প্রেরণারই
উস্‌কানি প্রায়শঃ। ৭২৮৪।
১১।১০।১৯৫৫, সকাল ৯-৩০

সহ্য করতে শেখ,
সহনপটু হও—
কণ্টকে অতিক্রম ক'রেও,
তোমাকে যদি কেউ আঘাত করে,
তা'র ব্যাঘাত না ক'রে—
সহানুভূতি-সন্দীপনায়
তা'কে অনুতপ্ত ক'রে তুলতে
দৃঢ়সঙ্কল্প হও ;
কা'রও প্রয়োজন যদি হয়—
তোমার খাদ্য দিয়ে
তা'কে তৃপ্ত করতে
সচেষ্ট থাক—
নিজে না খেয়েও
ঐ তৃপ্ত করার সুখে ভরপুর থেকে ;
শীতে যদি কেউ
সঙ্কুচিত কম্পমান হ'য়ে থাকে,
তোমার কোর্ত্তাটা দাও—
যদি তোমার সাথে অন্য কিছু নাও থাকে,
ঐ সহানুভূতির আনন্দই
তোমার শীতাতপ সহ্য করার ক্ষমতাকে
সন্দীপিত ক'রে তোলে যেন ;
পথহারা যদি কেউ তোমাকে ডাকে—
যতটুকু এগিয়ে দিলে সে খুশী হয়

যদি পার
তার চাইতেও অনেক বেশী দিও,
সে যেন তোমার অনুচর্য্যায়
ভরপুর হ'য়ে
অনুকম্পা-উদ্দীপিত হ'য়ে ওঠে ;
উপযুক্ত অনেক বিষয়েই এমনি ক'রো—
নিজের স্বস্তিকে অটুট রেখে,
বরং বর্দ্ধিত ক'রে। ৭২৮৫।
১৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৯-৪৫

তোমার প্রতিবেশীকে তো
ভালবাসবেই—
সক্রিয় শুভেচ্ছাপরায়ণ হ'য়ে,
এমন-কি, তোমার শত্রুকেও ভালবেসো—
অমনতরই শুভেচ্ছাপরায়ণ হ'য়ে ;
এমন-কি, যা'রা তোমাকে নির্য্যাতন করে
তা'দিগকেও—
বিহিতভাবে সুবিবেচী হ'য়ে ;
মনে রেখো—
ঈশ্বর সবাইকেই ভালবাসেন,
পাপীকেও যেমন
পুণ্যবানকেও তেমনি,
তবে পুণ্যবান যা'রা,
তা'রা ঈশ্বরকে উপভোগ করতে পারে
বিহিতভাবে,
ঈশ্বর কিন্তু কোথাও কৃপণ হন না ;
তোমাদের স্বর্গীয় পিতার মত,
পাতা পরিত্রাতার মত
সব দিক দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে

সক্রিয় তৎপরতায়
পবিত্র হ'য়ে ওঠ। ৭২৮৬।
১৯।১০।১৯৫৫, বিকাল ৫টা

সাবধান থেকো—
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে,
লোকের কাছে বদান্য হবার আশায়
লোক দেখিয়ে
কাউকে দান করতে যেও না,
উপকারও করতে যেও না,
অযথা লোকের কাছে
ব'লেও বেড়িও না,
এমন-কি, তোমার দক্ষিণ হস্ত
মানুষের যা' উপকার ক'রে,—
বাম হস্তও যেন তা'
জানতে না পারে ;
যা' করবে—
তা' সহজ প্রাণন-উৎসারণা নিয়ে ;
ভগবান ঈশাও
এমনতর কথাই ব'লেছেন। ৭২৮৭।
১৯।১০।১৯৫৫, বিকাল ৫-১০

'সাধু'-খ্যাতির আশায়
লোক দেখিয়ে সন্ধ্যাপূজাদি
করতে যেও না,
প্রার্থনাদি করতে যেও না ;
তোমাকে সাধু ব'লে জানুক
এমনতর ভাবভঙ্গিমা নিয়ে
ঈশ্বরোপাসনা করা—
নিজের কাপট্যেরই ইন্ধন জোগান,
তা'র অন্তরেই থাকে

লোক-ঠকান প্রবৃত্তি ;
প্রার্থনা-ক্ষুধাতুর যদি হ'য়েই থাক,
নির্জ্জনে যাও,
বা এমন রকমে তা' কর,
যা'তে লোকে তোমাকে
কোনপ্রকারে ইঙ্গিত করতে না পারে ;
তুমি নিজে এমন চলনেই চ'লো,
তোমার সহজ অভিব্যক্তি
যেমনতর দাঁড়ায়,
তেমনিই হ'য়ে উঠুক ;
কতকগুলি কথার বাহুল্য আমদানি ক'রে
তোমার প্রার্থনাকে
প্রেরণাহারা ক'রে তুলো না,
বরং বল—
'ঈশ্বর !
স্বর্গস্থ পিতা আমার !
আমি তোমাকে ভালবাসি,
ঐ ভালবাসা তোমার প্রসাদে
কৃতিমুখর হ'য়ে উঠুক,
তোমার যা' অর্থনা
তা'রই অনুচর্য্যায়
নিয়ত নিরন্তরতা নিয়ে চলুক,
আর, তোমার প্রসাদেই
আমার জীবন অভিষিক্ত হ'য়ে থাকুক' । ৭২৮৮ ।
১৯।১০।১৯৫৫, বিকাল ৫-১৫

মানুষের অন্যায়কে ক্ষমা কর,
সহ্য কর,
আর, সে যা'তে অন্যায়মদমত্ত না হ'য়ে
ঈশ্বরপ্রেরণায়
প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—

সক্রিয় তৎপরতা নিয়ে,—
তা'ই কর ;
তোমার এই ক্ষমা বা সহনপটুতা
তোমার স্বর্গস্থ পিতা হ'তেও
তোমাকে সহ্য করবার
বা ক্ষমা করবার
প্রসাদ আবাহন করবে। ৭২৮৯।
১৯।১০।১৯৫৫, বিকাল ৫-৩০

যখন তুমি কোনপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত কর
বা উপবাস কর,
লোকের কাছে ঢাক বাজিয়ে
তা' বিজ্ঞাপিত করতে যেও না ;
যেখানে যেটা যেমনভাবে করতে হয়,
তাই ক'রো—
বিহিতভাবে ;
এমনতর বৈধী করাই
ঈশ্বরের প্রসাদ আবাহন করতে পারে। ৭২৯০।
১৯।১০।১৯৫৫, বিকাল ৫-৩১

এ দুনিয়ায় ঐশ্বর্য্য বা সম্পদ-আহরণেই
মত্ত থেকো না,
যা' বহুরকমে নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে ;
তোমার সম্পদ বা ঐশ্বর্য্য
তোমার ব্যক্তিত্বেই নিহিত থাকুক—
সুকেন্দ্রিক প্রীতি-বিনায়নে
সুব্যবস্থ হ'য়ে,
বোধায়নী চারিত্রিক দ্যুতি
বিকীরণ ক'রে,
আর, তা' স্বর্গীয়,
এ ভাণ্ডার স্বর্গেই সঞ্চিত থাকে,

যা' কখনও কোনরকমে নষ্ট হয় না ;
সম্পদ যেখানে—
লোকের অন্তঃকরণও
সেখানেই প'ড়ে থাকে ;
যদি এমনতর কর—
সুকেন্দ্রিক প্রীতিপ্রেরণা-সম্বুদ্ধ হ'য়ে,—
প্রিয়তেই তোমার মন নিবদ্ধ থাকবে,
যা'তে তোমার ঐহিক ও পারত্রিক যা'-কিছুই
বরেণ্য প্রসাদ-মণ্ডিত হ'য়েই রইবে। ৭২৯১।
১৯।১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৫-৪০

তোমার চোখ দুটি
তোমার অন্তরের আলোকাধার,
শরীরের চেতন-প্রদীপ—
তোমার অন্তঃস্থ ঈশ্বরের আশিস-দ্যুতি
যা'র ভিতর-দিয়ে
বিচ্ছুরিত হ'য়ে থাকে ;
তা'কে যদি
ঔদার্য্যে উদাত্ত ক'রে তোল—
একায়িত প্রীতিপ্রখর সমাধান-তৎপরতায়
তোমার ভিতর-বাহির
সবই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে থাকবে
ক্রমশঃ ;
আর, যদি সঙ্কীর্ণ ক'রে তোল,
সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠবে তুমি—
ছন্ন তামস-আবরণে
আশিসহারা স্বার্থপঙ্কিল ব্যতিক্রম নিয়ে। ৭২৯২।
১৯।১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-১০

তুমি দুটি প্রিয়
বা দুটি প্রভুকে

একযোগে সেবা করতে পার না,
একটিকে প্রধান ক'রে রাখতেই হবে—
যাঁকে তোমার অন্তরের
যা'-কিছু দিয়ে
সেবায় উচ্ছল ক'রে তুলতে চাও ;
তুমি অমনতর একের পাশেই দাঁড়াও,
আর, তাঁকেই তোমার যষ্টি ক'রে নিয়ে চল—
তাঁরই মনোজ্ঞ হওয়ার
তপতাপনা নিয়ে ;
তুমি ঈশ্বর বা প্রিয়পরম
এবং অর্থদেবতাকে
একযোগে কি ক'রে উপাসনা করবে ?
বরং সব কিছু দিয়ে
তোমার প্রিয়পরম-সেবায়
নিরত হ'য়ে ওঠ—
সক্রিয় উপচয়ী তৎপরতায়,—
সর্ব্বার্থই সার্থক হ'য়ে উঠবে তা'তে ;
আর, প্রিয়পরমই
ঈশ্বরের ব্যক্তবিকাশ। ৭২৯৩।
১৯।১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-১৫

অন্নপানাদির জন্য
উদ্বাস্ত হ'য়ে উঠো না,
পরিধেয় কিছুর জন্যও নয়,
বরং ঈশ্বরপ্রীতির উৎকণ্ঠায়
আগ্রহ-উচ্ছল হ'য়ে ওঠ ;
জীবন তাঁ'রই আশিসপ্রবাহ,
জীবন আছে বলেই
পানাহার ও পরিধানের প্রয়োজন ;
দেখনা পশুপক্ষীরা
কেমনতর সৌন্দর্য্যে

শোভান্বিত হ'য়ে থাকে ?
তা'রা তো সঞ্চয় করে না,
চরে, করে, খায়,
আর, তা'তেই পোষণপুষ্ট হ'য়ে থাকে তা'রা ;
তুমি যতটুকু দীর্ঘ,
উৎকণ্ঠা-বিপন্ন হ'য়ে
তা'র একটুও কি বাড়াতে পার ?
দেখ না জলায় পদ্মগুলি কেমন ফুটে থাকে !
জঙ্গলার ফুলগুলি !—
যা'র জীবন অতটুকু স্থায়ী,
ঝ'রে যায়,
শুকিয়ে যায়,
প'ড়ে যায় ;
ঈশ্বর তাকেও যদি অতখানি
সুন্দর ক'রে তুলতে পারেন,
তাঁর প্রতি তোমার অদম্য প্রীতি
কতখানি কি ক'রে তুলতে পারে,
তা' কি পরিমেয় ?
তাই, তোমার খাওয়া-পরা নিয়ে
উৎকণ্ঠ উদ্ব্যস্ত হ'য়ো না,
পরমপিতা কা'র কী প্রয়োজন
সবই জানেন,
আর, বিনায়িত বৈধী চলনের ভিতর-দিয়ে
সবাই তা' পেয়ে থাকে,
তাই, অন্বেষণ কর তাঁকেই
প্রতিটি যা'-কিছুতে,
তাঁরই অনুগতি-সম্পন্ন হও,
তুমি যা' চাও,
তোমাকে উপচে
পরিবেশেও তা' বিস্তার লাভ করবে ;
তাই, কালকে কী হবে—

তা'র জন্য ব্যস্ত-বাগীশ হ'য়ো না,
আজকে যা' করবার তা' নিখুঁতভাবে কর—
তোমার কৃতি-অনুগতিকে
স্বতঃস্রোতা রেখে,
উপাসনায় অর্থান্বিত ক'রে,
আর, কালকের সমস্যাও
এই চলনে সমাধা হ'য়ে উঠবে—
তোমার যত্নে যত্নশীল হ'য়ে। ৭২৯৪।
১৯।১০।১৯৫৫, রাত ৭টা

অন্যের কোন বিষয়
বিচার করবার পূর্ব্বেই,
পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিজেকে
বিচার ক'রে দেখ,
আর, অন্যকে যেমনতর
বিচার করবে তুমি,
তুমি তাদের দ্বারা বিচারিত হবে
তেমনতর ;
তোমার ব্যবহার তাদের প্রতি যেমনতর,
যতই তা'রা তোমাকে বুঝতে পারবে,—
তাদের ব্যবহারও তোমার প্রতি
তেমনতর হ'য়ে উঠতে থাকবে ;
তুমি তোমার নিজের অন্তঃকরণে
পাহাড়ের মত আবর্জ্জনা পোষণ ক'রেও
অন্যের অন্তঃস্থ এতটুকু বালিকণাকেও
সহ্য করতে পার না,
লহমায় দোষদুষ্ট ব'লে
ব্যাখ্যা ক'রে থাক,
—এই তোমার ভাব,
কারণ, তুমি নিজেই ভারাক্রান্ত ;
আগে নিজেকে শোধরাও,

তখন বুঝতে পারবে—
কি ক'রে তা'কে শোধরাতে হয়,
কায়দাও পাবে তেমনি। ৭২৯৫।
১৯।১০।১৯৫৫, রাত ৭-১০

কুকুরকে
তোমার কাছে পবিত্র যা'
তা' দিতে যেও না,
শূকরের কাছে মুক্তো ছিটিয়ে
কী লাভ হবে ?
বরং সেগুলিকে
তা'রা পদদলিতই করবে,
আর, আকৃষ্ট হ'য়ে
তোমাকে আক্রমণ করতে
কসুর করবে কমই। ৭২৯৬।
১৯।১০।১৯৫৫, রাত ৭-২৫

প্রথম পংক্তির সূচীপত্র